পারিবারিক প্রবন্ধ।

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে॥

মনুসংহিতা।

হুগলী

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

তৃতীয়বার মুদ্রিত।

সন ১২৯৬ সাল।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

পারিবারিক প্রবন্ধ।

উৎসর্গ।

আমি কি? এবং কি জন্য হইলাম?—গাছে যেমন পাতা হয়, তেমনি হইয়াছি বইত নয়। আমার ঐ 'আমি' পদার্থটী কতক গুলি প্রাকৃতিক শক্তির আবেশ বইত নয়। এমন আমার থাকাই কি?—আর না থাকাই বা কি?

মন যেন কি চায়, পায় না—কি যে চায়, তা জানেই না। যাহারা শৈশবে আমাকে কোলে পিঠে করিত এবং আপনাদের বলিত, তাহারা ত অনেকেই নাই—যাহারা আছে, তাহারাও থাকিবে না। পৃথিবী শ্মশান-ভূমি—এখানে থেকে কাজ কি?

মনের এই ভাব, এমত সময়ে একটী দেবী মূর্ত্তি আমার সম্মুখীন হইল—আমার দুই চক্ষুতে দুই চক্ষু মিলাইল—আমার হাতে হাত দিল—বলিল 'আমি তোমার'।

'আমার' আছে!—তবে 'আমি' এক জন! আমি থাকিব, আমি করিব, আমি বাড়িব, আমি বাড়াইব। ইতি স্থিতি-বিধায়িনী—

অন্তর্দৃষ্টি অতীতকালের প্রতি ধাবিত হইয়া আর পৃথিবীকে শ্মশানভূমিরূপে দেখাইল না।—বর্ত্তমান কাল দেবীর হাস্যপ্রভায় রঞ্জিত হইয়া আশার ফলকে চিত্রিত ভবিষ্যৎ কালের সহিত একীভূত হইল। ধরাতলে একটী রমণীয় আরাম প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। ঐ আরাম, দেবীর ক্রীড়া ভূমি। ইতি আশ্রম-বিধায়িনী—

ক্রীড়ারস অনন্ত ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমুদায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঐ উদ্যানবাটিকার মধ্যে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। আদ্যাশক্তি আকর্ষিণীর স্বরূপ উপলব্ধ হইল। জড় জগতে চিন্ময়তা দেখিলাম। ইতি লীলাময়ী—

মুখের হাসি আর মুখে ধরে না। প্রতি পাদবিক্ষেপে প্রসূনচয় প্রস্ফুটিত হয়; প্রতি দৃষ্টিপাতে হিমাংশুকিরণ বর্ষণ হয়। ইতি আনন্দময়ী—

কিছুরই অভাব নাই—কিছুরই অস্থিরতা নাই। সকলই যথাযথ। যাহাতে দৃষ্টি করেন তাহাই উথলিয়া উঠে। যাহাতে হাত দেন তাহাই শোভাময় হয়। ইতি গৃহলক্ষ্মী—

দেখিতে দেখিতে একটী একটী করিয়া কয়েকটী শিশুমূর্ত্তি ঐ আরাম নিকেতনে দেখা দিল—উহাদিগের শরীরে তাঁহার এবং আমার উভয়ের অবয়ব একত্র সম্মিলিত দেখিলাম। হৃদয় মমতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ওগুলিকে নিতান্ত নিজস্ব জ্ঞান করিলাম। একান্তই আপনার মনে করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ইতি বর-প্রদায়িনী—

বর পাইয়া কি আনন্দ এবং উৎসাহ! জড় জগৎকে স্পষ্ট চক্ষে চিন্ময় জগৎ দেখিলাম। নিজের শক্তিকে অপরিমেয় বুঝিলাম। বিনা ভীতিকম্পনে এবং বিনা রাগপ্রকটনে চিত্তগিরি উন্নত হইতে হইতে যেন আকাশ ছুঁইতে চলিল এবং শ্রমশীলতা, কার্য্য-তৎপরতা, পরিণাম-দর্শিতা সেই গিরির শিখরদেশে দৃঢ় হইয়া বসিল। ইতি সামর্থ্য-বিধায়িনী—

কৈ?—একি হইল?—সেইটী?—সেই সর্ব্ব প্রথমেরটী?—সেই সাক্ষাৎ দেবতুল্য শক্তিসম্পন্নটী?—সেটী কোথায় গেল?—আর এখানে থাকিব না! বৃক্ষবাটিকা হইতে বাহির হইয়া সে যথা গিয়াছে সেই খানেই যাইব।—বাহির হই—হাত ধরিলেন—নিকটে একটী গাছ ছিল, তাহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন। দেখিলাম গাছটীর তলায় অনেকগুলি অপক্ক কড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। অশ্রু-পূর্ণ-নয়নে বাষ্পদিগ্ধ গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, 'মুকুল যত হয় ফল তত হয় না'। তথ্য বুঝিলাম। থামিলাম। ইতি প্রবোধ দায়িনী—

এ কি হইল?—তিনি কৈ?—যে সকলকে এই নিতান্ত আমার বলিয়া মনে করিতাম, তাঁহাদিগকেও ত আর তত আমার বলিয়া মনে হইতেছে না! সকলই যেন আমা হইতে দূরগত হইয়া পড়িতেছে! আমি আবার জগতে 'একা'!—আবার আমার পৃথিবী 'শ্মশান'! যেমন হৃদয় মধ্যে এইরূপ ভাবিলাম, অমনি তথায়

অশরীরিণী বাণী নিঃসৃত হইল।—"শোকে মুগ্ধ হইও না—তুমি আর তেমন 'একা' হইতে পার না, তোমার পৃথিবী আর তেমন 'শ্মশান' হইতে পারে না—তোমার হৃদয় শূন্য নাই—তুমি পৃথিবীকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়াই জানিয়াছ"। ইতি হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী—

পৃথিবী এখনও আমার কর্ম্মক্ষেত্র? আমি কি জন্য এবং কাহার জন্যই বা কাজ করিব? আমার বুক একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আমার সাহস নাই।—অমনি হৃদয়বাণীও শুনিলাম—'পৃথিবী শ্মশানও নয়, আবাস বাটিকাও নয়। ইহা যে কর্ম্মক্ষেত্র তাহা তুমি শিখিয়াছ। তোমার সাহস নাই, ত সাহস আছে কার? যদি সাহস নাই, তবে মরিতে ভয় কর না কেন?' ইতি যম-ভয়বারিণী—

যে প্রকৃতিশক্তি উল্লিখিত দশবিধ রূপে আমার প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া ভক্তি এবং প্রীতি সহকারে বঙ্গবাসী স্ত্রী পুরুষের হস্তে এই পুস্তকখানি সমর্পণ করিলাম।

লেখক।

সূচনা।
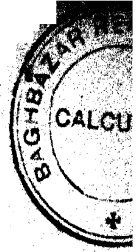
আকাশমার্গে সূর্য্যের গমন হইতেছে; তুমিও দেখিতেছ, আমিও দেখিতেছি। কিন্তু সূর্য্যের যে রশ্মিবিশেষ তোমার নেত্রমুকুরে পতিত হইয়া তথায় সূর্য্যপ্রতিবিম্ব জন্মাইতেছে, আমার নেত্রমুকুরে সূর্য্যের সেই রশ্মি পড়িয়া সূর্য্যদর্শন জ্ঞান জন্মাইতেছে না। আমরা উভয়ে একই সূর্য্যের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছি। সকলের পক্ষেই এইরূপ। যে সূর্য্যকে দেখিতেছে, সে আপন নেত্রসংলগ্ন রশ্মিবিশেষের দ্বারাই তাঁহাকে দেখিতেছে, অন্যের নেত্রসংলগ্ন রশ্মিদ্বারা দেখিতেছে না।

মনুষ্যের সম্বন্ধে সত্যের অববোধও অবিকল ঐ প্রকার। যেমন সূর্য্যও এক, তেমনি সত্যও এক। কিন্তু এক ব্যক্তি সত্যের যে অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অপরে ঠিক্ সেই অভিজ্ঞানটী পায় না। আমি যে প্রকার শরীর এবং প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং যেরূপ শিক্ষা এবং যেরূপ সহবাস প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইগুলিই আমার পক্ষে সত্যোপলব্ধির রশ্মিস্বরূপ হইয়াছে। তুমি পিতৃমাতৃ স্থানে যে প্রকার দেহ এবং স্বভাব অধিকার করিয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, এবং যেরূপে প্রতিপালিত এবং শিক্ষিত হইয়াছ, তাহাই তোমার সত্যজ্ঞান লাভের উপায়। প্রতিব্যক্তির অভিজ্ঞতা ভিন্ন, সুতরাং সত্যোপলব্ধির পথও ভিন্ন।

বিভিন্ন রশ্মিসংযোগজাত বিভিন্ন সূর্য্যপ্রতিবিম্ব যেমন সাধারণতঃ একবিধ—এমন একবিধ যে, তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রতীতি কিছুমাত্র ভিন্ন বলিয়া মনে হয় না; সেই প্রকার কোন দুই জনের অভিজ্ঞতা ঠিক্ একরূপ না হউক, তথাপি এত একরূপ হয় যে, প্রায় সকল বিষয়েই পরস্পরের কথোপকথন এবং মনোগত ভাবের বিনিময় অব্যাঘাতে চলিতে পারে। আমার অভিজ্ঞতায় যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধ হইয়াছে, তোমার

অভিজ্ঞতাও তাহাকেই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করিতেছে, এরূপ বোধ না থাকিলে মনুষ্য-সমাজের সৃষ্টি হইত না—দেশভাষা জন্মিত না—পরস্পর কথা বার্ত্তা থাকিত না—বাদানুবাদ চলিত না—গ্রন্থরচনাও হইত না।

অস্মজ্জাতীয় পারিবারিক অবস্থা এবং ব্যবহার বিষয়ে আমি যেরূপ দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি, এবং করিয়াছি, অন্য কেহই অবিকল সেইরূপ দেখেন নাই, বুঝেন নাই, এবং করেন নাই সত্য; কিন্তু যাহা আমা· কর্ত্তৃক দৃষ্ট, উপলব্ধ, এবং কৃত হইয়াছে, তাহা অন্যের দর্শন, অববোধ এবং কৃতি হইতে নিতান্ত ভিন্ন হইতেও পারে না। এরূপ বুঝিয়া লইতে না পারিলে, আমি এই প্রবন্ধ কয়েকটী জনসমাজে প্রচারিত করিতাম না।

আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা আমার চক্ষে ভাল লাগিয়াছে। যে জন্য এবং যেরূপে ভাল লাগিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি প্রবন্ধগুলিতে মনের কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারিয়া থাকি, তবে সজাতীয় অন্য ব্যক্তির মনেও স্ব স্ব পারিবারিক অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হইতে পারিবে, এবং তাহা বোধ হইলে এই পরাধীন, হীনবীর্য্য, অবজ্ঞাত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা চিরন্তন বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ উপাসনাপ্রণালীই বল, আর ধর্ম্মপ্রণালীই বল, সামাজিক প্রণালীই বল, আর শাসনপ্রণালীই বল, এক পারিবারিক ব্যবস্থাই সকলের নিদানভূত।

আমাদিগের পারিবারিক সুখ অধিক—এটী নিতান্ত অল্প কথা নয়। যদি পারিবারিক সুখ অধিক, তবে ধর্ম্মও অধিক; এবং ধর্ম্ম অধিক থাকিলে কখন না কখন অবশ্যই মহিমশালিতাও জন্মিতে পারে।

সূচি পত্র।

পারিবারিক প্রবন্ধ।

প্রথম প্রবন্ধ।

বাল্য-বিবাহ।

এক্ষণে অনেকে বাল্য-বিবাহ প্রথার নিন্দা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, বিবেচনাপূর্ব্বক চলিতে না পারিলে বাল্য-বিবাহ হইতে যে কতকগুলি গুরুতর দোষ ঘটে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাল্য-বিবাহের যেমন দোষ আছে, তেমন গুণও আছে। যাঁহারা বাল্য-বিবাহপ্রণালীর কেবল দোষ মাত্র দেখেন ইহার গুণ দেখিতে পান না, তাঁহাদিগকে ইংরাজদিগের নিরবচ্ছিন্ন অনুচিকীর্ষু বলিলে অন্যায্য গালি দেওয়া হয় না।

সম্প্রতি এক জন সরলচেতা বহুদর্শী ইংরাজের সহিত বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। ক্ষণকাল বিচারের পর তিনি বলিলেন, বাল্য-বিবাহ প্রণালীতে জাতিগত শান্তি ও ব্যক্তিগত সুখের আধিক্য এবং বয়োধিক বিবাহ প্রণালীতে জাতিগত উদ্যম ও ব্যক্তিগত ওজস্বিতার আধিক্য লক্ষিত হয়। এই কথা বলিয়া তিনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন উভয় প্রণালীর সামঞ্জস্য বিধানের কোন পথই দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমি বলিলাম, তাঁহাদিগের প্রাচীন ব্যবস্থাপকেরা বোধ হয় ঐরূপ সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশেই স্ত্রীর বয়স কম এবং পুরুষের বয়স অধিক রাখিয়া উদ্বাহপ্রণালীর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, ত্রিশ বৎসর বয়সের পুরুষ, দ্বাদশবর্ষীয়া মনোমত কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। ইংরাজটী বলিলেন—তাহা হইলেও হইবে না—অপক্ক মাতৃশরীর-প্রসূত সন্তান সুস্থ এবং সবলকায় হইবে না। আমি বলিলাম আপনাদিগের ভাষায় পশুপালন সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কোন নব্য এবং বহুজনসম্মত গ্রন্থে ওরূপ কোন কথা নাই—পিতৃশরীর যথাযোগ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই সন্তান পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ এবং সবলকায় হইতে পারে, পশুজনন বিধানে এই মত। ইংরাজটি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরিপাক অল্প বয়সেই হয় বটে—সুতরাং পুরুষের বয়স অধিক এবং স্ত্রীর বয়স কম রাখিয়া বিবাহ দেওয়াই বিধেয় এবং তাহাতে সকল দিকই বজায় থাকিতে পারে দেখিতেছি—প্রণয়, শান্তি এবং সুখ অধিক হয়, উদ্যম এবং ওজস্বিতা জন্মিবারও অবসর থাকে, এবং সন্তানও বলহীন হয় না। আমি বলিলাম বর্ত্তমান অবস্থাতেও হিন্দু দম্পতীর পিতৃ মাতৃগণ কিঞ্চিৎ পরিণামদর্শী হইলে এবং তাঁহারা স্বয়ং একটু তপস্যাপরায়ণ হইলে ঐ সকল শুভফল দর্শিতে পারে।

মোটা মুটি ভাবিতে গেলেও বয়োধিকদিগের বিবাহটা যেন কেমন কেমন দেখায়। ১৯। ২০ বৎসরের যে যুবতী ২৪। ২৫ বৎসরের এক জন পুরুষকে লইয়া আপনার মা, বাপ, ভাই, ভগিনী, প্রভৃতি আশৈশব সহচর সমস্তকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি যে কেমন ‘লজ্জাভয়বিভূষণা’ তাহা অনুভব করিতেও পারা যায় না। ছেলেবেলা হইতে মা বাপ যে দুইটীকে মিলাইয়া দেন, তাহারা একত্র থাকিতে থাকিতে ক্রমে ক্রমে দুইটী নবীন লতিকার ন্যায় পরস্পর গায়ে গায়ে জড়াইয়া এক হইয়া উঠে। তাহাদিগের মধ্যে যে প্রকার চিরস্থায়ী প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা, বয়োধিকদিগের বিবাহে সেরূপ চিরস্থায়ী প্রণয় কিরূপে জন্মিবে? বয়োধিকদিগের

[illegible] স্থির হইয়া দাঁড়ায়, চরিত্র নির্দ্দিষ্টপথ অবলম্বন করে; তাহারা কি আর তেমন পরস্পরে মিলিয়া একতাসম্পন্ন হইতে পারে? ফলতঃ দম্পতীর পরস্পর প্রণয়াধিক্য উৎপাদন করাই যদি উদ্বাহ-প্রণালীর মুখ্যতম সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা যায়, তবে বাল্য-বিবাহ যে বয়োধিক বিবাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় থাকে না। ছেলেবেলার ভালবাসাই ভালবাসা। মা বাপের প্রতি ভাই ভগিনীর প্রতি, খেলুড়িদিগের প্রতি মনটী যেমন কোমল ভারাপন্ন থাকে, বয়স হইলে যাহাদিগের সহিত পরিচয় হয়, তাহাদিগের কাহারও প্রতি প্রায়ই মন তেমন হয় না। ছেলেবেলার বন্ধুদিগের কোন দোষই ধরিতে ইচ্ছা হয় না। তাহারা যাহা করে, তাহাই ভাল, যাহা বলে তাহাই মধুর। তাহাদিগের কাহাকেও দেখিলে, ভাবিলে, কাহার নাম মাত্র শুনিলে, মন সরস এবং আর্দ্র হইয়া পড়ে। এমন ছেলেবেলার সময় দাম্পত্য প্রণয়ের বীজ বপন না করিয়া যাহারা বিলম্ব করে, তাহারা প্রণয়পীযূষের প্রকৃত রসাস্বাদনে নিতান্ত বঞ্চিত থাকে।

বয়স হইয়া বুদ্ধির পরিপাক জন্মিলে পরস্পর স্বভাব চরিত্র বুঝিয়া প্রণয়ে যুবতী বিবাহসূত্রে সম্বন্ধ হইতে পারে, এই যে একটী কথা আছে, উটী কথার কথা মাত্র। অন্যের স্বভাব চরিত্র পরীক্ষা করিয়া লওয়া নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নয়। ঐকার্য্যে অতি সুবিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তিদিগেরও পদে পদে ভ্রম হইয়া থাকে। ১৯|২০ বৎসরের স্ত্রীলোক এবং ২৪—২৫ বৎসরের পুরুষের ত কথাই নাই। ঐ বয়সে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রবল্য, কল্পনা শক্তি তেজস্বিনী, এবং অনুরাগ একান্ত উন্মুখ। পরস্পরের স্বভাব পরীক্ষায় যে বিবেক এবং ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তাহা ঐ সময়ে অকর্ম্মণ্যপ্রায় থাকে। একটী সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ, একটী মৃদু মধুর হাসা, একটী অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র্য, হঠাৎ মনোদুর্গ অধিকার করিয়া লয়, স্বভাব, চরিত্র, রুচি, পরীক্ষা করিবার অবকাশ দেয় না। এই জন্য অধিক বয়সে বিবাহ সাধারণতঃ চিরস্থায়ী প্রকৃত প্রণয়ের উৎপাদক হইতে পারে না।

দেখ যে দেশে অধিক বয়সে পরিণয়ের নিয়ম, সেই দেশেই পরিণয়োচ্ছেদের ব্যবস্থা প্রচলিত *। যদি প্রকৃতরূপে স্বভাবাদির পরীক্ষা হইতে পারিত, তবে ওরূপ হইবে কেন? ফলতঃ অন্ধ-অনুরাগ-প্রণোদিত উদ্বাহ বন্ধনে প্রকৃত প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা বিরল। সেই জন্যই কারণান্তর উপস্থিত হইয়া ঐ বন্ধনের রক্ষা এবং দৃঢ়তা সম্পাদন না করিলে উহা স্বতই বিচ্ছিন্ন এবং স্খলিত হইতে পারে। ইংরাজেরা অধিক বয়সে বিবাহ করেন, তাঁহাদিগের দেশে বিবাহ বিচ্ছেদ করিবারও ব্যবস্থা আছে। ঐ ব্যবস্থা তাঁহাদিগের ইচ্ছানুরূপ সহজ নয় বলিয়া ইংরাজেরা আজি কালি বড়ই দুঃখিত। মার্কিনদিগের দেশেও অধিক বয়সে বিবাহ করিবার নিয়ম। সম্প্রতি ঐ দেশে বিবাহপ্রথা একবারে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত অনেকে মত প্রচার করিতেছেন। যদি ঐ সকল দেশে উদ্বাহবন্ধন সুখের বন্ধন হইত, তবে তবে ঐ বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য এত যত্ন এবং এত আগ্রহ কেন হইবে? বস্তুত যেখানে যত অধিক বয়সে বিবাহ দিবার প্রথা প্রচলিত আছে, সেই খানেই ঐ প্রকার গোলযোগ অধিক পরিমাণে ঘটিতেছে। উহা অধিক বয়সে বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া ধরা যায়।

স্পেন; ইটালী, গ্রীস প্রভৃতি দেশের স্ত্রীলোকেরাও ত লেখা পড়া শিখে কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকার ন্যায় ঐ সকল দেশে এ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাবিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আমার বিবেচনায় ঐ সকল দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হয় বলিয়া দম্পতীর পরস্পর প্রণয় অধিক।

কোন কোন ইংরাজ পর্য্যটক বলেন বটে যে, স্পেন, ইটালী প্রভৃতি যে সকল দেশে বাল্য-বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, তথায় কার্য্যতঃ উদ্বাহবন্ধন নিতান্ত শিথিল। তাঁহারা বলেন,ঐ সকল দেশের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উচ্ছৃঙ্খল এবং ভ্রষ্টাচার। কিন্তু ঐ সকল পর্য্যটকেরা সাধ্বী স্ত্রী জাতির

---

* কনেকটিকট প্রদেশে প্রতি দশটীর মধ্যে একটী, কালিফর্ণিয়ায় প্রতি শতটীর মধ্যে একটী ববাহের বিচ্ছেদ হয়।

পবিত্র আবাস ভূমি ভারতবর্ষের প্রতিও ঐ প্রকার কটাক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে লঘুপ্রকৃতিক মনে করিয়া তাঁহাদিগের সমস্ত কথা অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করাই যুক্তিসঙ্গত।

যে দেশে বয়োধিক হইলে বিবাহ হয়, সেই দেশেই বিবাহ-বন্ধন শিথিল এবং দম্পতীপ্রণয় অন্ধ-অনুরাগমূলক বলিয়া অচিরস্থায়ী

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

দাম্পত্যপ্রণয়।

প্রণয় পদার্থটী কি? তাহা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে বলা বড় কঠিন। প্রণয়ের বর্ণনায় এত সঙ্গীত, কাব্য এবং আখ্যায়িকা বিরচিত হইয়াছে, এবং সেই রচনা সকল জনসাধারণের কথাবার্ত্তায় এমত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, প্রণয় সম্বন্ধে রূপক এবং অতিশয়োক্তি অলঙ্কারবিবর্জ্জিত কোন কথাই প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। 'জগদীশ্বর প্রেমময়'; 'প্রীতিপুষ্পই পরমেশ্বরের পবিত্র উপহার', 'প্রণয়ই জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ', 'প্রণয়সুখই স্বর্গসুখ', 'যাহার শরীরে প্রেম আছে, সে জীবন্মুক্ত'—এবম্বিধ বাক্য সমস্ত বোধ হয়, পৃথিবীর সকল দেশের সকল ভাষাতেই প্রচলিত। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ঐ সকল বাক্য হইতে সাধারণ ব্যক্তিব্যূহের বোধসুলভ কোন বিশেষ ভাবার্থই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 'জগদীশ্বর' 'পরমেশ' 'স্বর্গ' 'মুক্তি' এই সকল শব্দ অনাদি এবং অনন্ত পদার্থ সকলকে লক্ষ্য করে। কিন্তু

মনুষ্যের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি ঐ সকল অসীম পদার্থের সমগ্রতা ধারণায় একান্ত অশক্ত। সুতরাং ঐ সকল শব্দ দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন পদার্থের সুপরিস্ফুট অববোধ হইতে পারে না। 'জীবনের জীবন' 'প্রাণের প্রাণ' প্রভৃতি শব্দও ঐ দোষে দূষিত। জীবন এবং প্রাণ কি? তাহাই আমরা জানি না, তবে জীবনের আবার জীবন, প্রাণের আবার প্রাণ কি? তাহা কেমন করিয়া বুঝিব?

অতএব সাধারণতঃ প্রণয় শব্দে কি বুঝিতে হইবে, তাহা বলিবার চেষ্টা না করিয়া আমরা যে গাঢ়তম প্রেম স্ব স্ব চক্ষে দেখিতে পাই, তাহারই প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিব। দাম্পত্য প্রেমই সংসারী জীবের পক্ষে সকল প্রেম অপেক্ষা অধিক প্রগাঢ়। শাস্ত্রকারেরা, কবিরা এবং উপন্যাস-রচয়িতারা পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়কেই স্বর্গীয় প্রেমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার তাদৃশ কোন সম্বন্ধ ঘটিলেই যে মুক্তিফললাভ হয়, ইহা পরম ভাগবতদিগের অভিমত। দাম্পত্য প্রণয়টী কিরূপ? ইহা অতি উপাদেয় পদার্থ বটে, কিন্তু উহার প্রধান প্রধান উপাদান কি?

দাম্পত্যপ্রণয়ের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ দম্পতীর পরস্পর মনোগত আকর্ষণ। সেই আকর্ষণের একটী হেতু শরীরী জীবের শারীর ধর্ম্মবিশেষ। এটী স্বতঃসিদ্ধ বস্তু—মৌলিক পদার্থ—ইহা অপেক্ষা আর সূক্ষ্মতর কোন মূল পাওয়া যায় না।

আকর্ষণের দ্বিতীয় হেতু সৌন্দর্য্যোপলব্ধি। পত্নী পতিকে এবং পতি পত্নীকে সুন্দর দেখিবে—অপর সকল পুরুষ অপেক্ষা, অন্য সকল স্ত্রী অপেক্ষা অধিক সুন্দর দেখিবে; প্রণয়ের এই উপাদানটী নিতান্ত স্বতঃসিদ্ধ মৌলিক পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না। দেখ, পৃথিবীর সকল দেশের সকল লোকের সৌন্দর্য্যবোধ সমান নয়। সকলের সমান হওয়া দূরে থাকুক, বোধ হয়, কোন দুই জনের সৌন্দর্য্যোপলব্ধি সর্ব্বতোভাবে এক হয় না। যদি সকল স্ত্রী এবং সকল পুরুষ চিত্রবিদ্যায় পারগ হইত, এবং সকলেই আপনাপন ইচ্ছানুরূপ

সুন্দর মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া দেখাইতে পারিত, তবে কোন দুইখানি চিত্র অবিকল একরূপ হইত না। সৌন্দর্য্যবোধের অন্তরে স্নেহ, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি মনোভাব সমস্ত গূঢ়রূপে নিহিত থাকে। সুতরাং সৌন্দর্য্যবোধ শক্তিটী প্রাণিমাত্রের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও ঐ শক্তি বিভিন্ন ব্যক্তিতে পৃথক্‌-রূপে প্রতীয়মান হয়। মনে কর, যখন তোমার পাঁচ বৎসর বয়স, তখন তোমার মাতা একটী প্রতিবেশীনীর কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন। সেই কামিনী তোমার বাল্যক্রীড়ার সহচরী ছিল। তোমরা দুই জনে বর কন্যা সাজিয়া খেলা করিতে। তুমি তাহাকে ভাল বাসিতে। ভাবিয়া দেখ, তাহার সেই মুখ খানি, সেই চক্ষু দুইটী, অদ্যাপি তোমার মনে সুন্দর মুখ এবং সুন্দর চক্ষুর আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। ফল কথা, অবস্থা, শিক্ষা, সংসর্গ প্রভৃতির গুণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনে সৌন্দর্য্যের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এই কথারও মূল কথা—জগতে কিছুই অসুন্দর নাই। নারায়ণ—বিশ্বব্যাপী এবং লক্ষ্মী—শোভাদেবী—তাঁহার বক্ষঃস্থলোপরি বিরা-জিতা। দ্রষ্টার অবস্থানভেদে শোভাদেবীর কোন অঙ্গ—কাহার নয়নাকর্ষণ করে, কোন অঙ্গ নয়নাকর্ষণ করে না। কেহ বা তাঁহার সুপ্রসন্ন কপোল-দেশ, কেহ বা তাঁহার আনন্দোদ্দীপক আয়ত-লোচন, কেহ বা তাঁহার সুগোল করযুগল, কেহ বা তাঁহার চরণপদ্ম দর্শন করিয়াই বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। অসুন্দর পদার্থ কেহই ভাল বাসে না। কিন্তু সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিও কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। পূর্ণ জ্ঞানানন্দ এবং পূর্ণ শোভা অভিন্ন পদার্থ।

স্ত্রী পুরুষের পরস্পর আকর্ষণের তৃতীয় হেতু অন্যোন্যের গুণোপলব্ধি। সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে যাহা বলা গিয়াছে, গুণের সম্বন্ধেও সেই সকল কথা সঙ্গত। পৃথিবীতে সম্যক্‌ গুণহীন কেহ নাই। তবে তোমার পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয়, সেই প্রয়োজন যিনি পূরণ করিতে পারেন—তিনিই তোমার পক্ষে গুণশালী। তুমি তাঁহার গুণই দেখিতে পাও, সেই গুণেরই বশীভূত হও। বস্তুতঃ গুণের উপলব্ধি, সৌন্দর্য্যের উপলব্ধির ন্যায়, মনুষ্যের অবস্থা-

ভেদে ভিন্ন হয়। যাহা অবস্থাভেদে ভিন্ন হয়, তাহা অবশ্যই শিক্ষার সাপেক্ষ; সুতরাং মনুষ্যের যত্নের আয়ত্ত। যদি এরূপ হইল, তবে দম্পতির পরস্পর প্রণয়াকর্ষণের তিনটী হেতুই আমরা ইচ্ছানুরূপ প্রয়োগ করিতে পারি। আমরা একটী কুমার এবং কুমারীকে এমন ভাবে অবস্থাপিত করিতে পারি যে, (১মতঃ) তাহারা যথাকালে স্বতঃসিদ্ধ শারীর ধর্ম্মপ্রভাবে পরস্পরে সমাকৃষ্ট হইবে; (২য়তঃ) তাহারা অন্যোন্যের সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করিবে, এবং (৩য়তঃ) তাহারা পরস্পর গুণের আতিশয্য এবং উৎকর্ষ অনুভব করিবে।

আমাদিগের মধ্যে যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত হইয়া আছে, তাহাতেই দাম্পত্য প্রণয় সঞ্চারিত এবং সম্বর্দ্ধিত করিবার উপায় আমাদিগের নিজের হাতে আছে। বাপ, মা, এবং শ্বশুর, শাশুড়ী, নিতান্ত নির্ব্বোধ, নীচাশয় অথবা দুষ্ট প্রকৃতিক না হইলে তাঁহারা অনায়াসেই পুত্র পুত্রবধূর এবং কন্যা জামাতার পরস্পর প্রণয়সঞ্চারের অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারেন। শ্বশুর শাশুড়ী জামাতার প্রতি অনুরাগবদ্ধ হইয়া তাঁহার রূপগুণাদির প্রশংসা করিবেন; বাপ মা, পুত্রবধূর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহসম্পন্ন হইয়া তাঁহার রূপ গুণের ব্যাখ্যা করিবেন। ভাল দেখিব মনে করিলেই ভাল দেখা যায়। এইরূপে জামাতৃ-কন্যার এবং পুত্র-পুত্রবধূর মন পরস্পরের রূপ গুণ দর্শনে উন্মুখ করিয়া দিতে হইবে। উন্মুখ হইলেই দেখিতে পাইবে, এবং দেখিলেই পরস্পর আকৃষ্ট, প্রণয়রসে অভিষিক্ত এবং সৌহার্দ্দবন্ধনে সম্বদ্ধ হইবে। এই জন্যই আমাদিগের দেশে দাম্পত্যপ্রণয়টী দুষ্প্রাপ্য বনফল নয়। ইহা বাল্যবিবাহ-ক্ষেত্রে যথোচিত কর্ষণ এবং সেচনের ফল। এই জন্যই ইহা এত সরস এবং এত সুমিষ্ট।

প্রণয় আমাদিগের অনায়ত্ত মনোভাব, ইহা হঠাৎ সবলে আকর্ষণ করিয়া সমস্ত মনোভাণ্ডার বিলুণ্ঠিত করে—'ভালবাসা স্বাধীন ভাব, ইহাকে কেহই ইচ্ছার বশীভূত করিতে পারে না,'—এই সকল কথায় যে কত উচ্ছৃঙ্খলতার এবং অনিষ্টাচারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই সকল

উপদেশের প্রভাবে কত সুখের ঘর উৎসাদিত, কত পবিত্র আত্মা কলঙ্কিত ও কত সুন্দর বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে! এই সকল মত অনেক দুঃখ এবং দুশ্চরিত্রতার হেতুভূত।

আমার বিবেচনায় ভালবাসা জিনিসটী নরনারীর শিরোভূষণ মুকুট-স্বরূপ। উহা পথে ঘাটে যেখানে সেখানে কুড়াইয়া পাওয়া যায় না। উহাকে বহু যত্নে গড়াইয়া পরিতে হয়। ভালবাসাটী প্রস্ফুটিত হৃদয়পদ্ম। উহা একেবারে ফাঁপিয়া উঠে না। উহা অতি অল্পে অল্পেই উঠে—আদৌ নাল, পরে বৃন্ত, অনন্তর মুকুলভাবে অবস্থিত হয়, এবং পরিশেষে বায়ু সলিল, তাপের সহযোগে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয়। ভালাবাসা পদার্থটী অভীষ্ট দেবতা। গুরু মন্ত্র দিলেই অমনি সিদ্ধিলাভ হয় না। জপ, তপ, ধ্যান ধারণাদি করিতে করিতে ক্রমে মন্ত্র চেতন এবং তপঃ-সিদ্ধি হয়।

আমাদিগের পক্ষে প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয় লাভ করিবার যত সুবিধা, এমত আর কোন জাতির নাই। যাঁহারা বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া এই সুখময়, ধর্ম্মময়, আনন্দময়, দাম্পত্য প্রেম-লাভের অধিকারী হইয়াও মায়াবিনী অনুচিকীর্ষা কর্তৃক বঞ্চিত হয়েন, তাঁহাদিগের কি বিড়ম্বনা!

তৃতীয় প্রবন্ধ।

উদ্বাহ-সংস্কার।

আমাদিগের দেশে বিবাহ না করিয়া কেহই থাকে না, তাহাতে দেশের যে প্রকার অনিষ্ট হইতেছে, তদ্বিষয়ে কিছু বলা এস্থলে আমার উদ্দেশ্য নহে। উদ্বাহ-সংস্কার কি জন্য সংস্কার অর্থাৎ পবিত্রতাসম্পাদক হইল, তাহারই কিঞ্চিৎ দেখাইয়া দেওয়া আমার উদ্দেশ্য।

মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল অহং বিন্দু। আপনার চক্ষু খুলিলেই সৃষ্টি, চক্ষু মুদিলেই প্রলয়। আপনার সুখ অসুখ মনুষ্যের মনে যে প্রকার দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হয়, অন্য কাহার সুখ দুঃখ তেমন হয় না। কোন আত্মীয় ব্যক্তির মর্ম্মান্তিক যাতনা দেখিলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায় সত্য, জগৎ শূন্যময় দেখিতে হয় সত্য; কিন্তু নিজের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ দীপশিখায় দগ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ যে প্রকার জ্বালা বোধ হয়, এবং তাহাতে যে প্রকার তাপিত, এবং ব্যস্ত হইতে হয়, অন্য কাহার দুঃখে তেমন জ্বালা অথবা তেমন উদ্বেগ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি দেখিয়াছি একজন বন্ধুর পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য রেল গাড়ীতে আসিতেছিলেন; আসিবার সময় তাঁহার চক্ষুকোণে রেণু প্রমাণ কয়লার গুঁড়া পড়ে। আসিয়া দেখিলেন বন্ধুর বিয়োগ হইয়াছে; কিন্তু তিনি আপনার চক্ষু ধুইতেই ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার বন্ধু-বিয়োগ-যাতনা তৎকালে তাঁহার প্রায় কিছুই অনুভূত হইল না। তাঁহার চক্ষু হইতে যে জল পড়িল, তাহার কারণ বন্ধুবিচ্ছেদ নয়, কয়লার গুঁড়ার জ্বালা।

আমি এস্থলে পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক বীর পুরুষদিগের কথা বলিতেছি না। যাঁহারা স্বেচ্ছাতঃ জ্বলদগ্নি মধ্যে হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখেন,

অথবা স্বীয় সৌন্দর্য্যের নমুনা দেখাইবার জন্ত স্বহস্তচ্ছিন্ন নিজ বাহুভাগ পাঠাইয়া দেন, কিম্বা দন্তদ্বারা জিহ্বাগ্র ছেদন করিয়া ফেলেন, অথবা সহাস্য মুখে স্বশরীর ক্রকচদ্বারা দ্বিধা করিতে দেন, সেই সকল নররূপধারী দেবতার কথা স্বতন্ত্র। সচরাচর যে সকল স্ত্রীলোক কিম্বা পুরুষ দেখিতে পাই, তাহাদিগের শারীরিক সামান্ত ক্লেশ মানসিক বিপুল যন্ত্রণা হইতেও গুরুতর হয় বলিয়াই বোধ হয়। ফল কথা, মনুষ্যসাধারণের মধ্যে স্বার্থপরতারই যৎপরোনাস্তি প্রাবল্য। সেই প্রাবল্য উচিত কি অনুচিত ; তাহাতে জগতের অপকার অপেক্ষা উপকার অধিক হইতেছে কি না, সে বিষয়ের বিচার করা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু স্বার্থপরতা যতই বলবতী হউক, কোন মনুষ্যই উহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। প্রত্যুত সকলেই স্বার্থপরতাকে লজ্জাকর জ্ঞান করেন। লোক সমাজে যে সকল প্রশংসাবাদ প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার দুই একটী স্মরণ করিলেই এ বিষয়ে মনুষ্যমনের যেরূপ গতি, তাহা কতক বুঝা যাইতে পারে। 'অমুক আপনি না খাইয়া পরকে খাওয়ায়' 'অমুক নিজের দিক কিছুই দেখে না, কেবল অন্তের হিত-চিন্তা করে' —এই সকল কথাতেই বোধ হয় যে স্বার্থশূন্যতা বড়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু ও দিকে দেখা গিয়াছে, স্বার্থপরতা বড়ই প্রবল।

মনুষ্যমনে যখন এই স্ববিসম্বাদী ভাব বিদ্যমান, তখন মনুষ্যের পক্ষে সুখী এবং সন্তুষ্ট হওয়া যে, কেমন দুরূহ ব্যাপার, তাহা স্বতই উপলব্ধ হইতে পারে। উহা অসাধ্য বলিয়াই বোধ হয়। প্রবল স্বার্থপরতা সর্ব্বদাই আপনার দিকে আকর্ষণ করিবে, অথচ সেই আকর্ষণের বশীভূত হইলেই আত্মগ্লানি আসিয়া আবার লাঞ্ছনা করিবে। উভয় দিকেই সঙ্কট।

বিবাহ-প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়দ্বারা মনুষ্যদিগকে ঐ বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ দুই জনে প্রণয়-সম্বদ্ধ হইলে পরস্পরকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া থাকে, এবং সেই ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিবার জন্ত তাহারা যে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতেই আপনার স্বার্থসিদ্ধি হইয়া যায়। উত্তমরূপে পান ভোজন করিতে সক্ষ-

লেরই ইচ্ছা বটে, কিন্তু শুদ্ধ আত্মসুখের জন্য ইচ্ছার পূরণ করিতে গেলে 'শূয়ার পেটে খাওয়া হয়।' কিন্তু তুমি ভাল করিয়া খাইতেছ, ইহা দেখিয়া আর একজনের আত্মা পুলকিত হইবে, এমন বুঝিয়া খাইলে আর 'শূয়ার পেটে খাওয়া' হয় না—দেবসেবা হয়। এই নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর দেহের বেশবিন্যাসে সময় অতিবাহিত করিতে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির লজ্জাবোধ না হয়? কিন্তু তুমি প্রিয়তমের আনন্দসম্বর্দ্ধনের অভিলাষে নিজ দেহের যত্ন করিতেছ, এরূপ ভাবিলে আর লজ্জার লেশ মাত্র থাকে না। প্রত্যুত ইহাই বোধ হয় যে, এই দেহের যে সৌন্দর্য্য আছে; তাহা অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক না হইলে সেই জীবিতেশ্বরের চরণকমলযুগলে সমর্পণ করিবার যোগ্য হইবে না। ফিট্ ফাট্ করিয়া ফুলবাবু হইয়া থাকিতে কোন্ গম্ভীর প্রকৃতি ব্যক্তির মনে লাগে? কিন্তু আমার হৃদয়ধাম সেই আনন্দময়ীর বিহার ভূমি, এই দেহ তাঁহারই পীঠস্থল, এরূপ মনে হইলে আর অপরিচ্ছন্ন অথবা অশুচি থাকিবার যো থাকে না। ধন ব্যয়ে যত সুখ, ধন রাখায় তত সুখ নাই। ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেই অপরের দুঃখমোচন দেখা যায়, লোকে যশোবিস্তার আরম্ভ করে, ধর্ম্ম্যকার্য্য করিতেছি ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। ধন রাখায় যাচকের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে হয়, লোকে কৃপণ বলিয়া নিন্দা করে, এবং দানধর্ম্মের অনুযায়ী কার্য্য করিলাম না ভাবিয়া মনে গ্লানি জন্মে। কিন্তু পুত্রকলত্রপরিবারসম্পন্ন ব্যক্তি পাছে তাঁহার সেই অবশ্যপোষ্যেরা দুঃখ পায় এই ভয়ে ভীত হইয়া ব্যয়সঙ্কোচ করেন এবং তাহা করিয়াও আত্মগ্লানির ভাজন হয়েন না।

আপন খাইব, সুখ হইবে আর এক জনের, আপনি পরিব তুষ্ট হইবে আর একজন; আপনি ধনসঞ্চয় করিব, আর একজনের ভাবী হিত সাধন হইবে, এই ভাবটী বিবাহ-প্রণালী হইতে অতি সহজে এবং সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে। স্বার্থ এবং পরার্থ মিলাইয়া দেওয়া বিবাহ সংস্কারেরই কার্য্য। বিবাহ দ্বারাই স্বার্থ-বুদ্ধি সংশোধিত হইয়া পরার্থের সহিত একীভূত হয়—এই জন্যই বিবাহ অতি প্রধান সংস্কার।

—:০:—

চতুর্থ প্রবন্ধ।

স্ত্রী-শিক্ষা।

প্রবন্ধের শীর্ষস্থানে 'স্ত্রীশিক্ষা' শব্দটী থাকাতে এমন মনে হইতে পারে যে, আমি বালিকা বিদ্যালয়ের পোষকতায় কোন কথা বলিব। বাস্তবিক আমার সে অভিপ্রায় নহে। লোকে আপনাপন পরিণীতা ভার্য্যাকে কিরূপ শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করিবেন, আমি তাহারই কয়েকটী কথা মাত্র বলিব।

আমার মতে পৌরাণিক দুইটী আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য স্ত্রীদিগের প্রথম শিক্ষার বিষয়। প্রজাপতি দক্ষরাজের কন্যা সতী এবং গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা উমা, ভিখারী মহাদেব কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া পিতার ঐশ্বর্য্য সম্পদ সত্বেও স্বয়ং ভিখারিণী হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে দানব-নন্দিনী পৌলোমী দেবরাজ ইন্দ্রের গৃহিণী হইয়া যে সময়ে সপ্ত স্বর্গের অধীশ্বরী হইয়াছিলেন, সেই সময়েই তাঁহার পিতা মাতা ভাই ভগিনী সকলে রসাতলেও নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পান নাই। এই দুইটী বিবরণ হইতে স্ত্রী ইহাই শিখিবেন যে, মা বাপ, ভাই ভগিনী ইহাদিগের সম্পদ বা অসম্পদ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। স্বামীর সম্পদেই তাঁহার সম্পদ, স্বামীর অসম্পদেই তাঁহার অসম্পদ। অতএব বাপের বাড়ী কিছুই নয়— শ্বশুর বাড়ীই বাড়ী।

বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক ঐ শিক্ষাটী দিতে হয়। স্ত্রীকে তাঁহার পিত্রালয় অপেক্ষা অধিক সম্মানে রাখিতে হয়। বিলক্ষণ সমাদর এবং যত্ন

করিতে হয়। তাঁহার প্রতি যথোচিত গৌরব প্রদর্শন করিতে হয়। বিশেষতঃ অপর কাহার সমক্ষে তাঁহার কিছু মাত্র ত্রুটির উল্লেখ করিতে নাই। কোন ত্রুটি দেখিলে অতি মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। পিত্রালয়ে যত্ন এবং সমাদর পাওয়া সহজ, কিন্তু তথায় সম্মান পাওয়া তত সহজ নয়। অতএব যত্ন ও সমাদর সহকারে সম্মান এবং গৌরব প্রদান করাই নববধূর শ্বশুরালয়ে মন বসাইবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

স্ত্রীর দ্বিতীয় শিক্ষাও শাস্ত্রমূলক। মনোভূমি জলিয়া থাকিলে তথায় ধর্ম্মাঙ্কুর উদ্গত হইতে পারে না। ধর্ম্মকার্য্য পবিত্র প্রীতিবীজেরই শুভময় অঙ্কুর। এই জন্যই স্ত্রী স্বামীকৃত ধর্ম্মকর্ম্মের অর্দ্ধ ফল ভাগিনী—এই জন্যই 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' শাস্ত্রের বিধি। অতএব সত্য সত্যই স্ত্রীকে আপন কার্য্যের ফলভাগিনী করিতে চেষ্টা পাও। তাঁহার সহিত মন খুলিয়া পরামর্শ করিতে আরম্ভ কর। যৌবনাবস্থায় মনে মনে ত নানা মহৎ মহৎ কার্য্যের কল্পনা করিয়া থাক। স্ত্রীর সহিত সেই সকল বিষয়ে কথা কও। সে অশিক্ষিতা বালিকা—ও সকল কথার কিছুই বুঝিতে পারিবে না, একবার ভ্রম ক্রমেও এরূপ মনে করিও না। যাহা মনে আইসে তাহাই বল যত রাজা উজার মারিতে চাও, মার। গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড, আমেরিকার ইতিহাস পড়িয়া যত বীরতা ধীরতা উদারতার উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছ, গল্প কর, দেখিতে পাইবে, সেই অশিক্ষিতা বালিকা তোমার সমস্ত বিবরণের মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে, বীরদিগের কাজেরও দুই একটী ভুল ধরিয়া দিবে, এবং তোমার মন কি চায়, কোন দিকে তোমার বিশেষ অনুরাগ তাহাও নিশ্চয় বুঝিয়া লইয়া আপনার মনকে তোমার অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিবে। এরূপ হইলে স্ত্রী তোমার লেখা পড়া কাজ কর্ম্মের ব্যাঘাতিকা হইবেন না। প্রত্যুত তোমার মনোমত অনুষ্ঠানের উত্তেজিকা এবং সহায়া হইয়া প্রকৃত 'সহধর্ম্মিণী' পদ বাচ্য হইবেন।

কিন্তু উল্লিখিত দুইটী শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা মাত্র। মহাগুরু স্বামী স্ত্রীকে যে উপদেশ দিবেন, উহা তাহার মূল মন্ত্র নয়। মূল মন্ত্র এই— ছেলে-

মেয়ে, বৌ, জামাই, বাড়ী বাগান, ধন, জন, সকলই তোমার—আমিও তোমার—ও সব তোমার বলেই আমার।' প্রাথমিক শিক্ষার সহিত এই শিক্ষার বিলক্ষণ সংযোগ আছে। তথাপি এই মন্ত্র অভ্যস্ত করাইবার নিমিত্ত বিশিষ্ট যত্ন করিতে হয়। ইহা কেবল মাত্র কথায় বার বার আবৃত্তি করিলেই হয় না। ভুল হইলেই শোধরাইয়া দিতে হয়। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান দ্বারাও এই মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন করিতে হয়, কিন্তু মন্ত্রটী একবার হৃদ্‌গত হইয়া গেলে অমনি হৃদয়পদ্ম বিকসিত হইয়া উঠে—সেই পদ্মে একটী দেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, এবং শিষ্য সেই দেবতার ধ্যান পূজাতেই নিবিষ্ট-মনা হইয়া তপঃসিদ্ধি লাভ করে। শিষ্য, গুরু এবং দেবতাকে যথার্থই অভিন্ন দেখিতে পায়।

কিন্তু আবার বলি, এই মন্ত্রটী সামান্য নয়। ইহা 'পৌরাণিক অথবা বৈদিক মন্ত্র নহে—ইহা সজীব তান্ত্রিক দীক্ষার মন্ত্র। "আমি তোমার ওরা তোমার বলেই আমার।" যিনি এই মন্ত্র দিবেন, তাঁহার স্বয়ং সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তাঁহাকে সত্য সত্যই ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। অনৃতবাদী শঠতাসম্পন্ন গুরুর মন্ত্র অরিমন্ত্র। উহা দ্বারা দীক্ষার ফল ফলে না। এইজন্য কর্ত্তা ভজারা বলে, মানুষ মর্ত্তে গেলে মর্ত্তে হয়। যদি তুমি কাহাকেও ধরিতে চাও, অর্থাৎ নিতান্ত নিজস্ব করিতে চাও তবে আপনি মর, অর্থাৎ আপনাতে আপনি থেক না, একবারে তাহার হইয়া যাও।

পঞ্চম পবন্ধ।

সতীর ধর্ম্ম।

"কবিগণ কল্পনা শক্তির প্রভাবে নূতন ঘটনা নূতন পদার্থ এবং নূতন পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কবি-কল্পিত এমত অনেক ব্যাপার, বিষয় এবং ব্যক্তি আছে, যাহা বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে কোথাও নাই।" এ গুলি নিতান্ত মোটা কথা। যাঁহারা কিঞ্চিত অভিনিবেশ পূর্ব্বক কবিদিগের সৃষ্টি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন যে, কোন কাব্যের মধ্যেই প্রকৃত প্রস্তাবে কোন নূতন সৃষ্টি থাকে না। বিধাতার সৃষ্টিতে যাহা যাহা আছে, তাহারই সংযোগ বিয়োগ করিয়া সমুদয় কাব্যসংসার বিরচিত হয়। পক্ষিরাজঘোড়া কবির সৃষ্টি, ব্রহ্মার সৃষ্টি নয়। কিন্তু উটী কি নূতন পদার্থ? বিধাতৃ-সৃষ্ট ঘোটকের গাত্রে বিধাতৃ-সৃষ্ট পক্ষীর পক্ষ সংযোজিত করিয়াই কবি পক্ষিরাজ-ঘোড়ার সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বত্র। প্রত্যক্ষের কন্যা স্মৃতি, এবং স্মৃতিই কল্পনার একমাত্র উপজীব্য। অতএব কবি-কল্পনা কখনই মূলশূন্য অলীক হইতে পারে না। উহার মধ্যে প্রকৃত বস্তুরই বীজ সমস্ত নিহিত থাকে। অর্থাৎ কাব্যশাস্ত্র পরম্পরা সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিবৃত্তিমূলকই হয়, এবং সেই জন্যই কোন কাব্য পাঠদ্বারা, যে সময়ে এবং যে দেশে ঐ কাব্য বিরচিত হইয়াছে, সেই সময়ের ও সেই দেশের প্রকৃতির উপলব্ধি হইতে পারে।

আমাদিগের দেশের সকল সময়েরই কাব্যশাস্ত্রে সাধ্বী চরিত্রের পূর্ণাবস্থা বর্ণিত আছে। সাবিত্রী, সতী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি যে সকল নায়িকার বর্ণনা সংস্কৃত কাব্যে পাওয়া যায়, ভূমণ্ডলের আর কোন দেশের কাব্যেই তেমন সকল স্ত্রীলোকের উল্লেখ দেখা যায় না। রাজ-

স্থানের বীরপত্নী এবং বীরপ্রসূতীদিগের সতিত্বগীত অপর সকল দেশের পক্ষে নিতান্ত অদ্ভুত। হীনাবস্থ দুর্ব্বল বঙ্গদেশের কাব্য-বর্ণিত রম্ভা, খুল্লনা, বহুলা প্রভৃতি কামিনী-কুল সতীধর্ম্মের আদর্শ।

অস্মদ্দেশীয় কাব্যের এই ভাব দেখিয়া কি বুঝিতে হইবে? অবশ্য ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই দেশ পৃথিবীর অপর সকল দেশ অপেক্ষা সতীকুলের পবিত্র নিবাসভূমি। প্রাচীন দেশাচারও তাহার আর একটী প্রমাণ প্রদান করিতেছে। অপর কোন দেশের স্ত্রীলোকেরা কি কখন পতির অনুমরণ করিয়াছে? অনুমরণ করা দূরে থাকুক, কখন কি অনুমরণের কথা মনে মনে ভাবিতেও পারিয়াছে? কোন ইংরাজ একটী সহমরণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"পরলোকে বিশ্বাস এই হিন্দু-দিগের আছে, আমাদিগের নাই"।

আমি সতী-ধর্ম্মের প্রকৃতি নিরূপণ করিব মনে করিয়া, অনন্তদেশ সাধারণ 'পতিপ্রাণা' এই শব্দটীতেই সাধ্বীর প্রকৃত লক্ষণ পাওয়া যায়, সিদ্ধান্ত করিয়াছি। এই শব্দার্থেই সতী ধর্ম্মের মূল সংস্থাপিত। 'তিনি গেলে পাছে আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়' সতীর অন্তঃকরণে এই শঙ্কা চির-বিরাজমান। তাদৃশ ভয়ব্যাকুলা কোন স্ত্রী নিতান্ত অধীরা হইয়া স্বামীকে একদা বলিয়াছিলেন—'আমার দিদি বিধবা, আমার মা বিধবা, আমার পিতামহীও বিধবা হইয়া বাঁচিয়া ছিলেন শুনিয়াছি—আমারই বা কপালে কি আছে!' ঐ স্ত্রীরত্নের তাৎকালিক মলিন মুখ-চন্দ্রমা স্বামীর হৃদয়াকাশে চির-সমুদিত হইয়াই থাকিবে। সেই মলিনতাই সাধ্বী-লক্ষণ। "শান্ত হও—তোমার ও ভয় নাই। দেখ আমাদিগের বংশে ঠিক উহার বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে—আমার ঠাকুর মা আগে যান,—ঠাকুর দাদা থাকেন,—মা আগে যান, বাবা থাকেন—এই বংশের পুরুষেরা দীর্ঘকাল বাঁচেন—তুমিই আগে যাবে, আমাকে থাকিতে হইবে"—স্বামীর এবম্বিধ বাক্যে সাধ্বীর ভয় ব্যাকুলতা দূর হইল, মুখমণ্ডলের মলিনতা অপনীত হইল—প্রফুল্লতা জন্মিল। সেই প্রফুল্লতাও সাধ্বীর লক্ষণ।

সতী ধর্ম্মের মূলে স্বামীর জীবন সম্বন্ধীয় যে গূঢ় শঙ্কাটী নিহিত থাকে,

তাহা অস্মদ্দেশীয় সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা স্পষ্টরূপেই জানিতেন। ভগবান্ বেদব্যাস মহাভারতীয় অশ্বমেধ পর্ব্বে বর্ণন করিয়াছেন, অর্জ্জুন নাগকন্যা উলূপীর পাণিগ্রহণানন্তর তাঁহার স্থানে বিদায় লইতে চাহিলে, উলূপী অর্জ্জুনের নিকট আর কোন প্রার্থনা করিলেন না; নিঃসন্দিগ্ধরূপে অর্জ্জুনের ভদ্রাভদ্র জানিবার একটী উপায় যাচ্ঞা করিলেন। অর্জ্জুন ঐ পতিপ্রাণার গৃহাঙ্গনে একটী দাড়িম্ব বৃক্ষ রোপণ করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে! যত দিন এই বৃক্ষটী সজীব থাকিবে তত দিন আমিও কুশলে থাকিব।" উলূপী অহরহ ঐ দাড়িম্ব বৃক্ষে জলসেক করিতেন, এবং চিরদিন তাহা নিরীক্ষণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেন। ইহাই সতীর লক্ষণ।

স্বামী বেঁচে আছেন, ভাল আছেন, সুখে আছেন, এটী জানিলে—স্বামী বেঁচে থাকিবেন, ভাল থাকিবেন, সুখে থাকিবেন, মনকে এই প্রবোধ দিতে পারিলে—সতীর প্রফুল্লতা জন্মে। স্বামী পাছে না বাঁচেন, না ভাল থাকেন, না সুখী হন, এই ভয়েই সতীর মলিনতা হয়। স্বামীর চিন্তা ভিন্ন সতীর অন্তঃকরণে আর কোন চিন্তাই ব্যাপক কাল স্থান পায় না। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, সতী-ধর্ম্মের মূল ঐ প্রগাঢ় চিন্তা, এবং চিন্তা-মূল বলিয়াই সতী-ধর্ম্মের মধ্যে একটী চিরস্থায়ী গাম্ভীর্য্য-ভাব থাকে। সাধ্বীদিগের আমোদেও নিতান্ত তরলতা প্রকাশ পায় না—তাঁহাদিগের খুসির চলাচলি হয় না—হাসি উপচিয়া পড়ে না—মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া থাকে। এই গাম্ভীর্য্যভাবও একটী সাধ্বী-লক্ষণ।

সতী-ধর্ম্মের মূলীভূত ঐ প্রগাঢ় চিন্তা হইতে একটী অতি অদ্ভুত কাণ্ড উদ্গত হয়। তাহার নাম সতত স্বামি-দর্শন-লালসা। উহা সতীর হৃদয়ে নিরন্তর বিদ্যমান। সতীর মনের ইচ্ছা সর্ব্বদাই স্বামীকে দর্শন করেন। স্বামী চক্ষুর আড় হইলেই তাঁহার জগৎ-শূন্য হয়। এরূপ কেন হয়? সতী-ধর্ম্মের মূলীভূত স্বামীর অনিষ্টশঙ্কাই তাহার প্রকৃত হেতু। 'তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন ত?' এই চিন্তা হইতেই সতীর হৃদয়ে

স্বামী দর্শনকামনা তেমন প্রবল ভাব ধারণ করে। সতী-ধর্ম্ম যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম—উহার কোন স্থলে কোন প্রকার স্বার্থের লেশমাত্র থাকে না। স্বামী বহির্বাটীতে কাজ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন—তিনি কি জানিতে পারেন, তাঁহার পতিপ্রাণা পত্নী বাতায়নদ্বার অথবা কবাটের ছিদ্র দিয়া কতবার তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছেন! স্বামী আবিষ্টমনে কাজ করিতেছেন, অথবা আগ্রহাতিশয় সহকারে পাঁচ জনের সহিত কথা কহিতেছেন, তাহাতে তাঁহার ক্লান্তি জন্মিতেছে—সেই ক্লান্তি তিনি স্বয়ং অনুভব করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু তাঁহার পত্নী অলক্ষ্য স্থান হইতে দর্শন করিয়া আপনার হৃদয়স্থিত মূর্ত্তির সহিত তাঁহার তাৎকালিক মূর্ত্তির ঈষৎ প্রভেদও জানিতেছেন, এবং তাহা জানিয়া উদ্বিগ্ন হইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে, কার্য্যের বিরাম হউক,—কথাবার্ত্তা থামুক। যে ব্যক্তি শক্তিসত্বে ঐ কার্য্যে বিরত না হয়, ঐ কথাবার্ত্তা স্থগিত না করে, সে নিষ্ঠুর।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সতী ধর্ম্মের মূল স্বামীর অনিষ্টশঙ্কা, উহার কাণ্ড নিরন্তর স্বামিদর্শনলালসা। এই কল্পতরুরূপ সতীধর্ম্মের শাখা প্রশাখা অসংখ্য। স্বামীর অনিষ্টশঙ্কা যদিও মূল বটে, তথাপি ঐ মূল অপরাপর বৃক্ষমূলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকে। উহা সতীর হৃদয়কন্দরে প্রোথিত। কদাচিৎ উহাতে কিঞ্চিন্মাত্র টান পড়িলেই সমুদায় হৃদয় থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু সামান্যতঃ ঐ মূল কেহ দেখিতে পায় না। স্বামী স্বয়ংও বিশেষ সূক্ষ্মদর্শী এবং অনুসন্ধিৎসু না হইলে উহা দেখিতে পান না। তিনি সাক্ষাৎকার-বাসনারূপ কাণ্ডটী মাত্র দেখিতে পান—এবং বোধ হয়, কেবল তিনিই ঐ কাণ্ডের প্রকৃত অবয়ব দেখিতে পান। কিন্তু স্বামীর সত্যহানির ভয়, মহিমহানির ভয়, অর্থহানির ভয় প্রভৃতি সতী-ধর্ম্মের শাখা প্রশাখাগুলি সতীর চিত্তক্ষেত্র ব্যাপিয়া থাকে। অপরেও সেইগুলি দেখিতে পায়। কোন সাধ্বী তাঁহার পুত্রকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন—"বাছা! যাহা বলিতেছ সত্য বটে, এরূপ করায় ক্ষতি হইল—কিন্তু যখন তিনি বলিয়াছেন, তখন ত করিতেই হইবে—তাঁহার কথা ত

মিথ্যা হইবে না।" সতী-পুত্র মাতৃহৃদয়স্থিত সত্যহানির ভয়রূপ ধর্ম্ম শাখাটী দেখিতে পাইল। এইরূপে অন্যান্য শাখাগুলিও সময়বিশেষে অপরের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

এই ধর্ম্মবৃক্ষটী আমূলশীর্ষ অতি মনোহরভাবে পল্লবিত। সতীর ক্রিয়াকলাপই ঐ পল্লব—উহা অসংখ্য, বিবিধ, কিন্তু এক বর্ণাত্মক। পতি ভিন্ন সতীর দেবতা আর দ্বিতীয় নাই। সেই দেবতার বিধি-বোধিত পূজার জন্যই তাঁহার যাবৎ ক্রিয়া। গৃহকার্য্যে গমন, স্বহস্তে রন্ধন, স্বয়ং পরিবেশন, দেহে অলঙ্কার-ভার ধারণ, সেই জন্যই তাঁহার সব। যে কার্য্যে স্বামিপূজা নাই, এরূপ কাজ সতীর মনেই আইসে না। মেঘদূতের শেষ ভাগে কালিদাস বিরহ-বিধুরা যক্ষপত্নীর যে ভাব বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনা নহে। যাহা হউক, সতী-ধর্ম্মের মূল, কাণ্ড, শাখা, পল্লব দেখা হইল।—উহার পুষ্প কৈ?—যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে নিকটে যাও। যে বাটীতে সাধ্বী স্ত্রীর আবির্ভাব, তথায় দাস দাসী পরিজনবর্গ সকলেই হৃষ্টচিত্ত, কলহপরিশূন্য, নম্র ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। ইহা সেই পুষ্প-সৌরভ। আরও নিকটে যাও, ছেলেদের সঙ্গে আলাপ কর, তাহাদের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখ; তাহারা সরলমনা, ঔদার্য্য-গুণ-সম্পন্ন, পরস্পর ঈর্ষা-বিহীন। সতী-সন্তানেরা যেন সেই পবিত্র কুক্ষিবাস-বশতঃ সেই কুসুম-সৌরভে সুরভি হইয়া থাকে। আরও নিকটে যাইতে পার কি? অধিকার থাকে ত যাও। মনে ভক্তির উদ্রেক হইবে, একটু ভয়ও জন্মিবে—কথা বাধবাধ করিবে—কিন্তু ইচ্ছা হইবে আপনার এবং আপনার বলিতে যে যেখানে আছে, সকলের ঐ খানেই স্থির নিবাস হইয়া থাকে। ফিরিয়া আইস—এখন ভাবিয়া দেখ, তোমাতে কোন পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে কি না। সংসার, অসার পদার্থ নয়—ধর্ম্ম, কাল্পত ব্যাপার নয়—এই জ্ঞান দৃঢ়তর হইয়াছে কি না? তুমিও সেই পুষ্প-সৌরভে বাসিত হইয়া আসিলে।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ।

সৌভাগ্যগর্ব্ব।

একবার মনে ভাব, বিধাতা তোমার বসে আসিয়াছেন—তুমি যাহা মনে কর, তাঁহাকে দিয়া তাহাই করাইতে পার। তোমার মনটী কেমন হয়? বিধাতা সব জানেন, সব করিতে পারেন, তাঁহার ইচ্ছাও মঙ্গলময়ী। তুমি তাঁহাকে দিয়া কি করাইয়া লইবে? আপনার হৃদয় তাঁহার হৃদয়ের সহিত অভিন্ন করিয়া রাখিবে? শুদ্ধ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইবে? তাহা ত পাইবেই—কিন্তু ক্রমশঃ। যত দিন নির্ব্বাণ না হয়, কদাপি চিনি হইব ভাবিয়া তৃপ্ত হইতে পারিবে না। অবশ্যই চিনি খাইবার ইচ্ছা থাকিবে। বিধাতাকে দিয়া যদি দুই একটী ফরমাইস্ খাটাইবার মানস না হয়, তবে তুমি মানুষ নও। যত দিন অহং বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকিবে, তত দিন ফরমাইস্ খাটান চাই।

শাস্ত্রকারেরা প্রণয়কে দ্বিবিধ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এক ত্বদীয়তা, অপর মদীয়তা। 'আমি তোমার' এই ভাবটী ত্বদীয়তা, 'তুমি আমার' এই বোধটী মদীয়তা। প্রকৃতিভেদে কাহার ত্বদীয়তা; কাহার বা মদীয়তাভাব প্রবল দেখা যায়। বাস্তবিক বিশুদ্ধ ত্বদীয়তা; অথবা বিশুদ্ধ মদীয়তা কোথাও জন্মিতে পারে না। পতিপ্রাণা, পতি-দেবতা, সাধ্বী স্ত্রীর অন্তঃকরণে ত্বদীয়তা ভাব যার পর নাই প্রবল বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম দর্শন করিলে উহার অন্তর্ভূত মদীয়তা ভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিও বিধাতাকে দিয়া ফরমাইস্ খাটাইতে ভাল বাসেন। দেবতা যে তাঁহার তপস্যার আয়ত্ত হইয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং অন্যকে ঐ ফলসিদ্ধি দেখাইতে তাঁহারও ইচ্ছা হইয়া থাকে।
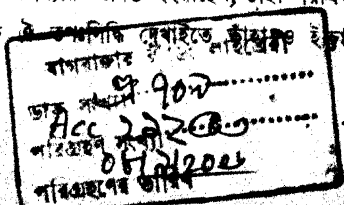
স্বদীয়তা ভাবের অন্তর্ভূত এই মদীয়তা ভাবটীর নাম সৌভাগ্য-গর্ব্ব। ‘গর্ব্ব’ এই কুৎসিত শব্দটী শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিও না। এ গর্ব্বটী ভাল গর্ব্ব—যে ইহাকে খর্ব্ব করিতে চায়, সে স্ত্রীহত্যার পাতকী হয়। যে স্ত্রীর সৌভাগ্যগর্ব্ব নাই, তাঁহার স্ত্রীজন্মই বৃথা। তাঁহার রূপ গুণ কিছুই কিছু নয়। তিনি আপনাকে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া মনে করেন। যে ধর্ম্মশীলার সৌভাগ্য-গর্ব্ব জন্মিতে পায় নাই, জগদীশ্বর তাঁহাকে বিড়ম্বনা করিয়াছেন। তিনি জীবন্মৃতা। পুণ্য করিলেই যে ইহলোকে সুখভোগ হয় না, তাদৃশ স্ত্রীলোকের জীবনবৃত্তই তাহার সম্যক্ উদাহরণ। যে পতিপরায়ণার সৌভাগ্যগর্ব্ব নাই, তাঁহার তপস্যা সিদ্ধ হয় নাই—তাঁহার জীবনবৃক্ষের ফল ফলে নাই—তিনিই যথার্থ বন্ধ্যা।

অতএব সৌভাগ্যগর্ব্ব জন্মিতে দাও। বিধাতা ফরমাইস্ খাটিতে স্বীকার করুন। তাহা স্বীকার করিলে তাঁহার কার্য্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। বিধাতাকে যে ফরমাইস্ খাটাইতে পায়, সে বিধাতার ইচ্ছার অনুকূল বই কদাপি প্রতিকূল ফরমাইস্ করিতে পারে না। যাহা তাঁহার নিজের মনোমত তাঁহার উপর এরূপ অনুজ্ঞাই হইবে, যাহা তাঁহার মনোমত না হয়, এমন অনুজ্ঞা হইবে না।

সাধ্বী স্ত্রীদিগের সৌভাগ্য-গর্ব্বটী বড়ই অপূর্ব্ব পদার্থ। তাঁহাদিগের এই মদীয়তার অন্তর্ভূত অতি প্রবলতর স্বদীয়তা ভাব বিদ্যমান থাকে। ‘তাঁহার মনটী আমি এত বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি মুখ দিয়া বলিতে না বলিতে আমি তাঁহার মনের কথা বলিতে পারি, তাঁহার মনের কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইলে আমার যেমন সুখ হয়, এমন সুখ আর কিছুতেই হয় না।’ ফলতঃ বিধাতার উপর ফরমাইস বিধাতার ইচ্ছার অনুকূল ভিন্ন সেই ইচ্ছার প্রতিকূল হইতে পারে না। যদি কিছুমাত্র প্রতিকূল হইল সন্দেহ হয়, তবে আর ক্ষোভের পরিসীমা থাকে না। ‘এখনও তাঁহার মন বুঝিতে পরিলাম না, তবে কি করিলাম? কি হইল?”

কোন পতিপরায়ণা তাঁহার স্বামীকে বলিলেন "তুমি সাংসারিক সকল বিষয়েই আমাকে জিজ্ঞাসা কর, এবং আমি যাহা বলি প্রায় তাহাই কর—না করিলে পাছে আমার দুঃখ হয়, এই জন্যই ওরূপ কর কি ?" "যদি তাহাই হয়, তাহাতে ক্ষতি কি ?—সে ত ভালই" "ভাল বটে, কিন্তু তাহা ভাবিলে আমার মনে সুখ হয় না। আমার কথায় তোমার নিজের যাহা ইচ্ছা নয়, তাহা করা হইতেছে মনে হইলে—আমার না থাকাই ভাল, বোধ হয়।" বড় শক্ত কথা হইল। ঐ কথার পর স্বামী কয়েকটা সাদা কাগজ বাঁধিয়া একখানি বহি প্রস্তুত করিলেন, এবং স্ত্রীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে ঐ বহিতে আপনার অভিমত অগ্রে লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসার পর স্ত্রী নিজমত প্রকাশ করিলে স্বামী ঐ পুস্তকে কি কি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা দেখাইতেন। কয়েক মাস এইরূপে গেল। স্বামী অনেকগুলি গৃহকার্য্যের চিন্তা হইতে একেবারে অবসর পাইলেন। বিধাতা সৃষ্টি পালনের ভার কাহার প্রতি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। কিন্তু সুভগা স্ত্রীর পতি সংসারের অনেক ভার পত্নীর প্রতি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। বিধাতা কাহার বশীভূত হন না বলিয়াই তাঁহার ঐ দুঃখ। সুভগা স্ত্রীর স্বামী বিধাতা অপেক্ষাও সুখী হইতে পারেন।

সৌভাগ্য-গর্ব্বের মধ্যে আর এক প্রকারে স্বদীক্ষতা ভাব অনুস্যূত দেখা যায়। "তিনি আমাকে ভাল বাসেন ভাবিয়া আমি এত সুখী হই—ইহা জানিলে তাঁহার সন্তোষ হইবে, অতএব জানাইব।" এটীও একটী বিচিত্র মনোভাব। কোন স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন— "আজি অমুকের বিবাহ—নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাহাদিগের বাটীতে যাইতে হইবে।" "এত দায় কি ?—যাবার ইচ্ছা না থাকে, যেও না।" "না গেলে তাহার মা দুঃখ করিবে—তিনি আমাকে বই আর কাহাকেও দিয়া হাইজামলা বাটাইতে চাহেন না।" এ কথার তাৎপর্য্য কি ?

স্ত্রীলোকেরা সুভগাকে দিয়াই হাই-আমলা বাটায়। তিনি স্বামীকে জানাইলেন যে, তাঁহাকে সকলে সুভগা মনে করে, এবং তাহাতে তাঁহার পরম সুখ হয়। অপর কোন সময়ে ঐ স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন— "আজি ঘাটে অমুকের মাকে দেখিলাম—তেমন যে রূপ একেবারে কালিমাড়া হইয়া গিয়াছে। কেন অমন হলে? জিজ্ঞাসা করিলে বলিল "আর দিদি! একটু পায়ের ধূলা ত দিলে না।" "ও কথা কেন বলিল?—তাৎপর্য্য কি?" "সে কথায় কাজ নাই—তার স্বামীর দোষ জন্মিয়াছে, তাই ও কথা বলিল।" ইহার তাৎপর্য্য এই, তোমার আদরেই আমার এত গৌরব।

ফলতঃ সাধ্বীদিগের 'সৌভাগ্য-গর্ব্ব' বর্দ্ধিত করিতে ভয় পাইও না— তাহাতে কোন হানি নাই, অনেক লাভ আছে—এবং তাহা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। ত্বদীয়তা এবং মদীয়তা ভাব কাপড়ের টানা পড়েনের ন্যায় এমনি পরস্পর অনুস্যূত যে, তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া লওয়া নিতান্ত অসাধ্য। ত্বদীয়তার অন্তর্ভূত মদীয়তা এবং সেই মদীয়তার অন্তর্ভূত ত্বদীয়তা দেখা গিয়াছে। শেষের ঐ ত্বদীয়তার ভিতরেও আবার মদীয়তা এবং সেই মদীয়তার অন্তরেও ত্বদীয়তা দেখা যাইতে পারে। বিশুদ্ধচিত্ত স্ত্রী পুরুষের দুইটী হৃদয় দুই খানি নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় পরস্পর সম্মুখীন হইয়া অবস্থিত—এ উহার এবং ও ইহার অন্তর্ভূত ভাব সকল গ্রহণ করিয়া নিরন্তর অশেষ বার প্রতিভাত করিতে থাকে।

সপ্তম প্রবন্ধ।

দম্পতী-কলহ।

উপন্যাস, আখ্যায়িকা, পুরাণাদি পাঠে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ প্রকার কোন গ্রন্থ লইয়া পাঠ করিবার সময় আমার অনেক বার এরূপ বোধ হইয়াছে যে, যদি ঐ সকল গ্রন্থে রোগাদি কষ্টকর ব্যাপারের সামান্য বর্ণনও থাকিত, তাহা হইলে ঐ সকল গ্রন্থ আমাদিগের অধিকতর উপকারে আসিত। কাব্য উপন্যাসাদির নায়ক নায়িকা, এমন কি, ঐ সকল গ্রন্থের অপ্রধান পাত্রেরাও যেন চিরসুস্থ-শরীর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কোন দেশের কোন কাব্যে কাষ্টর-অইল্ খাইবার উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর কয় জন লোক ঐ নরকযাতনা ভোগ না করিয়াছে? এইরূপ কতকগুলি কারণে কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের অবস্থা, মনুষ্য সাধারণের প্রকৃত অবস্থা হইতে ভিন্নভাব ধারণ করিয়া থাকে। উহা গ্রন্থকারের মনঃকল্পিত কৃত্রিম পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, এবং আমাদিগের কার্য্যকলাপের প্রতি তাহার দৃষ্টান্তের প্রভাব স্বল্পতর হইয়া পড়ে।

গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধে ওরূপ মনঃকল্পিত কৃত্রিম পদার্থের বর্ণন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই জন্য এই প্রবন্ধে গৃহস্থাশ্রমের একটী সাধারণ কষ্টকর ব্যাপারের উল্লেখ করিব। স্ত্রী-পুরুষে কলহ হইয়া থাকে। উভয়ের পক্ষেই ঐ কলহ বিলক্ষণ কষ্টকর। কিন্তু যতই কষ্টকর হউক, উহার সংঘটন নিতান্ত অসাধারণ ব্যাপার নহে। প্রত্যুত, উহা অতি সাধারণ ব্যাপার বলিয়াই প্রসিদ্ধ। আমার বিবেচনায় মনুষ্য দম্পতীর মধ্যে কলহ হইবেই হইবে।

যাঁহাদের মধ্যে পরস্পর অত্যন্ত প্রনয় এবং ঘনিষ্ঠতা, তাঁহাদের মধ্যেও বিবাদ না হইয়া চলে না, ইহার কারণ কি?—তাহার কারণ ঐ প্রণয় এবং ঘনিষ্ঠতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরস্পর প্রীতিসম্পন্ন দম্পতী সর্ব্বতোভাবে অভিন্নহৃদয় হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইহলোকে সম্যক্ অভিন্নহৃদয়তা সাধিত হইয়া উঠে না, এবং তাহা হইয়া উঠে না বলিয়াই অভিমান এবং উদ্বেগের উদয় হইয়া কলহের সূত্রপাত করে। "এই বিষয়টীতে আমার এইরূপ অভিমত; কিন্তু তাঁহার ওরূপ। যদি এই বিষয়েই মতভেদ হইল, তবে ত অমুক বিষয়ে মতভেদ হইবেই?—এবং তাহা হইলে ঐ অমুক বিষয়েই বা কি জন্য মতভেদ না হইবে?—তবেই আমার মনের গতি হইতে তাঁহার মনের গতি ভিন্ন প্রকার—তবে আর ভালবাসা কৈ? যদি ভালবাসাই নাই, তবে আর জীবনে ফল কি?" দম্পতী কলহের অন্তরে এই প্রকার একটী অপূর্ব্ব বিচারপ্রণালী নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া থাকে।

ঐ বিচার-প্রণালীতে কল্পনা-বায়ুর প্রভাব বশতঃ এত দুরভিসন্ধি, ও গূঢ়াভিসন্ধির বিচিত্র লহরীলীলার সৃষ্টি হয় যে, তদ্দর্শনে দ্রষ্টৃবর্গের যৎপরোনাস্তি আমোদ জন্মে। দম্পতীর কলহ অপর সকলেরই চিত্তরঞ্জক। এত চিত্তরঞ্জক যে, কেহ কেহ কৌশলপূর্ব্বক কলহ বাধাইয়া দিয়া তামাসা দেখিতে ভাল বাসেন। কিন্তু অন্যে যতই উপহাসাস্পদ জ্ঞান করুক, দম্পতীর কলহ দম্পতীর নিজের পক্ষে যৎপরোনাস্তি কষ্টকর ব্যাপার। বিবাদটী যতক্ষণ থাকে, তাহাদিগের মনে আপন আপন জীবনকে এমত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান হয় যে, সে সময়ের মধ্যে আত্মহত্যা করাও নিতান্ত অসম্ভব নহে। রক্ষা এই, দম্পতীকলহ প্রায়ই অতি স্বল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হয়। সৃষ্টিনাশক বজ্রাগ্নি চকিতের ন্যায় থাকিয়াই অন্তর্হিত হইয়া যায়। ঐ অগ্নি স্থায়ী ভাব পাইলে বিশ্ব-সংসার দগ্ধ হইয়া যাইত।

আমার বিবেচনায় ঐ আগুনটী উঠায় কোন দোষ নাই। কারণ

উদ্ধা উঠিবার প্রয়োজন আছে। যেমন পরস্পর সন্নিকৃষ্ট দুইটী মেঘের মধ্যে তাড়িতের ইতরবিশেষ থাকিলেই বৈদ্যুতাগ্নি নিঃসৃত হয়, এবং নিসৃত হইয়া মেঘ দুইটীর তাড়িত-সামঞ্জস্য বিধান করে, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও সেই প্রকার অভিমতির কিছুমাত্র অনৈক্য থাকিলেই কলহাগ্নি উদ্রিক্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মনের একতা সম্পাদিত হয়। তুমি আমি এখনও ভিন্নহৃদয় আছি কেন? এখনও একমনা হই নাই কেন? অবশ্যই একাত্মতা প্রাপ্ত হইতে হইবে, এই ভাবটী দম্পতী-কলহের অন্তর্নিহিত। সুতরাং দম্পতীকলহও দম্পতীপ্রণয়ের পরিচায়ক এবং ঐ প্রণয়ের দৃঢ়তাসাধক।

এই জন্য স্ত্রী পুরুষে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহারা প্রায়ই কেহ চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। যতক্ষণ বিবাদ থাকে, ততক্ষণই কথা কাটাকাটি চলে। যদি এক জন চুপ করিয়া থাকিলেন, অথবা স্থানান্তর গমনের চেষ্টা করিলেন, তাহা হইলে অপরের ক্রোধ শান্ত না হইয়া শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। কিন্তু বিবাদের কথা পাছে গুরুজনের কর্ণে উঠে অতএব এখন তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিব না, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া যদি একজন চুপ করেন অথবা স্থানান্তর যান তাহাতে অধিক দোষ হয় না। কিন্তু যথাসময়ে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের কথাগুলা উঠাইও—একেবারে ছাড়া ভাল নয়। কিন্তু অধিক স্থলেই পূর্ব্বের কথাটা তুলিলেই যিনি দোষী তাঁহার লজ্জা বোধ হয়। লজ্জা দেখা দিলে আর বাড়াইতে নাই। বিবদমান দুই জনের মধ্যে যিনি চুপ করিলেন, অথবা স্থানত্যাগ করিলেন, অপরের বিবেচনায় তিনি আপন মনের দ্বার রুদ্ধ করিলেন; তিনি অভিন্নহৃদয় হইবার নিমিত্ত যথোচিত যত্ন করিলেন না; তিনি কেবল আপন মতটী বজায় রাখিবার জন্যই বিবাদ করিতেছেন; তিনি স্বৈরাচারী, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর; তাঁহার মনে যথার্থ ভালবাসা নাই।

এই জন্য অপর সকল বিবাদের স্থলে যদিও এক জনের মৌনাব-

লম্বন সৎপরামর্শ—কারণ তাহাতে বিবাদ মিটিবার উপক্রম হয়—কিন্তু দম্পতীকলহে মৌনাবলম্বন সৎপরামর্শ নয়। তাহাতে কলহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে—অথবা বাহিরে নিবিয়া অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক চিত্তভূমি দগ্ধ করিয়া ফেলে। অপর সকল বিবাদে এক জনের স্থান ত্যাগ করা ভাল। দম্পতীকলহে স্থানত্যাগ প্রকাণ্ড অপমানজনক বলিয়া বোধ হয়। যে যে স্থলে দম্পতীকলহ আত্মহত্যায় পরিণত হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই একজনের কলহক্ষেত্র পরিত্যাগ তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির থাকিয়া সম্মুখসংগ্রাম করাই এখানকার বিধি। যদি সম্মুসংগ্রামে মরিতে পার, তবে দেখিতে পাইবে, শাস্ত্রকারেরা মিথ্যা কথা বলেন নাই—সমরে প্রাণত্যাগ করিলে সাক্ষাৎ স্বর্গলাভ হয়। বিবাদটী মিটিয়া গেলে, অভিন্নহৃদয়তা সাধিত হইলে, কাল-বৈশাখীর মেঘ, ঝড়, জল ছাড়িলে, তাড়িতের সামঞ্জস্যবিধান হইয়া গেলে, কেমন সুবিমল শোভা, কেমন অনির্ব্বচনীয় প্রসন্নতা জন্মে! দম্পতী-কলহের এই চরম-ফলটী বড়ই মধুর।

সুবোধ, দান্ত-স্বভাব পুরুষের কর্ত্তব্য যাহাতে ঐ চরম-ফলটী শীঘ্র ফলে, তাহার নিমিত্ত যত্ন করেন। বিবাদ হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু বিবাদটী যেন শীঘ্রই মিটিয়া যায়—কোন মতে ব্যাপক কাল স্থায়ী হইতে না পায়। প্রণয়ক্ষীরসিন্ধুমন্থনোদ্ভূত কলহ-কালকূট মহাদেবই পান করিতে পারেন; শীঘ্রই পান করুন, নচেৎ সিন্ধু শুষ্ক হইয়া যাইবে।

কেহ কেহ বিবাদ মিটাইবার উদ্দেশে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করেন। তদ্দ্বারা স্থলবিশেষে উদ্দেশ্যসাধন হয়—বড় আগুনে ছোট আগুন নিভে। কিন্তু আমার বিবেচনায় এই প্রণালী অবিশুদ্ধ। ইহাতে দম্পতী-কলহের প্রকৃত প্রয়োজন যে অভিন্নহৃদয়তাসাধন তাহা কিছুমাত্র হয় না। অপর কেহ কেহ আহারাদি করেন না, কিম্বা মাথা খুঁড়েন,

অথবা অপরাপর প্রকারে আপনার শরীরকে ক্লেশ দেন। এ উপায়েও কলহ শান্তি হয়—খুব সত্বরেই হয়। কিন্তু এটীও বিশুদ্ধ উপায় নহে। ইহা আসুরিক ভেষজ সেবনের ন্যায় আশু ফলোপধায়ক, কিন্তু আভ্যন্তরিক তেজোহানির কারণ। ঐ প্রকার দুষ্ট উপায় বারবার অবলম্বন করিলে, অভিন্নহৃদয়তা সাধনের কথা দূরে থাকুক, মূলপ্রণয়-গ্রন্থি পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া পড়ে। মহাদেব রুদ্রমূর্ত্তিতে কালকূট পান করেন নাই—শিবমূর্ত্তিতেই করিয়াছিলেন।

আমার বিবেচনায় দম্পতী-কলহের প্রকৃত শুভ ফল লাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি রক্ষা করা বিধেয় ;—

(১) আপনাদিগের মতভেদ অপর কাহাকেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জানাইও না।

(২) আপনাদিগের বিবাদভঞ্জনের নিমিত্ত অপর কাহাকেও মধ্যস্থ মানিও না।

(৩) যদি কোন অর্ব্বাচীন মধ্যস্থতা করিতে আইসে, তাহাকে কদাপি আমল দিও না।

(৪) হারি মানিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিও না। দম্পতী-কলহে যে হারি মানে, সেই জিতে।

(৫) যতক্ষণ বিবাদ না মিটে, অনন্যকর্ম্মা হইয়া থাকিও। সংসার উৎসন্ন হউক, সৃষ্টি বহিয়া যাউক, যতক্ষণ বিবাদ ভঞ্জন না হইবে, ততক্ষণ কোন কাজই করা হইতে পারে না; অপর কাহার সহিত কথা কহা হইতে পারে না, খাওয়া হইতে পারে না, ঘুমান হইতে পারে না—বিশেষতঃ ঘুমানটী কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

উল্লিখিত পাঁচটী নিয়মই অতি গুরুতর; বিশেষতঃ পঞ্চম নিয়মটী এবং তাহার শেষ ভাগের কথাটী—সকল নিয়মের সার নিয়ম। এই গুলি পালন করিয়া চলিতে পারিলে দম্পতীর মধ্যে কলহ অল্প হয়; যখন হয়, তখন স্বল্পকাল মাত্র থাকে, এবং নিবৃত্তিতে অন্তঃকরণ সরস

এবং সুখে আপ্লুত হয়। দম্পতী কলহের পরিসমাপ্তিতে যে অশ্রুবারি বিগলিত হয়, তাহা হৃদয়ের সরসতার লক্ষণ—দুই চারিবার বিদ্যুৎ প্রকাশের পরেই বৃষ্টি—জগতীতল শীতল।

অষ্টম প্রবন্ধ।

লজ্জাশীলতা।

লজ্জাশীলতাটী বড়ই মিষ্ট জিনিস। উহাতে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য শত গুণে বর্দ্ধিত এবং অসুন্দরীর অসৌন্দর্য্য সহস্র মাত্রায় তিরোহিত হয়। লজ্জাশীলতাটী মনুষ্যের ধর্ম্ম—পশুর ধর্ম্ম নয়। আমার বিবেচনায় মনুষ্যের প্রকৃতিতে পশুধর্ম্মের অস্তিত্ব অনুভূত হইলেই লজ্জার উদ্রেক হয়। যদি কাহাকেও হাঁস্ হাঁস্ করিয়া খাইতে দেখি, তবে আপনাদের মনে একটু লজ্জার উদ্রেক হয়। যিনি সেরূপে খাইতেছেন, তিনিও তাহা বুঝিতে পারিলে স্বয়ং লজ্জিত হইয়া থাকেন। যদি কোন নর নারীর নয়নে ইন্দ্রিয়-ক্ষোভের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, তবে শুদ্ধাত্মার চিত্তে লজ্জার আবির্ভাব হইয়া থাকে। যদি কেহ চিৎপাত হইয়া ঘড় ঘড় করিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে থাকেন, তাঁহাকে দেখিয়া অপরের একটু সলজ্জ হাসি আইসে, এবং তিনি নিদ্রা হইতে উঠিলে, যদি তাঁহাকে বলা যায়, তোমার নাক বেশ ডাকিতেছিল, তিনিও বিলক্ষণ লজ্জাযুক্ত হয়েন।

এই সকল উদাহরণ হইতে দেখা যায় যে, পাশব ধর্ম্মের প্রতি মনুষ্যের যে ঘৃণা, তাহাই লজ্জার মূল কারণ। যে মনুষ্যসমাজ যত দিব্যভাবসম্পন্ন এবং সুশীল ও সভ্য হইবার জন্য যত্নশীল, সেই সমাজের মধ্যে লজ্জার তত আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। বন্যদশাপন্ন লোকেরা উলঙ্গ হইয়া থাকিতে, কুক্কুর শিয়ালের মত বৃহৎ বৃহৎ গ্রাস তুলিয়া খাইতে, ষাঁড়ের মত নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে এবং পশুদিগের ন্যায় ব্যাপার নিরত হইতে, সঙ্কুচিত হয় না। ইউরোপীয় ছোট লোকেরাও অত্যন্ত পশুধর্ম্মপ্রবণ। ফলতঃ লোকে কেমন সকল বিষয়ের কথায় আমোদ করে, কেমন অশ্লীল শব্দ সকলের অসঙ্কোচে ব্যবহার করে, ইহা দেখিলেই তাহাদিগের মধ্যে দিব্যভাবের কি পশুভাবের আধিক্য হইয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

নিসর্গতঃ স্ত্রীলোকদিগের মনে পশুভাব অপেক্ষা দিব্যভাবের আধিক্য। এই জন্য স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে লজ্জানুভব করেন। শরীরের বস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্র অপসারিত হইয়া গেলে, ভোজনের সময় অপর কেহ দেখিলে, ভোজনপাত্র নোঙরা হইলে, আহারের জন্য কাহার স্থানে কিছু চাহিতে হইলে, আপনাদের মধ্যে কেহ খুব হাঁ করিয়া মুখ নাড়িয়া দন্তের মাড়ি বাহির করিয়া খাইতেছে দেখিলে, কথোপকথনে একটী মাত্র কদর্য্য ভাবের শব্দ শুনিলে, হাসির গররা উঠিলে, তাঁহারা লজ্জিত, কুন্ঠিত এবং সঙ্কুচিত হইয়া যান। উঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ ঐ সকল কার্য্যে বিরক্ত বা লজ্জাযুক্ত না হয়েন, প্রত্যুত তাহার বিপরীতাচরণ করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের দিব্য প্রকৃতির বিকৃতি এবং অধঃপতনের সূচনা হয় মাত্র। যে সমাজে স্ত্রীপুরুষের একত্র সমাবেশ, সকল সময়েই একত্র বসিয়া বাক্যালাপ, একত্র পান ভোজন, একত্র পর্য্যটন, সে সমাজে স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র কিছু অকোমল, কিছু দিব্যভাববর্জ্জিত এবং অধিকতর পরিমাণে পশুভাবসংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই জন্য তাদৃশ সামাজিক রীতি সম্যক্ নির্দ্দোষ বলিয়া আমার বোধ হয় না।

কেহ কেহ বলেন বটে যে, তাদৃশ সমাজে স্ত্রীলোকদিগের ঘনিষ্ঠ সংস্রব নিবন্ধন পুরুষদিগের স্বভাব কিছু কোমল এবং পবিত্র হয়। স্বীকার করিলাম। কিন্তু স্ত্রীস্বভাব অকোমল এবং বিকৃত হওয়ায় যত দোষ, পুরুষস্বভাব কোমল হওয়ায় গুণ ততটা কি? কিন্তু যতই বলা যাউক, ভাবা যাউক, এবং সাবধান হওয়া যাউক, মনুষ্য কোন দেশে বা কোন কালে সর্ব্বতোভাবে দিব্যভাবসম্পন্ন এবং সম্যক্ প্রকারে পশুভাব বর্জ্জিত হইতে পারে না। প্রকৃতির সৃষ্টি, স্থপতির অট্টালিকা সৃষ্টির ন্যায়, তালার উপর তালা। নীচে যে বস্তু সৃষ্ট, তাহারই উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করাইয়া উপরের বস্তু সৃষ্ট হয়। খনিজ দ্রব্যের যে সকল গুণ— সেই সকল গুণের পরিণামেই উদ্ভিদ—উদ্ভিদের যে সকল গুণ, তাহারাই পরিণামে প্রাণী—এবং অপরাপর প্রাণীতে যে যে ধর্ম্ম—সেই সকল ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট পরিপাকে মনুষ্য ধর্ম্ম। এই জন্য মানুষ সর্ব্বতোভাবে পশুধর্ম্মপরিশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। ভোজন, নিদ্রা, অন্তর্মলত্যাগ সন্তানোৎপত্তি প্রভৃতি কার্য্য না করিলে জীবন রক্ষা এবং বংশরক্ষা হয় না। অথচ সেই কার্য্যগুলি পশুধর্ম্মিক—উন্নত দিব্যভাবের বিরুদ্ধ এবং সেই জন্য লজ্জাপ্রদ।

মানবের মনে এইরূপ ভাববৈপরীত্য হইতে যে কষ্টানুভূতি হয়, তাহা নিবারণের নিমিত্ত বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে। আমাদিগের আর্য্য-সমাজের নিয়ন্তৃগণ যে অত্যুন্নতও মহত্ত্বাবসম্পন্ন ছিলেন, তদনুযায়ী ব্যবস্থার বিধান করিয়া আমাদিগের দিব্যভাবের তেজস্বিতা, পশুভাবের দৌর্ব্বল্য এবং লজ্জাদুঃখ নিবারণের উপায় সাধন করিয়া গিয়াছেন। সকল ব্যাপারেরই অন্তর্ভূত যে একটী অত্যুদার মহান্‌ভাব আছে, তাঁহাদের পবিত্র আত্মা সেই ব্রহ্মভাবেই ওতপ্রোতরূপে পরিষিক্ত ছিল। তাঁহারা প্রাণিমাত্রের ভক্ষ্য গ্রহণ, নিদ্রাগমন এবং সন্তানোৎপত্তি ক্রিয়াতে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান দেখিয়াছিলেন, এবং চিত্রক্ষেত্রে তাদৃশ ঈশ্বরাধিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াই

ঐ সকল অবশ্য করণীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ভাবিয়া দেখ দেখি, ভোজনাদি ক্রিয়াতে কি অত্যাদ্ভুত ব্যাপার সমস্ত নিয়ত নির্ব্বাহিত হইয়া যাইতেছে! তুমি খাইতেছ ভাত, মাছ, রুটি, দাইল—সেগুলি তোমার শরীরে পরিণত হইয়া হইতেছে বল, বুদ্ধি, চৈতন্য! 'অন্নংব্রহ্মঃ—অন্নোবৈ প্রজাপতিঃ'। তুমি শয্যায় শুইয়া ঘুমাইতেছ—তোমার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নাই—কিন্তু তুমি যখন নিদ্রা হইতে উঠিলে, একেবারে চৈতন্যময়—এবং 'সুখমহং স্বাপ্সম্' জ্ঞানে আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়াই উঠিলে! সন্তানোৎপাদনে তুমি নিজের 'প্রাজাপত্য' শক্তি অনুভব করিলে, 'বিষ্ণুর' স্মরণ করিলে, তোমার যে সন্তান জন্মিবে, তাহার চরিত্র অতি পবিত্র এবং উদার হইবার উপায় বিধান করিলে—পত্নীকেও সাক্ষাৎ প্রকৃতি-স্বরূপা জীব-জননী বলিয়া জানিলে।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা এইরূপে পশুধর্ম্মের অন্তর্গূঢ় ব্রহ্মভাবের আবিষ্কৃতি করিয়া পাশব কার্য্যগুলির পাশবত্ব মোচন করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপখণ্ডে এরূপ হয় নাই। সেখানকার লোকদিগের ধর্ম্মচর্য্যা এবং জীবনচর্য্যা পরস্পর পৃথগ্‌ভূত। তাঁহারা ধর্ম্মভাবের অধীন হইয়া সকল কাজ করিতে চাহেন না—ওরূপ করাকে যাজক-তন্ত্রতা বলিয়া ঘৃণা করেন। কিন্তু উঁহারাও মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ পশুধর্ম্মগুলির উপর একটী আবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উঁহারা ভোজন ক্রিয়াটাকে কেবল জঠরজ্বালা নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ না রাখিয়া উহাকে আলাপ পরিচয়ের, আমোদের এবং সুসামাজিকতার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। উঁহারা পান ভোজনের সহিত স্ত্রী পুরুষ একত্র কথোপকথন এবং নৃত্য গীত বাদ্যের আমোদ, বিমিশ্রিত করিয়া ভোজনক্ষেত্রটাকে কেমন রমণীয় করিয়া লইয়াছেন। উঁহারা শয়নাদি ব্যাপারের পাশব ভাব তত প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা পান নাই। কারণ শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে উঁহা-দিগের মধ্যে [illegible]ই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তীব্র সুরা পানের অভ্যা[illegible]

প্রবর্ত্তিত থাকায়, তত্তৎকালে পাশবধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া একেবারে লজ্জার তিরোধান হইয়া যায়।

ফল কথা আর্য্যপ্রণালীতে ধর্ম্মভাবের আধিক্য, ইউরোপীয় প্রণালীতে ভোগ সুখের আধিক্য। আর্য্যপ্রণালীতে স্ত্রী, দেবী। ইউরোপীয় প্রণালীতে স্ত্রী, সখী এবং সহচরী। "আজিকার নিমন্ত্রণে যে স্ত্রীলোকেরা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনের শব্দ অনেক বার বাহির বাটী পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছিল"। * * "কে বল দেখি"। * * "কেমন করিয়া জানিব"। "ও সেই সুকুমারী—যে চলিলে পায়ের শব্দ হইত না—মুখ তুলিয়া কথা কহিত না—যাহার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়া থাকিত, ও সেই সুকুমারী—আহা বাছার দোষ কি? স্বামী উহাকে ইংরাজদের সহিত কথা কহাইয়াছে—তাহাদের সাম্নে গান করাইয়াছে—আপনার সঙ্গে মদ পর্য্যন্ত খাওয়াইয়াছে—আর কি ওর লজ্জা রাখিয়াছে? তাই অত গলা হইয়াছে, ধরণ ধারণ সব বদল হইয়া গিয়াছে।"

নবম প্রবন্ধ।

গৃহিণী-পনা।

গৃহিণী-পনা দুই প্রকার। এক, কর্ত্তৃত্ববিহীন—অপর, কর্ত্তৃত্বসমন্বিত। যে স্থলে গৃহিণী, কর্ত্তার অনুমতি পাইয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সে স্থলে কর্ত্তৃত্ববিহীন গৃহিণীপনা বলা যায়; যে স্থলে গৃহিণী, কর্ত্তার মন বুঝিয়া আপনি বিবেচনা পূর্ব্বক গৃহকার্য্য সম্পাদন করেন, সেই স্থানে কর্ত্তৃত্বসমন্বিত গৃহিণীপনা দৃষ্ট হয়। আমি সকর্ত্তৃত্ব গৃহিণীপনারই [illegible] সমাদর করিয়া থাকি। অপর প্রকার গৃহিণীর কার্য্যে তাদৃশ [illegible] গৌরবই নাই—উহা অনুজ্ঞাপালন মাত্র।

আমার বন্ধুবর্গ আমাকে গৃহকার্য্যে উদাসীনবৎ দেখিয়াছেন, এবং তাহা দেখিয়াছেন এবং সেই কথা বলিয়াছেন বলিয়াই আমি মনে মনে শ্লাঘা করি যে, আমি সংসারের কর্ত্তৃত্ব নিতান্ত মন্দ করি নাই। আমার পত্নী গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্রী ছিলেন। তাঁহার 'হাতেই সব,' আমার হস্তে কখন এক কড়া কড়িও থাকিত না। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি স্বয়ং আমাকে গৃহকার্য্যে নিতান্ত উদাসীন মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন, গৃহকার্য্যের মূলসূত্রগুলি আমারই স্থানে শিখিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয়, তথাপি ঐ সূত্রের বৃত্তিবিরচন এবং সূত্রানুযায়ী সমস্ত পদসাধন তিনি নিজেই যে করিয়া লইতেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহার গৃহিণীপনা সর্ব্বতোভাবে সকর্তৃত্ব গৃহিণীপনাই ছিল।

আমার বিবেচনায় যাঁহারা সংসারাশ্রমে থাকিয়া ঐ আশ্রম কিসে জ্ঞান এবং ধর্ম্মবৃদ্ধির উপযোগী হইতে পারে, তাহার কোন চিন্তাই করেন না, তাঁহারা দোষভাগী। আবার, আমার ইহাও বোধ হয় যে, যাঁহারা উন্নত-বুদ্ধি এবং উচ্চাভিলাষী হইয়াও কেবল সংসারের খুটিনাটির চিন্তাতেই সেই বুদ্ধি এবং সেই অভিলাষের পর্য্যবসান করেন, তাঁহারাও দোষভাগী। স্ত্রী কি ভগিনী আছেন, তিনি গৃহস্থালীর যাবতীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করিবেন, আমি ভাল খাইব, ভাল খাওয়াইব, মনের সুখে বহি পড়িব, এবং বন্ধুবর্গের সহিত আমোদ প্রমোদ করিব, সংসারের কিছুই দেখিব না, ভাবিব না, অকুলান পড়ে টাকা ধার করিয়া দিব— যাহারা এরূপ করিয়া চলে, আমি এমন লোকও দেখিয়াছি। আবার, ঘর প্রস্তুত হইতেছে, স্বয়ং বসিয়া তাহার ছাদ পেটায় এবং বাটীর উঠানে খাড়ুরা কাটি পড়িয়া আছে, দেখিলেই আপনি কুড়াইয়া রাখে, এবং অনেকগুলি কাটি জড় হইলে একগাছি খাড়ুরা বাঁধায়, এ প্রকার লোকও দেখিয়াছি। আমার মতে ঐ দুই প্রকার লোকের কোন প্রকার লোকই সংসারাশ্রমের প্রকৃত পথের অনুবর্ত্তী নহেন—প্রকৃত পথ ঐ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী—সম্পূর্ণ অনবধানতাও নহে, সম্পূর্ণ অনৌদার্য্যও

নহে। মনুষ্যের চক্ষু মনুষ্যেরই কার্য্যের উপযুক্ত। উহা দূরবীক্ষণ হইলেও দোষ—অণুবীক্ষণ হইলেও দোষ। গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহিণীকে কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিবেন—উদ্দেশ্য স্থির করিয়া দিবেন—আর কিছুই করিবেন না। ঔদার্য্য রক্ষা করিতে গিয়া সতর্কতা ত্যাগ করিতে নাই—সতর্ক হইতে গিয়া নীচ হইয়া পড়িতেও নাই।

কিন্তু ইহাও বলি, বরং কিয়ৎপরিমাণে অনবধান হওয়া ভাল, তথাপি নিতান্ত নীচাশয় হইয়া স্বহস্তে সমুদায় খুঁটি নাটি করা ভাল নয়। বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি তুমিই সংসারের সমুদায় বিষয় স্বয়ং দেখিলে এবং চিন্তা করিলে, তবে তোমার স্ত্রী আর কি করিবেন? শুদ্ধ খেয়ে খেলিয়ে সময় কাটাইবেন? তাহাতে ত তাঁহার বুদ্ধি খুলিবে না—নিজচিত্তজ্ঞতা এবং পরচিত্তজ্ঞতা জন্মিবে না—মন বড় হইবে না। তিনি একটী স্বার্থপর, আদুরে ক্রীড়া-সামগ্রী মাত্র হইয়া থাকিবেন। কাজে বুদ্ধি খুলে—বুদ্ধি স্বয়ং প্রথম হইতে কাজ গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব পত্নীর হস্তে গৃহকার্য্যের যত ভার দেওয়া যাইতে পারে সমুদায় দেওয়া বিধেয়। তাহা দিলে তুমি নিজে অনেক অবসর পাইতে পারিবে, এবং তাঁহাকেও মানুষ করিয়া তুলিবে।

কিন্তু গৃহকার্য্য স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং একেবারে উদাসীন হইলে ঐ ব্যবস্থার সমগ্র শুভ ফল ফলে না। নিতান্ত ঔদাসীন্য তাঁহার প্রতি অনাদররূপে প্রতীয়মান হয়। শুদ্ধ প্রতীয়মান হয় এমত নহে, কালে প্রকৃত অনাদরেই পর্য্যবসিত হয়। তাঁহার মন গৃহকার্য্যে রহিল, তিনি পৃথিবীতে পা দিয়া সকল মাটি মাড়াইয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। তুমি হয় ত জগতের হিতচিন্তা অথবা পৃথিবীর ধর্ম্ম-সংস্করণ, এইরূপ একটী প্রকাণ্ড ব্যোমযান যোগে আকাশমার্গে বিচরণ করিতে উঠিলে। তোমাদিগের ত আর পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবার উপায় থাকিল না। অতএব ঘরের কাজ স্ত্রীর হাতে ফেলিয়া দেও, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত গৃহকার্য্যের কথা কহ। তাহা করিলে দেখিতে

াইবে যে, সামান্য গৃহকার্য্যের অভ্যন্তরে অতি প্রশস্ত ভাব সমস্ত নিহিত াকে। শুদ্ধ ব্যোমযানে উঠিলেই যে জগতের চমৎকারিত্ব অনুভব করা ায় এমত নহে। যে নিয়মের প্রভূত বলে ব্রাহ্মাণ্ডের গোলত্ব সাধন করিয়াছে, শিশিরবিন্দুর গোলত্ব সাধনেও সেই নিয়মের সমগ্র বল াগিয়াছে। ব্যাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, কালিদাস, হোমর, সেক্‌সপিয়র, কাণ্ট, কপিল, ও কোম্‌ত, জীবনযাত্রার যে সকল মহৎ সূত্রের আবিষ্কার এবং বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায়ই গৃহকার্য্যের সম্বন্ধে গৃহিণীর মুখ হইতে শুনিতে পাইবে। যদি না পাও, তবে তুমি ঐ দার্শনিক এবং কবি-শ্রেষ্ঠদিগের নাম মাত্র শুনিয়াছ, অথবা তাঁহাদিগের গ্রন্থের পাত উল্টাইয়াছ মাত্র—ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পার নাই। তাঁহারা তোমার শরীরে আবির্ভূত হন নাই।

দশম প্রবন্ধ।

গহনা গড়ান।

গহনার উপর কাহার কাহার বড়ই রাগ দেখিতে পাই। গহনায় টাকা বদ্ধ হইয়া থাকে—টাকা বদ্ধ করা অর্থশাস্ত্রের বিধি নয়। গহনাতে টাকার লোক্‌সান্ হয়—টাকা লোক্‌সান্ করা গৃহস্থধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যবহার। গহনার দিকে মন পড়িলে নিজের সাজ করিতেই দিন ফুরাইয়া যায়—গৃহস্থালীর কর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে পারে। গহনা পরার নেসা জন্মিলে প্রকৃতি লঘু হইবার সম্ভাবনা। গহনার বিরুদ্ধে এবম্বিধ অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

অলঙ্কারনিবারিণী সভার কোন সভ্য মহাশয়ের মুখে আমি ঐ প্রকার অনেকগুলি কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলাম, 'মহাশয়ের কথাগুলি বিলক্ষণ যুক্তিযুক্ত বটে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, কেহই ঐ সকল যুক্তির অনুসারে কাজ করে না। দেখুন, এমন যে "সর্ব্বগুণাদর্শ" ইংরাজ-জাতি—ইহাঁদিগের মধ্যেও অর্থশাস্ত্রের নিয়মটী রক্ষা পায় না। কোন কোন ইংলণ্ডীয় জমীদার এবং মহাজনের ঘরে ১০।১২ মণ রূপার প্লেট থাকে। ইউরোপীয় বিবিদিগের মধ্যেও এক্ষণে গহনা পরার সাধ বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ তাঁহারা যেরূপ গহনা পরিতে ভালবাসেন, তাহাতে টাকার লোকসান্ অধিক হয়। তাঁহাদিগের গহনায় সোণা রূপা অপেক্ষা হীরা মুক্তাই অধিক থাকে। সোণা রূপার গহনা যত টাকায় গড়ান যায়, তাহার সিকি বাদ দিয়াই বিক্রয় করা যাইতে পারে। হীরা মুক্তার গহনা বিক্রয় করিতে গেলে কখন কখন অর্দ্ধেক টাকারও অধিক লোকসান্ করিতে হয়। গহনার সাজ করিতে অনেক সময় যায় বলিতেছেন। কিন্তু কয়েকখানি সোণা রূপার গহনা পরিতে আমাদিগের পরিজনবর্গের যে সময় যায়—বিবিদিগের কাপড়ের, রঙ্গের, পৌডরের সাজ করিতে তাহার শত গুণ অধিক সময় লাগে। আর গহনার নেসায় প্রকৃতির লঘুতা হয় যে বলিলেন, তাহা গহনার দোষ নয়, তাহা নেসা মাত্রেরই দোষ। গহনা যে উদ্দেশে পরা হয়, প্রকৃতির লঘুতা বা উদারতা সেই উদ্দেশের উপর নির্ভর করে। যে স্ত্রীলোক গহনা পরে, তাহারই প্রকৃতি লঘু, এরূপ বিবেচনা পণ্ডিতাভিমানী কোন কোন মহামূর্খেরাই করিয়া থাকে।

অলঙ্কারনিবারিণী সভার সভ্য মহাশয় নিরুত্তর হইয়া থাকিলেন। অনুমান করি, তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সভা যে কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন, সে কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত সহজ নয়; ইংরাজী বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ দেশময় বিস্তৃত হইলেও তাঁহার সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তিনি অবশ্যই মনে মনে মানিয়া থাকিবেন যে, অশিক্ষিতা বঙ্গ-

মহিলারাই অলঙ্কারপ্রিয়া নহে। তাহারা কালক্রমে বিবি হইয়া উঠিলে অলঙ্কার-নিবারণী সভার কাজ বাড়িবে বই কমিবে না।

আমি সামান্য গৃহস্থ লোক। প্রথমাবস্থায় আমার মাসিক আয় দেড় শত টাকার অধিক ছিল না; কখন অধিক হইবে, এমন মনেও করি নাই। আমি সেই সময় হইতে স্থির করিয়াছিলাম যে, আমার পরিবার মিতব্যয়িতা না শিখিলে আমার ভদ্রস্থতা নাই। এই ভাবিয়া আমি তাঁহার হস্তে মাসিক বেতনের টাকাগুলি দিয়া বলিতাম "আমি যাহা উপার্জ্জন করি, সকলই তোমার। যাহাতে আমরা ভাল থাকি এরূপ আহার, আবাস, পরিধেয় তুমি দিবে, অসময়ের নিমিত্ত কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিবে। আর তোমার অলঙ্কার নাই—তাহাও কিছু কিছু প্রস্তুত করিতে হইবে।" * * *। "না না, তাহা নয়। আমার বন্ধুবর্গ অনেকেই সম্পন্ন লোক। তাঁহাদিগের বাটীতে নিমন্ত্রণাদি উপলক্ষে যাওয়া আবশ্যক হইবে। নিতান্ত দুঃখিনীর মত গেলে আমার সুখ হইবে না। অতএব কিছু কিছু বাঁচাইয়া গহনা গড়াইতে হইবে।"

ঐ কথার পর কিছু দিন গেল। আমাদের খাওয়ার পরার কোন কষ্ট নাই। বন্ধুবর্গ আমাদের বাটীতে আসিলে ভোজনাদি করিয়া বলেন "তোমার বাটীতে রন্ধনের বড় পারিপাট্য—আহার করিয়া এত তৃপ্তি আর কোথাও হয় না।" ছেলেদের পীড়া হইলে সাহেব ডাক্তার আনিয়াও দেখাইতে পারি। প্রায় প্রতি মাসেই কিছু কিছু সেবিঙ্গ ব্যাঙ্কেও যায়। আমার সমান আয়বান আর কাহার বাটীতে ওরূপ হয় দেখিতে পাই না। অন্যের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইলে দেখি, দ্রব্যাদি পাতে যথেষ্ট নষ্ট হয়, অথবা ভাণ্ডারে বাঁচে। আমার বাটীর ভোজে কিছুই নষ্ট হয় না, এবং প্রায় কিছুই বাঁচে না, ঠিক ঠাক হয়। অন্যের বাটীতে পীড়া উপস্থিত হইলে 'অত ভিজিট দিয়া কেমন করিয়া ডাক্তার আনা যাইবে' এরূপ ভাবনার কথা শুনিতে পাই, আমার বাটীতে কখন ওরূপ কথা শুনিতে পাই না। ওরূপ কথা দূরে থাকুক, বরং জ্ঞাতি কুটুম্ব

আত্মীয় কাহার পীড়ার সংবাদ পাইলে তাঁহাকে নিজ বাটীতে রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হই। প্রথম তিন চারি বৎসরের মধ্যে কয়েকখানি গহনাও প্রস্তুত হইয়াছিল।

আমার বিবেচনায় ঐ গহনায় যে টাকা বদ্ধ হইল, তাহা ব্যয়িত হইলে আমার যে উপকার হইত, তাহা অপেক্ষা শত গুণ অধিক উপকার হইয়াছিল। একটী ভাল পাচিকা, একটী পাকা মুহুরি, একটী বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রাখিতে হইলে আমার যে মাহিয়ানা লাগিত,—ঐ গহনা গুলিতে তাহা অপেক্ষা অধিক লাগে নাই। অধিকন্তু লাভ এই, স্ত্রী হিসাব পত্র করিতে শিখিলেন, দ্রব্য সামগ্রীর দর দাম করিতে জানিলেন, ব্রাহ্মণ এবং প্রীতি ভোজের ফর্দ্দ করিতে পারিলেন, এবং সর্ব্ব বিষয়েই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে অভ্যস্ত হইলেন। আরও লাভ হইল, আমি পারিবারিক চিন্তা হইতে অনেক অবসর পাইলাম, এবং প্রথমজাত পুত্রটীর লেখা পড়ার প্রতি যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতে পারিলাম। আমি ঐ সময়ে কয়েকখানি পুস্তকও লিখিয়াছিলাম। সেই বহিগুলি বিক্রীত হওয়ায় আমি এ পর্য্যন্ত যত টাকা পাইয়াছি, তাহার হিসাব করিলে আমার স্ত্রী যে কয়েকখানি গহনা গড়াইয়াছিলেন, তাহার দশ গুণেরও অধিক হইতে পারে।

আমার অর্থাগম পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল—গহনা গড়ানও চলিল। নূতন রকমের ভাল গহনা দেখিলেই সেইরূপ গড়ান হয়। কিছু দিন এরূপ হইলে আর গহনা গড়াইয়া তৃপ্তিবোধ হয় না। আবাস-বাটী সুন্দর হওয়া চাই—গৃহ সজ্জা ভাল হওয়া চাই, গৃহস্থালীর দ্রব্যজাত পরিমাণে অধিক এবং প্রকারে বিচিত্র হওয়া চাই। ক্রমে সম্ভবরূপ তাহাও হইতে লাগিল। গহনা গড়ান প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। নিজের অলঙ্কার-প্রিয়তা সাধারণ সৌন্দর্য্যপ্রিয়তায় পর্য্যবসিত হইতে আরম্ভ হইল। বোধ হয়, আমার মত অনেক গৃহস্থের ঘরে এত অধিক এবং এত প্রকার গৃহোপকরণ নাই।

এ অবস্থাতেও গহনা গড়ান চলিল। নিজের নিমিত্ত বড় একটা নয়—অন্যের গহনা গড়াইয়া দিতে বড়ই আমোদ। সুখ-সরোবর পূর্ণ হইয়া আশে পাশে উপ্‌চিয়া পড়িতে লাগিল। "অমুক তোমার আত্মীয়, তাহারি আয়ও এত—সেদিন তাহার স্ত্রীকে দেখিলাম তাহার অমুক গহনাটী আছে, অমুকটী নাই—ঐটী তাহাকে গড়াইয়া দিব। প্রথমে এত টাকা লাগিবে, তাহা নিজ হইতে দিব—সে মাসে মাসে এত করিয়া দিলেই এত মাসে শোধ যাইবে।" "তাহাকে ঋণগ্রস্ত করিয়া লাভ?" "আমার লাভ কিছুই নাই—তাহার লাভ আছে। আমার ধার তাহাকে শুধিতেই হইবে—সুতরাং বুঝিয়া খরচ করিতে হইবে। ওর ত যত্র আয়, তত্র ব্যয়—এখন প্রায় কিছুই থাকে না।" * * * * "অমুককে তুমি ভাল বাস—সেও তোমার বাধ্য। কিন্তু তার মা মাগি বৌটীকে দেখিতে পারে না—গহনা পত্র কিছুই দেয় না। আমি এক ফিকির করিয়াছি—বৌকে গহনা গড়াইয়া দিয়াছি—আমি দিলে আর তার মা কোন কথা কহিতে পারিবে না। সেও মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া আমার ধার শুধিবে।" * * * "অমুকের সব ভাল, কিন্তু মদ খাওয়া দোষটা ছাড়াইতে পারিলে ভাল হয়। বৌকে গহনা গড়াইয়া দি—ধার শুধিতে টাকা ফুরাইয়া যাইবে—আর মদ খাইতে পারিবে না।"

এই প্রকার কথা প্রায়ই শুনিতাম। একদিন ঐরূপ কথা হইয়াছে, এমত সময়ে সুরাপান-নিবারিণী সভার কোন সভ্য মহাশয়ের সন্দর্শন পাইয়া তাঁহাকে অলঙ্কারনিবারিণী সভার উদ্দেশ্য জানাইলাম, এবং আমার স্ত্রী গহনা গড়াইয়া দিয়া যে প্রকারে মদ্যপান নিবারণ করিতে চান, তাহারও গল্প করিলাম। সুরাপাননিবারিণীর সভ্য মহাশয় বলিলেন, এক্ষণে যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কারপ্রিয়তা বর্দ্ধিত করাই শ্রেয়স্কর কার্য্য।

আমার বিবেচনায় গহনা গড়ান এমন দুষ্কর্ম্ম নহে যে, উহাকে

নিবারণ করিতে হয়। উহাতে উপকার বই অপকার হইবার সম্ভাব অধিক নহে। আমার মতে গহনার জন্য কচ্‌কচি করাই বড় দো স্ত্রী স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া গহনা গড়াইবেন, ইহা ভাল নয়। তিনি গহ পরিলে তুমি সুখী হইবে, তিনি যেন এই জন্যই গহনা গড়াইতে চা ঐ ভাবে গহনা গড়াইলে মিতব্যয়িতা, গৃহকার্য্যের দক্ষতা, শো প্রিয়তা, এবং পরহিতে চিন্তা জন্মিবে, গৃহে লক্ষ্মী থাকিবে, অর্থশাস্ত্রে প্রকৃত ফলই ফলিবে।

গহনা গড়ান সম্বন্ধে কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিরও আর একর বিষম ভ্রম আছে, দেখিয়াছি। আমার এক জন আত্মীয় একটী ভা চাকুরি করিতেন। তিনি সেই চাকুরিটী ছাড়িয়া দিলেন, এবং ছাড়ি দিয়া যাহা কিছু মূলধন পূর্ব্বে সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দং ব্যয় করিয়া আপনার স্ত্রীর কয়েক খানি গহনা গড়াইয়া দিলেন ও সময়ে ওরূপ করিলেন কেন? জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "আ চাকুরী ছাড়িলাম বটে কিন্তু স্ত্রীর যাহা প্রাপ্য, তাহা ত তাহা পাইতে হইবে।" আমি কিছুই বলিলাম না, কিন্তু মনে মনে তিনা 'কেন' জিজ্ঞাসা করিলাম। "যখন্ চাকুরি ছাড়িলে, তখন্ স্ত্রীর ম করিয়া ছাড়িলে না কেন?—গহনা স্ত্রীর অবশ্য প্রাপ্য হইল কেন তাহাকে গহনা পাইতে হইবেই কেন?" তিনি আপন পত্নীর মনে ভাব কিরূপ বুঝিয়াছিলেন—অথবা তাঁহার প্রতি কিরূপ ভাব আরো করিয়াছিলেন?—"তোমারই চাকুরি গিয়াছে, আমার ত যায় নাই"— এইরূপ ভাব না বুঝিলে আর ওরূপ কথা এবং ওরূপ কাজ হয় না।

একাদশ প্রবন্ধ।

কুটুম্বতা।

আমাদিগের কুটুম্বতা কাণ্ডটী বড়ই জটিল। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক না চলিতে পারিলে ঐ জটিলতানিবন্ধন যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হয়। কুটুম্বতা কাণ্ডটী অত জটিল বলিয়া আজি কালি অনেকে কুটুম্বতার ব্যবহারে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু আমার মতে কুটুম্বতার ব্যবহার অনাদরের বস্তু নহে। বাহিরের লোকের সহিত গৃহস্থ ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, কুটুম্বতা তাহার সর্ব্বপ্রধান। বাহিরের লোকে তোমাকে কেমন চক্ষে দেখে, তাহা জানিবার উৎকৃষ্ট উপায় তোমার কুটুম্ববর্গ। কারণ, বাহিরের লোকে তোমাকে যেমন চক্ষে দেখে, কুটুম্বেরাও তোমাকে প্রায় তেমনি চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

কুটুম্বেরা যদি আর কিছুতেই তোমার সহিত সমহৃদয় না হন, তথাপি একটী বিষয়ে তাঁহাদিগের সমহৃদয়তা থাকিবেই থাকিবে। কুটুম্বেরা কুটুম্বের গৌরব খুঁজেন। জামাই, বেহাই, শ্বশুর, শ্যালক ইঁহারা বড় লোক, পাঁচ জনে ইঁহাদিগকে জানে শুনে, এরূপ বলিতে এবং মনে করিতে সকলেরই সুখ বোধ হয়। কুটুম্ব সভা-উজ্জ্বল হইলেই মুখ উজ্জ্বল হইল। কুটুম্বকে ছোটলোক মনে করিতে হইলে আত্যন্তিক দুঃখ জন্মে।

কুটুম্বদিগকে সন্তুষ্ট করিবার উপায় তাঁহাদিগকে সম্ভবমত আপনার খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং গৌরবের অংশ ভাগী করা। তুমি যে বড় কাজটী করিবে, তাহা একাকী হইয়া করিও না; তাহাতে আপনার কুটুম্ববর্গের সহায়তা এবং পরামর্শ প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়

করিবে? ঘটক কুলীনকে কিছু দিবে? দুর্গোৎসব কিম্বা শিবপ্রতিষ্ঠা করিবে? কুটুম্ববর্গের সহিত অগ্রে পরামর্শ করিয়া ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। যাহাতে খ্যাতি এবং মহিমার অর্জ্জন হয়, এমন কাজ কুটুম্বদিগের নিরপেক্ষ হইয়া করিও না। সাংসারিক সামান্য কার্য্যের পরামর্শে কুটুম্বদিগকে আহ্বান করা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুটুম্বের চক্ষে ছোট লোক হইলে তোমার কুটুম্বেরা সত্য সত্যই কষ্ট পান।

কুটুম্বেরা বড় বড় তত্ত্ব চান বলিয়া যে প্রবাদ আছে, সে প্রবাদ অমূলক নয়। কিন্তু বড় বড় তত্ত্ব চাহিবার হেতু কুটুম্বের অর্থলোভ নহে, তোমারই গৌরবের প্রতি মমতা মাত্র। তত্ত্বের দ্রব্যাদি আসিলে তাঁহারা কি সমুদায় আত্মসাৎ করেন; না, প্রতিবেশিবর্গের বাটী বাটী বণ্টন করিয়া দেন? বণ্টন করিবার সময় তাঁহারা কি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কখন কখন স্ব স্ব ব্যয়ে ঐ দ্রব্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করেন না? এ গুলি কি লোভের কার্য্য?

ফলতঃ কুটুম্বকে ধনলুব্ধ জ্ঞান করা নীচাশয়তার চিহ্ন। কুটুম্বেরা তোমার খ্যাতি এবং গৌরব বৃদ্ধির লোভ করেন বটে, কিন্তু তোমার ধনের প্রতি তাঁহাদিগের লোভ নাই। কলিকাতা অঞ্চলের কোন কোন ব্যক্তি তত্ত্ব দেওয়া এবং তত্ত্ব লওয়ার প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বের দ্রব্যাদি বাজারে পাঠাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইঁহারা কুটুম্বতার যথার্থ ভাবটী বুঝেন না। আবার, কোন কোন পল্লীগ্রামবাসী কুটুম্ব দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তে তাহার মূল্য ধরিয়া টাকা পাঠাইয়া দেন। ইঁহারাও কুটুম্বতার যথার্থ প্রকৃতি বুঝেন না।

যাঁহারা কুটুম্বতার সুখভোগ এবং ঐ সম্বন্ধের শিক্ষা লাভ করিতে চান, আমি তাঁহাদিগকে একটী সামান্য পরামর্শ দিতেছি। যদি তোমার অর্থসংস্থান অধিক না থাকে, এবং মিতব্যয়িতা রক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তবে বার মাসে তের তত্ত্ব করিবার যে প্রথা আছে, তাহা পরিহার কর। বৎসরের মধ্যে যত বার তোমার সুবিধা হয়, তত বার

মাত্র তত্ত্ব কর। কিন্তু যখন করিবে তখন ভাল করিয়াই কর। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিলে দেখিতে পাইবে যে, কুটুম্বেরা সন্তুষ্ট থাকিবেন। আবার বলি—শত বার বলি—কুটুম্বকে অর্থলোভী জ্ঞান করিও না। তিনি তোমার গৌরবে আপনি গৌরান্বিত হইতে চাহেন, ইহাই মনে করিয়া সকল কাজ কর। এটী কুটুম্বের দোষ? না গুণ? যিনি দোষ মনে করেন, তিনি নিতান্ত কৃপণ,—তিনি টাকার পুঁটুলি গলায় বাঁধিয়া মরুন্। যিনি গুণ মনে করেন, তিনি কুটুম্বতা করিয়া বাহ্য সংসারের সহিত সম্পর্ক রাখিতে এবং সুসামাজিক হইতে শিখুন।

কুটুম্বতা হইতে অহঙ্কারপরিশূন্য বিনীত সামাজিক ব্যবহারের শিক্ষা লাভ হয়। যিনি কুটুম্বতার মূল প্রকৃতিটী না বুঝেন, তিনিই কুটুম্বের প্রতি সাহঙ্কার ব্যবহার করেন। দেখ, যাহা তুমি আমি এজ্মালিতে অধিকার করিয়া আছি, তাহা কদাপি পরস্পরকে দেখাইবার প্রয়োজন হয় না—যাহা এজ্মালির নয়, এমন বিষয়ই অন্যকে দেখাইবার প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং কিছু দেখাইতে গেলেই তাহা যে এজ্মালির নয় এই কথা প্রকারান্তরে বলা হয়। অতএব যদি কুটুম্বের নিকট সাহঙ্কার ব্যবহার করিলে, অর্থাৎ আপনার ধন, গৌরব, খ্যাতি, মহিমা, কুটুম্বকে দেখাইলে, তাহা হইলেই তাঁহাকে এক প্রকারে বলা হইল যে, যাহা দেখাইতেছি, তাহাতে তোমার অধিকার নাই—তাহা আমার নিজস্ব। এরূপ করিলেই কুটুম্বকে তাঁহার অধিকার হইতে ভ্রষ্ট করা হইল, এবং তাঁহার বিরাগের হেতু জন্মিল। কুটুম্ব তোমার গৌরবের অংশভাগী—তাঁহাকে তাঁহার অংশে বঞ্চিত করিতে নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে, যেমন এক পক্ষে কুটুম্বের সমীপে নীচ হইতে নাই, তেমনি পক্ষান্তরে কুটুম্বের নিকট অহঙ্কার করিতেও নাই। এইরূপ দুই দিক বজায় রাখিয়া চলিতে হয় বলিয়াই কুটুম্বতার ব্যবহার যত্নপূর্ব্বক শিখিতে হয়। কুটুম্বেরাই সুসামাজিক হইতে শিখান। নিজ পরিবার হইতে ঐ শিক্ষা লাভ হয় না। প্রণয়াস্পদ বন্ধুবর্গ হইতেও ঐ

শিক্ষালাভ হয় না। কুটুম্বেরা এরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়াই এত সমাদর এবং গৌরবের বস্তু।

কোন কোনে অশিক্ষিত দুর্ব্বলমনা ব্যক্তি কুটুম্বতার যথার্থ প্রকৃতি উপলব্ধি করিয়াও কুটুম্বতার ব্যবহারে প্রকৃত পথের অনুসরণ করিতে পারেন না। তাঁহারা কুটুম্বদিগের মধ্যে মনে মনে দুইটী দল করিয়া লন। ঐ দুই দলের মধ্যে এক দলের প্রতি সাহঙ্কার ব্যবহার করেন, অপরের নিকট বিনীত এবং বিনম্র থাকেন। ইহাঁদিগের চক্ষে কন্যাসম্প্রদাতা কুটুম্বগণ এক দলস্থ, আর কন্যাগ্রহীতা কুটুম্বগণ অপর দলসম্ভূক্ত। ইহাঁরা প্রথম দলের পীড়ন এবং দ্বিতীয় দলের খোসামোদ করেন। এরূপ করাতে যে সামাজিকতার কোন শিক্ষাই হয় না, প্রত্যুত স্বার্থপরতা এবং দুই চারিটী দুষ্প্রবৃত্তিরই প্রাবল্য হয়, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ব্যবহারের বিষময় ফল গৃহাভ্যন্তরেও ফলিত হইয়া উঠে—বধূ এবং কন্যাগণের মধ্যে পরস্পর প্রবলতর ঈর্ষ্যার সূত্রপাত হইয়া যায়।

গৃহকর্ত্রী যদি সুশীলা এবং বুদ্ধিমতী হয়েন, তাহা হইলে কুটুম্বদিগের মধ্যে ঐ প্রকার দলভেদ এবং কন্যা বধূদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ নিবারণ করিতে পারেন। তিনি কন্যার শ্বশুরের যে প্রকার সমাদর করেন, পুত্রের শ্বশুরেরও সেইরূপ করিয়া থাকেন। মনে কর কোন গৃহস্থের তিনটী কন্যার এবং একটী পুত্রের বিবাহ হইয়াছে; গৃহকর্ত্রী সুবোধ। তিনি আপন বৈবাহিক চতুষ্টয়ের এইরূপে নামকরণ করিলেন। বড় মেয়ের শ্বশুর বড় বেহাই, মেজো মেয়ের শ্বশুর মেজো বেহাই। কিন্তু পুত্রবধূটীর বয়স তাঁহার তৃতীয় কন্যার অপেক্ষা, অধিক, অতএব পুত্রবধূকে সেজ মেয়ের স্থানীয় করিয়া তাঁহার পিতাকে সেজ বেহাই করিলেন। ছোট মেয়ের শ্বশুর ছোট বেহাই রহিলেন। এই ক্ষুদ্র উপায়টী বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইল। পুত্রবধূর পিতা কন্যাদিগের শ্বশুর সম্প্রদায় মধ্যেই রহিলেন—ভিন্ন সম্প্রদায় দল হইয়া পড়িলেন

না। ঐ গৃহকর্ত্রী যখন কুটুম্বদিগের বাটীতে তত্ত্ব পাঠাইতেন, তখন কন্যাগণের বাটীতেও যেরূপ, পুত্রের শ্বশুরালয়েও অবিকল সেইরূপ পাঠাইতেন। তিনি কন্যাগুলির শ্বাশুড়ীদিগকেও পূজোপলক্ষে যেমন বস্ত্রাদি প্রদান করিতেন, পুত্রবধূর মাতাকেও সেইরূপ দিতেন। তিনি "বৌয়ের-বাপ" "বৌয়ের-মা," এই দুইটী কথা মুখে আনিতেন না। তাঁহাদিগের উল্লেখ করিতে হইলে 'সেজ বেহাই' 'সেজ বেহানী" বলিয়াই উল্লেখ করিতেন।

এইরূপ ছোট ছোট বিষয় লইয়াই গৃহস্থের সংসার ধর্ম্ম! এইরূপ ছোট ছোট কাজেই গার্হস্থ্যাশ্রমের শিক্ষা। যে ছোট কাজটীর উল্লেখ করিলাম, তাহার অভ্যন্তরে কতটা বিবেচনা, কতটা উদারতা আছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

দ্বাদশ প্রবন্ধ।

জ্ঞাতিত্ব।

জ্ঞাতি শব্দটী এক্ষণে অনেক স্থলে শত্রুবোধক হইয়াছে। অমুক আমার সহিত জ্ঞাতির ব্যবহার করিলেন, এ কথা বলিলে অমুক আমার প্রতি শত্রুর ব্যবহার করিলেন, ইহাই বুঝা যায়। কেহ কেহ পরিহাস পূর্ব্বক উদাহরণ দিয়াও বলেন, "দেখ, অনুজ সহোদর সর্ব্বাপেক্ষা নিকট জ্ঞাতি। কিন্তু উঁহার কার্য্য কি কি? উনি গর্ভস্থ হইয়াই জ্যেষ্ঠকে স্তন্যভ্রষ্ট করেন, ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মাতৃস্তন্য এবং মাতৃক্রোড় কাড়িয়া লন, অনন্তর পিতৃ-স্নেহেও ভাগ বসান এবং পরিশেষে পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশে বঞ্চিত করেন—এরূপ পরম শত্রু আর কে আছে?"

কিন্তু জ্ঞাতি শব্দ সর্ব্বকালই এরূপ ভাবার্থ প্রকাশ করিত না। যখন সমাজ বৃহদাকার ধারণ করে নাই, রাজতন্ত্রতা প্রকৃতরূপে সংস্থাপিত

হয় নাই, জনগণ স্ব স্ব গোত্রস্বামীর অধীন হইয়াই থাকিত, সেই সময়ে জ্ঞাতি ভিন্ন অপর কেহই সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন এবং মিত্রতার পাত্র হইতে পারিত না। তখন জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ, শুদ্ধ জন্মসম্বন্ধ বুঝাইত না। উহাতে প্রকৃত বন্ধুতা এবং মমতাই বুঝাইত।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে জ্ঞাতিগণ পরম বন্ধুই হইতে পারেন। জ্ঞাতিদিগের মধ্যে পরস্পর সমহৃদয়তার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। বংশমর্য্যাদার রক্ষা এবং সেই মর্য্যাদার সম্বর্দ্ধন জ্ঞাতিমাত্রেরই অভিপ্রেত। তুমিও যে পূর্ব্বপুরুষের সম্মান কর, যাঁহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিতে চাও, যাঁহাদিগের নাম করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান কর, তোমার জ্ঞাতিরাও সেই পূর্ব্বপুরুষের সম্মান এবং সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে চান, এবং তাঁহাদিগেরই নামে আপনারা পরিচিত হন।

যখন জ্ঞাতিদিগের মধ্যে সমহৃদয়তার এমন দেদীপ্যমান কারণ রহিয়াছে, তখন তাঁহাদিগকে লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে থাকা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইতে পারে না। স্বয়ং কিঞ্চিৎ অভিমানশূন্য হইতে হয়, পূর্ব্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হয় এবং জ্ঞাতিদিগের সহিত ব্যবহারকালে পূর্ব্বপুরুষের নজির উল্লেখ করিয়া কাজ করিতে হয়। এরূপ করিলে জ্ঞাতিদিগের অন্তঃকরণে প্রতিযোগিতা ভাবের উদ্রেক হয় না; তোমার সহিত তাঁহাদিগের যে প্রধান বিষয়টীতে একতা আছে, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ হইতে থাকে, এবং তুমি অনায়াসেই তাঁহাদিগের অনুরাগ এবং সহায়তা প্রাপ্ত হইতে পার। জ্ঞাতিদিগের সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে পূর্ব্বপুরুষদিগের চরিত পর্য্যালোচনা কর, এবং আপনার ক্রিয়া কলাপে তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারী করিয়া সেই পূর্ব্বপুরুষগণেরই পূজা করিতে থাক।

কালভেদে রীতি নীতি আচার ব্যবহার পূর্ব্বপুরুষদিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার হইতে ভিন্ন হইয়া গেলেও পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ না করা যথেষ্ট অনিষ্টের হেতু। স্বর্গীয় পিতৃপিতামহদিগকে

স্মরণ করিলে যদি আর কোন ফললাভ না হয়, তথাপি কেহই যে পৃথিবীতে চিরকালের নিমিত্ত থাকিতে আইসেন নাই, এ তথ্যটীও মনোমধ্যে উদিত হইবেই হইবে; এবং তাহা হইলেই যে, বহু স্থলে দুষ্প্রবৃত্তির বল খর্ব্ব হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় কি? ইতিবৃত্তে বলে, প্রাচীন মিশরীয়েরা অমিতাচার এবং অত্যাচার নিবারণ করিবার উদ্দেশে ভোজন-মন্দিরের মধ্যে এক একটী মনুষ্যকঙ্কাল সংস্থাপিত করিয়া রাখিত। সর্ব্বদা পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ করা যাঁহাদিগের অভ্যস্ত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মনোমন্দিরে যেন ঐরূপ কঙ্কালসমস্ত সংস্থাপিত থাকে; সুতরাং রিপুদমন অবশ্যই তাঁহাদিগের অভ্যস্ত হয়। পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ করায় কেবল মাত্র যে, সংসারের অনিত্যতা এবং জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রতীয়মান হয়, এমত নহে। পূর্ব্বপুরুষেরা প্রগাঢ় ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং প্রীতির পাত্র-রূপেই সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। পূর্ব্বপুরুষেরাই মূর্ত্তিমান দেবতা। অন্যের চক্ষে যিনি যেমন লোক হউন, নিজের বংশধরদিগের চক্ষে বোধ হয় কেহই নিতান্ত মন্দ লোক হইতে পারেন না। একটী উদারণ দ্বারা এই কথা সপ্রমাণ করিতেছি।

ঠগি-উপদ্রব-নিবারক সুপ্রসিদ্ধ কর্ণেল শ্লিমান সাহেব ঝব্বলপুর নগরে একটী শিল্প-বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া তথায় কতকগুলি ঠগ্ এবং তাহাদিগের অপত্যবর্গের শিক্ষার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছিলেন। কোন ঠগ্ এবং তাহার পুত্র ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া উভয়েই বিলক্ষণ সচ্চরিত্র এবং কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিয়াছিল। কিছু দিন পরে ঐ ঠগের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র পিতৃবিয়োগে অধীর হইল। বিদ্যালয়ের সম্পাদক কাপ্তেন্ ব্রোন্ সাহেব সান্ত্বনা করিবার নিমিত্তই হউক, আর যে জন্যই হউক, তাহাকে বলিলেন—"তোমার পিতা ঠগ ছিল—কত নরহত্যা করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই—তাহার মৃত্যুতে এত শোক করা অনুচিত।" পুত্র উত্তর করিল, "আমার পিতা ঠগ ছিলেন, এবং নরহত্যাও করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু যখন ঠগ হওয়া এবং নরহত্যা করা

মন্দ কর্ম্ম বলিয়া জানিতেন না, তখন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ঐ সকল কার্য্যে দেবীর আদেশ আছে। কোম্পানি বাহাদুরের একবাল্ (শুভাদৃষ্ট) তখন দেবীকে পরাস্ত করে নাই। কিন্তু তাঁহার সাহস, বীরতা, ধীরতা এবং অধ্যবসায় কেমন ছিল, তাঁহা ত আপনি জানেন।" ঠগও মরিয়া তাহার পুত্রের হৃদয়ে দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। যে মরে, সেই স্বর্গীয় হয়। অতএব যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের স্মরণ করেন, দেবতাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাঁহাদিগের মনও পবিত্র হইতে থাকে।

জ্ঞাতিবর্গের সংসর্গ পূর্ব্বপুরুষরূপ দেবতাদিগের পূজার উত্তেজক। অতএব যখন তাঁহাদিগের কাহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইবে, তখনই ঐ পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। পূজাকালে অহঙ্কার, ঈর্ষা, বিদ্বেষাদি দুষ্টভাব অবশ্য পরিহার্য্য। পূজার অবসানে পূজার শুভফল আনন্দ এবং প্রীতিলাভ অবশ্যই হইবে।

কিন্তু এমন পরম ধর্ম্মের সাধক—মানস পূজার প্রবর্ত্তক—যে জ্ঞাতি-সংসর্গ, তাহা বহু স্থলেই আমাদিগের বিবেচনার দোষে পারমার্থিক শুভসাধক হইতে পায় না। জ্ঞাতিদিগের সহিত আমাদিগের ইহ-লৌকিক স্বার্থ-সম্বন্ধ থাকে। ঐ সম্বন্ধটী পূর্ব্ব হইতেই ছাড়াইয়া রাখা উচিত। পূর্ব্ব হইতে না ছাড়াইলে, ঐ স্বার্থ ক্রমে ক্রমে অতি প্রবল-রূপ ধারণ করে; এমন কি, উহার চরিতার্থতা অবশ্য করণীয় বলিয়াই গণ্য হয়। তাহা হইলেই জ্ঞাতিবিরোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং সমস্ত পারমার্থিক প্রবৃত্তিকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। তুমি এবং তোমার অনুজ উভয়ে এক পিতৃ মাতৃরূপ দেবদেবীর উপাসক। দুই জনে নিভৃতে বসিয়া বাপ মায়ের কথা কও—কি পবিত্রতা উপলব্ধ হইবে! কত আনন্দাশ্রু বিগলিত হইবে! তাঁহাদিগের ইহলৌকিক লীলা সমস্ত স্মরণ করিতে করিতে তোমাদিগের চরিত্র কেমন অপূর্ব্ব নির্ম্মলভাব ধারণ করিবে! কিন্তু তোমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি অবিভক্ত রহিয়াছে, এখন কোন দোষ দেখিতেছ না। দুই ভ্রাতায় খুব মিল—হরিহর-আত্মা।

কিন্তু অল্পকালেই দেখিতে পাইবে, ঐ ইহলৌকিক স্বার্থসম্বন্ধ নিবন্ধন তোমাদিগের পারমার্থিক সম্বন্ধের ব্যাঘাত জন্মিবে—প্রথমতঃ পিতৃ-মাতৃপূজায় অনাস্থা হইবে, অনন্তর কেহ কাহাকেও আর মনের কথা বলিতে পারিবে না—এবং পরিশেষে হয় ত উভয়কেই রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে।

অতএব কদাচিৎ জ্ঞাতির সহিত পৈতৃক অর্থসংস্রব রাখিও না। এখনই দুই ভাই মিলিয়া পৈতৃক বিষয় বিভাগ করিয়া লও। দেশাচার ঐরূপ কাটা-ছেঁড়া ব্যবহারের বিরুদ্ধ বটে। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে শাস্ত্রে স্পষ্ট উপদেশই আছে। দায়ভাগকার তাদৃশ বিভাগের যথেষ্ট প্রশংসাও করিয়াছেন। অতএব শাস্ত্র রক্ষা কর—পরিণামদর্শী হও—পূর্ব্বপুরুষপূজারূপ মহৎ ধর্ম্মের পথে কণ্টক রাখিও না। চক্ষুলজ্জা ত্যাগ কর—জ্ঞাতিত্বের শুভফলের আকাঙ্ক্ষী হও।

জ্ঞাতির সহিত পৈতৃক অর্থসম্বন্ধশূন্য হইতে হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া জ্ঞাতি প্রতিপালনে কোনরূপেই পরাঙ্মুখ হওয়া হইবে না। জ্ঞাতির মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী, তিনি আপনাকে গোত্রস্বামীর স্থানীয় জ্ঞান করিবেন। গোত্রস্বামী গোত্রের রাজা—কর গ্রহণ করিবার রাজা নন, প্রজাপালক রাজা। তিনি গোত্রস্থ সকলের সুখ সচ্ছন্দতা সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। কাহার কি জন্য অসুখ হইতেছে দেখিবেন, এবং সাধ্যানুসারে প্রতিবিধানের চেষ্টা করিবেন। গোত্রের কোন ব্যক্তি নীচ, অবমানিত বা অক্ষম হইলে গোত্রস্বামীর গায়ে লাগে। জ্ঞাতির প্রধান যে ব্যক্তি, তাঁহারও জ্ঞাতি-দিগের ঐরূপ অবস্থা গায়ে লাগা আবশ্যক।

একধর্ম্মাবলম্বী জনগণ সর্ব্ব দেশেই সর্ব্বকালেই পরস্পর সহায়তা এবং উপকার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। খৃষ্টানেরা খৃষ্টানের, মুসল-মানেরা মুসলমানের, এবং জৈনেরা জৈনের উপকারে সমধিক রত হয়। যদি এইরূপ এক ধর্ম্মাবলম্বন পরস্পর উপচিকীর্ষার হেতু হয়, তবে

এক পূর্ব্বপুরুষের উপাসক জ্ঞাতিগণ কি জন্য পরস্পর উপকারের প্রার্থী না হইবেন?

জ্ঞাতিবিরোধ, স্ত্রীলোকদিগের কুমন্ত্রণা হইতে জন্মে, এই যে একটী প্রবাদ আছে, তাহা অমূলক নয়। স্ত্রীলোকেরা যেমন সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামী ও পুত্রের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা দেবর দেবরপুত্র প্রভৃতির মঙ্গলকামনা তেমন সর্ব্বান্তঃকরণে করিতে পারেন না। সুতরাং যদি শ্বশুর অথবা স্বামী, জ্ঞাতিবর্গ হইতে আপনাদিগের স্বার্থ বিচ্ছিন্ন না করিয়া সকলকে জড়াইয়া রাখেন, তাহা হইলেই স্ত্রীলোকদিগের মুখে বিরক্তি এবং অসন্তোষ প্রকাশ পাইতে থাকে। কিন্তু জ্ঞাতিদিগের হইতে পৈতৃক অর্থ সম্বন্ধ ছাড়াইয়া ফেল—দেখিবে, তোমার সহধর্ম্মিণী কখন জ্ঞাতি-পালনে অথবা জ্ঞাতির সমাদরে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

ত্রয়োদশপ্রবন্ধ।

কৃত্রিম স্বজনতা।

স্বজন অর্থে আপনার মানুষ। আপনার মানুষ নানাপ্রকারে হয়। কেহ জ্ঞাতি, কেহ কুটুম্ব, কেহ বা মিত্র। জ্ঞাতি ও কুটুম্বের মধ্যে প্রভেদ করিবার নিয়ম আছে। যথা কেহ নিকট-জ্ঞাতি, কেহ বা দূর-জ্ঞাতি; কেহ নিকট-কুটুম্ব, কেহ বা দূর-কুটুম্ব। অশৌচ অথবা পিণ্ড সম্বন্ধের উপর জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের নৈকট্য দূরত্ব নির্ভর করিয়া থাকে। সে সকল কথা শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সে বিষয়ে আমার কোন কথা

বক্তব্য নাই। জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে নৈকট্য দূরত্ব বিচারের একটী অতি সহজ উপায় আছে। তোমার সহিত সম্বন্ধাধীন যাঁহার স্বতন্ত্র রূঢ় আখ্যা হয়, তিনিই তোমার নিকট-জ্ঞাতি বা নিকট কুটুম্ব;—যাঁহার যোগ্য-রূঢ় আখ্যা হয়, তিনি তদপেক্ষা দূর, এবং যাঁহার স্বতন্ত্র আখ্যা না হয়, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দূরজ্ঞাতি বা কুটুম্ব। ভ্রাতা, ভগিনী, খুড়া, জ্যেঠা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তোমার নিকট জ্ঞাতি। তোমার সহিত সম্বন্ধাধীন তাঁহাদিগের তাদৃশ রূঢ় আখ্যা হইয়াছে। ভাইপো, ভাইঝী, খুড়তুতাভাই, জেঠতুতাভাই, ইহাঁদিগের আখ্যা যোগ-রূঢ়—ইহাঁদিগের জ্ঞাতিত্ব দূরতর। জামাই, বেহাই, শ্যালক, শ্বশুর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তোমার নিকট-কুটুম্ব। ইহাঁদিগের ভিন্ন ভিন্ন রূঢ় আখ্যা তোমার সহিত সম্বন্ধজাত। বেহাই-পো, শ্যাল-পো, শ্যালজায়া প্রভৃতি যোগরূঢ় শব্দ দূরতর কুটুম্বতাবাচক। আমি যখন জ্ঞাতি অথবা কুটুম্বের উল্লেখ করিব, তখন নিকট জ্ঞাতি কিম্বা নিকট কুটুম্বের কথাই বলিতেছি, বুঝিতে হইবে।

এই প্রবন্ধে জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতি স্বজন সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে; এক প্রকার কৃত্রিম বা পাতান স্বজনতা আছে, আমি তাহারই বিষয়ে কিছু বলিব, মনে করিয়াছি।

স্ত্রীলোকেরা সম্বন্ধ পাতাইতে বিশেষ পটু বলিয়া বোধ হয়। 'সই' 'মকর' 'মিতিন' 'গঙ্গাজল' 'গোলাপফুল' 'বেগুনফুল' 'চোঁপারফুল' এবং (আজি কালি কলিকাতা অঞ্চলে) 'লাবেণ্ডার' 'পোমেটম্' প্রভৃতি অসংখ্য বিচিত্র নাম সকলই উহার প্রমাণ। সম্বন্ধ পাতাইবার প্রবৃত্তি স্ত্রীলোকদিগের যৌবনাবস্থায় অধিক থাকে; বয়সের আধিক্য হইলেও ঐ প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ উপশম হয় না। তখন 'মা' 'ঝী' 'বৌ' 'বেটা' পাতান হইয়া থাকে। পাতান সম্বন্ধের দরুণ যাতায়াত, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ, তত্ত্ব দেওয়া ও লওয়া চলে, এবং গৃহস্থালীর কার্য্য বহুমুখ এবং সুবিস্তৃত হইয়া উঠে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এই কার্য্যটী পুরুষদিগের অশ্রদ্ধেয়। তাঁহারা ইহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং কখন কখন বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু পাতান সম্বন্ধ কি জন্য এত অশ্রদ্ধেয় এবং বিরক্তিকর এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় কেহই তাহার সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন না।

বাস্তবিক, পাতান সম্বন্ধের প্রতি বিরক্ত হইবার প্রকৃত কারণ কিছুই নাই। পৃথিবীতে কেহই চিরকাল থাকিতে আইসে না। দিন কয়েক মাত্র এখানকার আমোদ প্রমোদ—এবং সেই আমোদ প্রমোদও অপর পাঁচ জনকে লইয়া করিতে হয়। আপনি খাইলে পরিলেই কিছু সুখ হয় না; পাঁচ জনকে খাওইয়া পরাইয়াই সুখ; যখন আমরা এরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তখন যে কোন প্রণালীতেই হউক, সংসারে থাকিয়া যত অধিক সংখ্যক লোকের সহিত সম্পর্ক হয়, ততই ভাল বলিতে হইবে। অনুদার লঘুচিত্তেরাই নিতান্ত আপনার এবং পর ভাবিয়া চলে। তাহাদিগের মন ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আপনার বলিয়া দেখিতে পায় না। পরকে আপনার করাই প্রকৃত কাজ। ভাবিয়া দেখিলে, 'নাহং'কে 'অহং' করা বই পৃথিবীতে আর কাজই নাই। কিছু দেখিবে, কিছু শুনিবে, কিছু বুঝিবে, কিছু বলিবে, কিছু করিবে, যতই বল, যাহা তোমার নিজস্ব ছিল না, তাহাকে নিজস্ব করিয়া লওয়া উহার তাৎপর্য্য। জ্ঞাতি কুটুম্বেরা ত আপনার হইয়াই আছেন, যাঁহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই—তাঁহাদিগকে আপনার করিবার নিমিত্তই সম্বন্ধ পাতাইবার ব্যবস্থা।

পুরুষেরা যে কারণে প্রণোদিত হইয়া যে প্রণালীতে পরস্পর বন্ধুতা করেন, স্ত্রীলোকেরাও অবিকল সেই কারণে উত্তেজিত হইয়া সেই প্রণালীতে সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকেন। বিশেষ এই, পুরুষদিগের মধ্যে বন্ধুতাভাবের বিশেষ বিশেষ নামকরণ তত অধিক হয় না, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে

হয়। ইহার মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমতঃ জানিতে হইবে যে, কিছুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় পুরুষদিগের মধ্যেও বন্ধুতার অনেকরূপ নামকরণ হইত। এখনও দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই। লেখকের পিতৃ-পর্য্যায়স্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে 'মিতা' 'সঙাৎ' 'বন্ধু' 'ভাই' পাতাইবার প্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। রাজস্থান প্রদেশের 'রাখী-বন্ধ-ভাই' সহোদর ভাই অপেক্ষাও সমধিক সমাদরের বস্তু। জৈন মতাবলম্বী ওসোয়ালেরা অনেকেই 'ভাই' পাতাইয়া বহুসংখ্য অজ্ঞাত-কুলশীল নিরন্ন ব্যক্তিকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে সর্ব্বদেশেই সম্পর্ক পাতাইবার ব্যবস্থা স্ত্রী পুরুষ উভয়জাতি-সাধারণ ছিল। বৈবাহিক আচার তাহার স্পষ্টপ্রমাণ প্রদান করিতেছে। আমাদিগের বৈবাহিক ব্যবহারে যে 'মিতবর' এবং 'মিত কন্যার' সমাবেশ দেখা যায়, তাহা বরের মিতা বা মিত্র এবং কন্যার মিতিন বা মিত্রিণীকে বুঝায়। ইংরাজদিগের মধ্যেও 'ব্রাইডসম্যান্‌' এবং ব্রাইডসমেড্‌—বর কন্যার স্বজন স্বজনীর স্থানীয় হইয়া আছে। ফলতঃ সম্বন্ধ পাতান ব্যাপারটী মনুষ্যস্বভাব-সুলভ প্রণয়-প্রবৃত্তির স্বতঃসিদ্ধকার্য্য—উদারতাসাধনের প্রথম সোপান এবং ইচ্ছা-শক্তির স্বাধীনতার পরিচায়ক।

তবে এই প্রথাটী কখন সবল, কখন দুর্ব্বল, পুরুষদিগের মধ্যে অল্প স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিক, কোন দেশে প্রচলিত, কোথাও বা লুপ্তপ্রায় এরূপ হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি আর একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল যে পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, তাহা ত মনুষ্যজাতি-সাধারণ, তবে দেশভেদে, সময়ভেদে, জাতিভেদে, ধর্ম্মজ্ঞানের ইতর বিশেষ হয় কেন? জড়োপাসনা, পৌত্তলিকতা, আত্মোপাসনা প্রভৃতি উপাসনাতে ভেদ জন্মে কেন?—ধর্ম্ম এবং প্রণয়-প্রণালী গঙ্গা যমুনার ন্যায় একই মূল হইতে উৎপন্ন, এক অভিমুখে এক উদ্দেশেই প্রধাবিত, এবং পরিণামে এক হইয়াই চলে। ধর্ম্মোন্নতির সোপানে যেটী পৌত্ত-

লিকতার অবস্থা, প্রণয়োন্নতির সোপানে সম্বন্ধ পাতানটী তাহার অনুরূপ অবস্থা।

সামাজিক উন্নতির সহিতও ধর্ম্ম এবং প্রণয়োন্নতির একটী গূঢ় সম্বন্ধ আছে। যত দিন মনুষ্য-সমাজ এক একটী গোত্র অর্থাৎ মিলিতপরিবারের আকার ধারণ করিয়া থাকে, তত দিন ধর্ম্মসম্বন্ধে জড় পদার্থ বিশেষের উপাসনা প্রবল হয়, এবং প্রণয়প্রণালী জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের মধ্যেই একান্ত সম্বদ্ধ থাকে। অনন্তর; সমাজ বহু গোত্র সমষ্টি দ্বারা বর্দ্ধিত হইলে ধর্ম্ম-প্রণালী পৌত্তলিকতার আকার গ্রহণ করে, এবং প্রণয়প্রবৃত্তি কৃত্রিম-স্বজনতা সংগঠনে নিযুক্ত হয়। পরিশেষে সমাজের জটিলতা ও বিপুলতা সমুদ্ভূত হইলে ধর্ম্ম অনাম্য একেশ্বরবাদরূপে প্রতীয়মান এবং প্রণয়বৃত্তি আখ্যানশূন্য বন্ধুতাতে চরিতার্থ হইতে থাকে। মনুষ্য সমাজ আরও জটিল এবং রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীময় সাধারণ তন্ত্রতা এবং প্রজাতন্ত্রতা প্রচলিত হইলে, রাজব্যবস্থা রাজার মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে কার্য্যকারিণী হইলে, ধর্ম্ম-প্রণালী কিরূপ রূপ ধারণ করিবে, প্রণয় প্রবৃত্তিই বা কি প্রকারে চরিতর্থি হইবার চেষ্টা পাইবে, তাহা মনে মনে চিন্তনীয়—কথায় ব্যক্ত করিবার নয়।

এতদ্দেশে স্ত্রীলোকদিগের সমাজ এখনও ক্ষুদ্রাকার। এত ক্ষুদ্রাকার যে, অনেক স্থলেই তাঁহারা স্বসম্পৃক্ত ভিন্ন অপর কাহার মুখদর্শন করিতে পান না। যে খানে তাঁহাদিগের সমাজ ঐ অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে, যে খানে অপরাপর পরিবারের সহিত তাঁহাদিগের সন্দর্শন এবং সাহচর্য্য জন্মিয়াছে—সেই স্থলেই কৃত্রিম-স্বজনতার উদ্যম হইয়াছে। কিন্তু সম্বন্ধ পাতানটী প্রণয়োন্নতির লক্ষণ—প্রণয়োন্নতির চরম ফল নয়। সেইরূপ পৌত্তলিকতা ও ধর্ম্মোন্নতির লক্ষণ—তাহার চরম ফল নয়। কোন অবস্থার সহিত তুলনায় পৌত্তলিকতা অপকৃষ্ট, আবার কোন অবস্থার সহিত তুলনায় উহা উৎকৃষ্ট। সম্বন্ধ পাতান ব্যাপারটীও সেই প্রকার কোন অবস্থায় অপকৃষ্ট; এবং কোন অবস্থায় উৎকৃষ্ট। ইহা এক পক্ষে আদরণীয় এবং পক্ষান্তরে অবজ্ঞেয়।

কিন্তু কৃত্রিম-স্বজনতা শ্রদ্ধেয়ই হউক, আর অশ্রদ্ধেয়ই হউক, উহার অবলম্বনে সংসারাশ্রমী মনুষ্যের যে একটী উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি তোমার পরিবার মধ্যে উহার সূত্রপাত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয় জানিবে যে, উহা আর তোমার অশ্রদ্ধার বিষয় হইতে পারে না। তখন যাহাতে ঐ ব্যাপারের শুভ ফল সমস্ত ফলে, তজ্জন্য যত্নবান হওয়া তোমার কর্ত্তব্য। যেরূপে প্রণয়টী বলবৎ হয়, তাহার উপায় কর। তোমার স্ত্রীর "মকর" "মিতিন" প্রভৃতিকে আপনি 'মকর' 'মিতিন' প্রভৃতি যথাযোগ্য নামে সম্বোধন কর; সম্ভবমত তাঁহাদিগের সুখ দুঃখের অভিভাবক হও; তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততির পীড়াদিতে কাতরতা অনুভব কর; সময়ে সময়ে এমন কি, তোমার স্ত্রী না বলিতে বলিতে তাঁহার স্বজনীদিগের তত্ত্ব করিতে বল। কৃত্রিম স্বজনদিগের তত্ত্ব করা অতি সহজ ব্যাপার। উহাঁদিগের সহিত প্রণয়ের সম্বন্ধ—মান সম্ভ্রম বংশমর্য্যাদার সম্বন্ধ নয়। তোমার যেমন ইচ্ছা—যেমন সুবিধা—উহাদিগকে তেমনি তত্ত্ব করিতে পার। ইহাঁরা তোমার স্থানে কেবল মাত্র স্মরণের প্রার্থী। অতএব কোটা মাছ দিয়াও উহাদিগের তত্ত্ব হইতে পারে। তত্ত্বের সামগ্রী তাঁহারা অপর কাহাকে দেখাইতে অধিকারী নহেন। আপনারা ভোগ করিতে পারেন, এবং তাহাই করিয়া থাকেন। কৃত্রিম স্বজনবর্গকে ক্রিয়া-কাণ্ডের উপলক্ষে আহ্বান না করিলেও ক্ষতি নাই। যদি আহ্বান কর, তাঁহাদিগের হস্তে কোন কার্য্যের ভার দিও না। কার্য্যের ভার দিলে প্রায়ই জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের সহিত তাঁহাদিগের মনোমালিন্য এবং মতান্তর হইয়া কষ্টের কারণ হইবে। কিন্তু প্রীতি-ভোজে কৃত্রিম স্বজনগণকে আহ্বান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং তাদৃশ স্থলে তাঁহারাই সর্ব্বময় কর্ত্তা।

কৃত্রিম-স্বজনদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে ভোজাদির উপলক্ষ ব্যতিরেকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আনা অসঙ্গত নয়। অসঙ্গত নয় কি? তাহাই ভাল। আপনারা তাহ যেমন শাক অন্ন খাও, ইহাঁদিগকে লইয়া তাহাই

খাওয়াইবে, তাহাতে মানাপমান নাই। কেবল একত্র ভোজন, একত্র অবস্থান প্রীতিপাত্রদিগের পক্ষে যথেষ্ট। কৃত্রিম-স্বজনতায় কুটুম্বতার ব্যবহার একান্ত পরিবর্জনীয়। ওস্থলে কুটুম্বতা করিতে গেলেই দোষ জন্মে; স্বজনতার শুভ ফল যে প্রণয়বৃদ্ধি, তাহা না হইয়া ঈর্ষ্যা, প্রতিযোগিতা, অভিমানাদি সমুৎপন্ন হয়; এবং গৃহকার্য্যের যৎপরোনাস্তি অসুবিধা হইয়া উঠে।

স্ত্রীলোকদিগের হইতেই কৃত্রিম-স্বজনতা অধিক পরিমাণে জন্মে। কিন্তু তাঁহারা অনেকেই এই সম্বন্ধের প্রকৃত অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া প্রায়ই কুটুম্বতার সহিত ইহাকে এক করিয়া ফেলেন। পুরুষদিগের কর্ত্তব্য এমন স্থলে অশ্রদ্ধাখ্যাপন অথবা ঔদাসীন্য অবলম্বন না করিয়া স্ব স্ব গৃহিণীকে প্রকৃতপথবর্ত্তিনী করিয়া দেন। সেটী করাও বড় কঠিন কাজ নয়। তোমার বন্ধু আছেন?—হঠাৎ এক দিন প্রাতঃকালে বল, তাঁহাকে লইয়া একত্র ভোজন করিবে। ভোজনের নিমিত্ত কোন বিশেষ উদ্যোগ করাও নিষেধ কর। আর এক দিন তোমার বন্ধু তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন; ভোজনের সময় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ভোজন করিতে বইস। "উদ্যোগ কিছুই হয় নাই।" "নাই হইয়াছে?" আপনি বিবেচনা পূর্ব্বক এইরূপ ব্যবহার করিলে তোমার স্ত্রীও তাঁহার 'মকর' 'মিতিন' লইয়া ঐরূপ ব্যবহার করিতে শিখিবেন। "কৈ তোমার দিদিকে আনিতে লোক পাঠাইলে—কিন্তু তোমার 'মকরের' নিমন্ত্রণ করিলে না?" * * * "ছেলের বে, পৈতে, অন্নপ্রাশন, ঠাকুর ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ, এ সকল কাজে আমি মকরকে আনিতে ভাল বাসিনা। তুমি যখন ওবাসে বাটী হইতে আসিবে, তখন মকরকে আনিয়া দশ দিন রাখিব, মনে করিয়াছি।" যে স্ত্রীলোক ঐ প্রশ্নের এই উত্তর দিয়াছিলেন, তিনি কৃত্রিম স্বজনতা সম্বন্ধে যাহা মনে করা উচিত, তাহাই মনে করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ প্রবন্ধ।

অতিথি-সেবা।

"এক কপর্দ্দক হাতে না করিয়াও ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারা যায়।" এই জনপ্রবাদে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতাম।—করিতাম বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বে এ দেশে আতিথ্য সৎকারের প্রথা যে প্রকার বলবতী ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা ক্রমশঃ হীনবল হইতেছে। পূর্ব্বে কোন গৃহস্থের বাটীতে একটী অতিথি আসিলে অতিথির প্রত্যাখ্যান ত প্রায়ই হইত না—বাটীতে যেন একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। গৃহস্বামী নম্রতা এবং ধীরতা অবলম্বন পূর্ব্বক আগন্তুকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন; গৃহপ্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন—কি স্বপাকে খাইবেন? অতি সঙ্কুচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন; গৃহ-প্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন শুনিলে যেন কৃতার্থ হইতেন, এবং স্বপাকে খাইবেন শুনিলে বিশিষ্টরূপ শুচি হইয়া আয়োজন করিয়া দিবার নিমিত্ত লোক জনকে আদেশ প্রদান করিতেন। কোন কোন ঘরে তাদৃশ অতিথির ভোজন সমাপন—অন্ততঃ ভোজনার্থ উপবেশন—পর্য্যন্ত আপনারা কেহ জলগ্রহণ করিতেন না।

আজি কালি আর ওরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন স্বপাকে ভোজী অতিথি, সহরের কথা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রামেও বড় একটা সমাদর প্রাপ্ত হয়েন না। আর যাঁহারা গৃহস্থের বাটীতে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতে সম্মত, তাঁহারাও অসময়ে আসিলে গৃহস্থের বিরক্তিকর হইয়া পড়েন। গৃহস্থ তাদৃশ স্থলে বিরক্তি-সংগোপনে তৎপর হয়েন বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন স্থলে—নিকটে দোকান

—সরাই—সদাব্রত অথবা হোটেল আছে, ইঙ্গিত ক্রমে এরূপও বলা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ভাল লোক আর প্রায়ই অতিথি হইয়া কোন গৃহস্থের দ্বারস্থ হইতে সম্মত হয়েন না। এখনকার অতিথির মধ্য অধিকাংশ লোকেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলনিবাসী সন্ন্যাসী বা সাধু; ইহারা সদাব্রতে পেট টালিয়া, এবং গাঁজা খাইয়া বেড়ায়; ফল কথা, প্রকৃতরূপ অতিথি-সৎকার কালক্রমে যে উঠিয়া যাইবে, তাহার উপক্রম দেখা দিয়াছে। যত দিন একান্নবর্ত্তিতা থাকিবে, যত দিন উদর অথবা স্বাচ্ছন্দ্য চিন্তার উদ্বেগে এ দেশের লোকেরাও ইউরোপীয়দিগের ন্যায় উদ্বেজিত হইয়া না উঠিবে, তত দিন আতিথ্য ব্যাপার একেবারে লোপ পাইবে না। কিন্তু ইউরোপীয় প্রণালীর সভ্যতা বৃদ্ধির সহকারে যতই এ দেশের লোকেরা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবে; এবং পরস্পর অথবা আগন্তুক অপর ব্যক্তিদিগের প্রতিযোগিতায় একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আর হাঁপ ছাড়িবার অবসর পাইবে না, ততই ইউরোপের ন্যায় এতদ্দেশেও আতিথ্যধর্ম্মের হ্রাস হইয়া যাইবে।

কিন্তু এখনও সে দিন উপস্থিত হয় নাই—এখনও অতিথির সৎকার করা গৃহস্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে ধরা যায়—এখনও আমরা এই ধর্ম্মপালনের ফলভাগী হইতে পারি।

আমি এস্থলে যে প্রকার অতিথিসৎকারের কথা মনে করিতেছি, সে প্রকার অতিথি সচরাচর জুটে না। তিনি কোন পরিচিত বা ক্রিয়ার উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নহেন। তিনি কোন ভদ্রলোক—কার্য্যগতিকে অসময়ে তোমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মনে কর—বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার স্নান ভোজন হয় নাই। তুমি কিরূপে তাঁহার সমাদর এবং অভ্যর্থনা করিবে? আমার বিবেচনায় তোমার কর্ত্তব্য যে, যথেষ্ট সত্বরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার স্নান ভোজনের যোগাড় করিয়া দাও—ভাল করিয়া পাঁচটা ব্যঞ্জন দিয়া খাওয়াইবার উদ্দেশে বিলম্ব করিও না। নিজে স্বহস্তে

তাঁহার জন্য কোন যোগাড় করিও। সকল কাজ চাকর চাকরাণীর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইও না। দুগ্ধপোষ্য শিশু ভিন্ন বাটীর অপর সকলের নিমিত্ত যে দুগ্ধ থাকে, তাহার কিছু কিছু লইয়া অতিথিকে দাও; অর্থাৎ যাহারা বুঝিতে পারিবার বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা যেন সকলেই বুঝিতে পারে যে, অতিথির জন্য তাহাদিগের খাবার সামগ্রী কিছু কিছু কম হইয়া গিয়াছে। অতিথির নিকট আপনার ঐশ্বর্য্য অথবা জাঁক দেখাইবার নিমিত্ত কোন আড়ম্বর করিও না, কিন্তু যে দিন বাটীতে অতিথি আসিয়াছেন, সে দিন বাটীর অপর সকলের অপেক্ষা যেন অতিথির খাওয়াটা ভাল হয়, অবশ্য এরূপ চেষ্টা করিও। যদি অতিথির সৎকার করায় বাটীর কর্ত্তা, গৃহিণী এবং বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগের কোন উপভোগের কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়, তবে অতিথি সৎকারে সমগ্র ফল লাভ হয় না। কিন্তু যেখানে কাহার উপভোগের ত্রুটি না হইয়া অতিথির সম্যক্ সৎকার হয়, সে বটীতে মিতব্যয়িতার নিয়মগুলিও যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয় না, এমন বলা যাইতে পারে।

অতিথির সহিত আলাপে তাঁহার পরিচয় বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিও না। নিজের বিদেশ পর্য্যটন যদি কিছু হইয়া থাকে, সেই বিষয়েই কথা কহিতে পারিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ যদি স্বয়ং কখন অতিথি হইয়া উত্তম সৎকার লাভ করিয়া থাক, তবে সেই কথা কহিও; উহা অতিথির বিশিষ্টরূপে হৃদয়গ্রাহিণী হইবে।

কখন কখন এমন সকল লোককে অতিথি হইতে হয়, যাহারা স্থানমাত্রের অথবা দ্রব্যবিশেষের প্রার্থী হইয়া থাকেন। আমাদিগের প্রাচীন রীতির প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধে অসমর্থ কোন কোন ব্যক্তি তাদৃশ অতিথির প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, যদি আমার দ্রব্যই খাবেন না, তবে শুদ্ধ জায়গা দিব কেন?—অথবা যদি সিধাই লইবেন না, তবে একটু দুগ্ধ কিম্বা মৎস্য দিয়া কি হইবে?—এই সকল লোক আতিথ্য-সম্পাদনে যে পুণ্য লাভ হয়,

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই পুণ্যের প্রতি একান্ত লুব্ধ। কিন্তু লোভ মহাপাপ--পুণ্যের প্রতি যে লোভ, তাহাও পাপ। অতএব ঐ পুণ্যের লোভও পরিত্যাগ করা আবশ্যক। যাহার যেটী প্রয়োজন, তাহাকে তাহাই দিবার চেষ্টা পাইবে। তোমার ঘরে বসিয়া অতিথি আপনার দ্রব্য খাইবেন, ইহাতে লজ্জা বোধ করা রাজস প্রকৃতির লক্ষণ—বিশুদ্ধ সাত্বিক স্বভাবের লক্ষণ নয়।

তবে একটী কথা আছে। ওরূপ অতিথির নিকট স্বয়ং থাকিয়া আলাপ পরিচয় করিবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। তাঁহার জন্য স্বহস্তে কোন যোগাড় করিয়া দিবারও প্রয়োজন নাই।—তাঁহার পরিচর্য্যায় দাস দাসীর নিয়োগ করিয়া তাহাদিগকে অতিথির আজ্ঞা সকল সত্বরে পালন করিবার আদেশ করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়।

গৃহস্থের অবশ্য প্রতিপাল্য দানধর্ম্ম সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথাবলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। মুষ্টিভিক্ষা দান অতি সৎকার্য্য বলিয়াই আমার বোধহয়। ভিখারীর শরীর সবল এবং কর্ম্মক্ষম, অতএব তাহার ভিক্ষা করা উচিত নয়, তাহার খেটে খাওয়াই উচিত—এ সকল বিচার গৃহস্থকে করিতে হইবে না। উহা সমাজের বিচার্য্য বিষয়। তোমার দ্বারে যে ভিখারী আসিল তুমি তাহার প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া এবং চাকর চাকরাণী কাহাকেও কটুভাষা কহিতে না দিয়া এক মুষ্টি ভিক্ষা দাও, সে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাউক। ঐ ভিক্ষা-দান কার্য্যটী বাটীর শিশুদিগের হাত দিয়া করানই ভাল। মুষ্টিভিক্ষা ভিন্ন আরও নানা প্রকার চাঁদায় গৃহস্থকে অর্থদান করিতে হয়। বিদ্যালয়ের জন্য, পুস্তকালয়ের জন্য, ডাক্তারখানার জন্য, বাপ মা মরাদায়ের জন্য, বারোএয়ারির জন্য, দুর্ভিক্ষ পীড়ানিবারণের, জন্য গৃহস্থকে প্রায় প্রতি মাসেই কিছু না কিছু দান করিতে হয়। আমার বিবেচনায় ঐ সকল প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যাত করিতে নাই। সকলকেই কিছু কিছু দান করিবার চেষ্টা করা উচিত। তবে একটী কথা আছে, দিব

বলিয়া না দেওয়া, না দেওয়ার চেয়েও অধিক দোষাবহ। বরং চক্ষু লজ্জা ত্যাগ করিয়া একবারেই দিব না বলা ভাল, কিন্তু দিতে স্বীকার করিয়া কোন মতেই টালমাটাল করা উচিত নয়। যেটী দিবে বলিবে সেটী ঠিক সময়েই যথা পরিমাণে দিবে। ফল কথা দান ধর্ম্মের মূল সূত্র এই, দাতা এমন ভাবে দান করিবেন, যেন গৃহীতার বোধ হয় যে, উনি দান করিতে পাইয়া আপনাকে উপকৃত এবং কৃতার্থ মনে করিতেছেন। দান ধর্ম্মের এই মূল সূত্র সম্যক্‌রূপে সংরক্ষিত হইবার জন্যই শাস্ত্রকারেরা বর্ণ-শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণদিগকে দানের মুখ্যপাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ধর্ম্মোপদেষ্টা, সংসার-বিরাগী ব্রাহ্মণেরা দান গ্রহণ করিয়া আত্মগ্লানির ভাজন হয়েন না। তাঁহারা দান গ্রহণ দ্বারা দাতারই বিশেষ উপকার করিলেন, এরূপ মনে করিতে পারেন।

পঞ্চদশ প্রবন্ধ।

পরিচ্ছন্নতা।

পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা এক পদার্থ নয়—কিন্তু প্রায়ই এক। যে পুরুষ বা স্ত্রী বাহ্যদর্শনে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন, সেই যে অন্তরেও বিশুদ্ধ এবং সুব্যবস্থিত হয়, এরূপ নহে; কিন্তু যাহার মন বিশুদ্ধ এবং পরিপাটী, তাহাকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন অবশ্যই হইতে হয়। বাহ্য ব্যাপার সমস্তকে হেয় জ্ঞান করা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিবারই ফল। পৃথিবী কিছু নয়—শরীর কিছু নয়—

সংসার কিছু নয়—এ সকলের প্রতি যত্ন এবং আদর করা ক্ষুদ্রাশয়তার লক্ষণ, শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে বটে, কিন্তু দেহ এবং গৃহস্থিত সমুদায় সামগ্রী সুবিশুদ্ধ এবং সুপরিষ্কৃত রাখিবার অবশ্য কর্ত্তব্যতাও শাস্ত্রে যথোচিত পরিমাণে উল্লিখিত আছে। গৃহের এবং গৃহস্থিত দ্রব্যের যথোচিত বিলেপন ও সম্মার্জ্জনাদি, স্নান, ভোজন, আচমন, বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার আমাদিগের অবশ্য করণীয় প্রাত্যাহিক কার্য্যের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট। বিশেষতঃ গৃহস্থের বাটীতে দেববিগ্রহ ও ঠাকুরঘর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া সকল গৃহস্থেরই শুচিতার এবং পরিচ্ছন্নতার এক একটী আদর্শ পাইবার উপায় করা হইয়াছে। ঠাকুর ঘর যে ভাবে রাখ, আবাসের সকল ঘর সেই ভাবে রাখিলেই হইল। পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের ঘর এবং মহাগুরু স্বামীর ঘর কি ঠাকুর ঘর নয়?

বস্তুতঃ শুচিতাপ্রিয় য়িহুদীদিগের মধ্যে সংক্রামক রোগ অল্প হয়। তাহার কারণ এই যে, গৃহ এবং গৃহোপকরণ সমস্ত অতি সুপরিষ্কৃত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত উহাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে আদেশ আছে, এবং য়িহুদীরা আপনাদের শাস্ত্রের আদেশ সমস্ত ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিপালন করে। পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে সকলেই চায়—উহা ধর্ম্ম্য, স্বাস্থ্যকর এবং সাক্ষাৎ সুখপ্রদ। কিন্তু এ কথাও বলি, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া সম্যক্ ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা রক্ষার নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টায় লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানও ঘটিয়া উঠিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, এই জন্যই পরিচ্ছন্নতাসাধনের মূল মন্ত্র সমূদায়, লক্ষ্মী সাধনের মূলমন্ত্র হইতে অভিন্ন। ঐ মন্ত্রের মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি।

১। দ্রব্যের অপচয় সম্পত্তিসঞ্চয়ের বিরোধী ব্যাপার, গৃহোপকরণ প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতে হইলেই তাহাদিগকে ছড়াইয়া রাখিবার যো নাই; যথা স্থানে যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হয়, এবং তাহা রাখিলেই গৃহের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদিত হয়।

সকল দ্রব্য হইতেই কোন না কোন প্রয়োজন সাধন হইতে পারে। ছেঁড়া কাগজ, ছেঁড়া নেকড়া, কুটনার খোসা, ঘরের আবর্জ্জনা—এমন সকল পদার্থও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। ছেঁড়া কাগজ এবং ছেঁড়া নেকড়া ঘরের যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিও না; একটা নির্দ্দিষ্ট পাত্রে রাখ; দিন কয়েকের মধ্যেই এত জমিয়া যাইবে যে, বদল দিয়া নূতন কাগজ পাইতে পারিবে। আনাজের খোসা, ডাইলের ভূষি ঘরে ছড়াইয়া রাখিলে ঘর নোঙ্‌রা দেখাইবে, তুলিয়া একটা কোন পাত্রে জমা কর; পোষিত গোরু বাছুর ছাগলাদির খাদ্য হইবে। ঘর ঝাঁইট দিয়া যে ধূলা এবং আবর্জ্জনা পাওয়া যায়, তাহাও জড় করিয়া ক্ষেত্রে ফেলিয়া দিলে উৎকৃষ্ট সারের কার্য্য করে। অতএব পরিচ্ছন্নতা সাধনের একটা প্রধান সূত্র এই যে, ঐ প্রকার দ্রব্য সকল রাখিবার পৃথক পৃথক স্থান এবং পাত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবে, এবং দ্রব্য সকল যার যে স্থান তথায় রাখিতে অভ্যাস করিবে—নিজে অভ্যাস করিবে, এবং পরিজনকেও অভ্যাস করাইবে। ঐরূপ করা এবং করান অভ্যস্ত হইলেই অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইবে, এবং ঘরদ্বার ঝরঝরে দেখাইবে।

দ্রব্যজাত বে-কেজো করিয়া রাখা সম্পত্তিরক্ষা এবং সম্পত্তি বৃদ্ধির প্রতিকূল। সুতরাং গৃহের দ্রব্যজাত যে অবস্থায় থাকিলে বে-কেজো হয়, এমন অবস্থায় রাখিতে নাই। কোন দ্রব্য ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া, কি অন্যরূপে কাজের বাহির হইয়া পড়িলেই তাহাকে অবিলম্বে সারাইয়া কিম্বা বদলাইয়া লওয়া উচিত। এই নিয়ম প্রতিপালন অভ্যস্ত হইলে অনেক অতিরিক্ত খরচ বাঁচিয়া যায় এবং ঘরও পরিচ্ছন্ন থাকে।

গৃহ এবং গৃহস্থিত দ্রব্যাদি শীঘ্র বিনষ্ট হইতে দিলে সত্বরেই ধনক্ষয় হয়। রৌদ্র জল বায়ু এবং কীটাদি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্নরূপে নিরন্তরই ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব দ্রব্য সকলকে এমন অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করিবে, যাহাতে ঐ প্রকার ক্ষয়, যতদূর সম্ভব, নিবারিত

হইতে পারে। সেঁতসেঁতে না হইলে, ময়লা না ধরিলে, মরিচা না পড়িলে দ্রব্য সকল অধিক দিন টিকে। অতএব গৃহ এবং গৃহোপকরণ সমস্ত যাহাতে যথাপরিমাণে শুষ্ক, পরিষ্কার এবং ঝক্‌ঝকে থাকে তাহার জন্য যত্ন করা অভ্যাস করিতে হয়। তাহা করিলেই পরিচ্ছন্নতা সাধিত হয়।

গৃহ-বাসী প্রাণিমাত্রকে যে পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক, তাহা অর্থশাস্ত্র এবং শারীর-শাস্ত্র উভয় শাস্ত্রেরই অভিমত। ওবিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন; এই মাত্র বলিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব যে, গৃহপালিত জীবগণের, আপনাদিগের সন্তান সন্ততিগণের এবং দাস দাসী প্রভৃতি পরিজনগণের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করিলেই সমুদায় কাজ হইল না গৃহিণীকেও সুবেশা হইয়া থাকিতে হয়। যে গৃহিণী সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া স্বয়ং পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জ থাকিতে চাহেন না, তাঁহার অন্তরে একটী গূঢ় অভিমান আছে,—সেটী ভাল নয়; যিনি চেষ্টা করিয়াও পারেন না, তাঁহার লক্ষ্মীচরিত জ্ঞান এখনও সুপক্ক হয় নাই। যিনি বাঁদী এবং বিবি উভয়ই হইতে পারেন, তিনিই লক্ষ্মী—তিনিই সম্পত্তি এবং শোভা উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ষষ্ঠদশ প্রবন্ধ।

চাকর প্রতিপালন।

চাকরেরা চুরি করে, এখন অনেকেই এই কথা বলেন; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, চাকরদিগের যত দোষ হয়, সমুদায়ই প্রায় মনিবের দোষে জন্মে। চৌর্য্য, শঠতা, ধূর্ত্ততা, মিথ্যা-কথন এ সব ভীরুতার কার্য্য —নৈষ্ঠুর্য্যের অবশ্যম্ভাবি ফল। তুমি ভৃত্যের পীড়ন কর, ঐরূপে তাহার প্রতিশোধ পাইবে।

কর্ত্তার জানা উচিত যে, যাহারা তাঁহার নিতান্ত অধীন তাহাদিগের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার অবৈধ। তাহাদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলে নিজের মন কঠিন এবং প্রবৃত্তি নীচ হয়, ও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদিগের দোষের সংশোধন হয় না। কোন কোন বাটীর কর্ত্তা চাকরকে মারেন। বলিতে কি, যিনি ওরূপ করেন, তিনি আমার চক্ষে বড়ই নীচ-প্রকৃতিক। তুমি প্রহার করিলে যদি চাকরও প্রহার দ্বারা তাহার শোধ দিতে পারিত, তবে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু যখন চাকরের সাধ্য নাই যে, তোমার গায়ে হাত তুলে, তখন তুমি কি বিবেচনায় তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হও? যদি বল, বাপ ত ছেলেকে মারিতে পারে, কিন্তু ছেলের সাধ্য নাই যে, বাপের গায়ে হাত তুলে। আমিও তাহাই বলি, যে ভাবে ছেলের গায়ে হাত তুলিয়া থাক, চাকরের গায়েও সেই ভাবেই হাত তুলিতে পার। কিন্তু আজি কালি ছেলেকেও প্রহার করা কমিয়া আসিতেছে। শিক্ষাবিধান হইতে শারীরদণ্ড প্রায় উঠিয়া গেল। কিন্তু ছেলের প্রতি প্রহারের প্রয়োগ ন্যূন হইয়া চাকরের প্রতি উহা বাড়িতেছে কেন?

নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয়, চাকর মারা রোগটী আমাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে। উটী অবৈধ অনুকরণের ফল। ইংরাজ মনিবেরা এ দেশীয় চাকরদিগকে মারেন। যাঁহারা সাহেব-দিগের সকল কাজই সোণার চক্ষে দেখেন, তাঁহারাও চাকরদিগকে মারেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, ইংরাজেরা সজাতীয় চাকরদিগের গায়ে হাত বড় একটা তুলেন না। ফলতঃ স্থূল কথায় শারীর-দণ্ডটী মনুষ্য কর্ত্তৃক মনুষ্যের প্রতি প্রযুক্ত হইবার নহে। উহা পশুর প্রতিই প্রয়োগ হইতে পারে। বিজিত, বিমর্দ্দিত, অবজ্ঞাত মনুষ্যগণকে গর্ব্বিত-স্বভাব লোকে পশুবৎ জ্ঞান করিতে পারে। কিন্তু একবর্ণসম্ভূক্ত, একভাষা-ভাষী, এক ধর্ম্মাবলম্বী চাকর মনিবে এরূপ জ্ঞান সম্ভবে না। মনিব ধনশালী বলিয়া মানুষ, আর চাকর ধনহীন বলিয়া পশু, হইতে পারে না। অমন স্থলে চাকর পশু হইলে মনিবও পশু হইবেন।

আমার এক জন আত্মীয়ের সহিত চাকর-মারা রোগ সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। তিনি বলেন, "এখনকার চাকর মনিবে পূর্ব্বাপেক্ষা পার্থক্য বাড়িতেছে। তখনকার মনিবেরা কিয়ৎপরিমাণে চাকরদিগের সমকক্ষ ছিলেন। তাঁহারা চাকরদিগের সহিত সমকক্ষ ভাবেই অনেক বিষয়ের আলাপ করিতেন, এই জন্য তখনকার চাকরদিগের মনিবের প্রতি অধিকতর স্নেহ মমতা জন্মিত। এখনকার মনিবেরা উন্নত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা চাকরদিগের প্রতি অনুজ্ঞামাত্র করিতে পারেন, তাহাদের সহিত কথা বার্ত্তা বলিয়া আলাপ করিতে পারেন না। এই জন্য চাকর মনিবে স্নেহ-সম্বন্ধ অল্প হইয়াছে, এবং মনিবেরা চাকরদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।" আত্মীয়বরের মতে এটী সভ্যতা বৃদ্ধির একটী লক্ষণ।

আমার বিবেচনায় ঐ মীমাংসা যথাযথ নহে। আমাদিগের মাতৃভূমি পরাধীন। পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বদেশীয় উচ্চপদস্থদিগের অবস্থার অবনতি। কোন জাতি যত দীর্ঘ কাল পরাধীনতা ভোগ করিবে, সেই

জাতির উচ্চপদস্থেরা ততই অবনমিত হইবেন—কদাপি উন্নমিত হইবেন না। তভিন্ন, সাম্যবাদী ইংরাজ জাতির প্রভুতায় এদেশীয় নীচপদস্থ লোকেরা উন্নত বই অবনত হইতেছে না। রাজব্যবস্থা এতদ্দেশজাত সকল লোক-কেই সমচক্ষে দেখিতেছে। শিক্ষা-প্রণালী দীন দুঃখী প্রজাব্যূহের চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া সমৃদ্ধিশালী করিতেছে। বর্ণভেদ, বংশমর্য্যাদা প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন প্রথা সমাজের অন্তর্ভূত মর্য্যাদা রক্ষা করিত, সেই সকল প্রথাও দিন দিন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতেছে। এখন এতদ্দেশীয় জনগণের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য বৃদ্ধির কোন কারণ নাই; প্রত্যুত তাহার বিপরীত কারণ সমস্তই বিদ্যমান। ফল কথা পরাধীনতা সত্বে কখন কোন সমাজের অন্তর্ভূত উচ্চাবচভাব সম্বর্দ্ধিত হইতে পারে না। উহা ক্রমশঃ অপনীত হইয়াই যায়। আমাদিগের মধ্যে যে তাহাই হইতেছে, তাহা যৎকিঞ্চিৎ অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়-মান হইবে। ব্রাহ্মণ বাটীর ভোজে তিলি, তাম্বুলি, কামার, কুমার সকলেই এক পঙ্ক্তিতে বসিয়া খায়; আমরাও সর্ব্বোচ্চ ইংরাজ জাতির সমক্ষে পরস্পর পার্থক্যভাব পরিহারপূর্ব্বক এক-পঙ্ক্তিক হইয়া আসি-তেছি। এখন, যিনি বড় হইব মনে করিতেছেন, তিনি কেবল খুঁড়িয়ে বড় হইতেছেন। বাস্তবিক যাঁতার চাপে সকল কলায় একসা হইতেছে।

আমার চাকরটী পূর্ব্বে একটী বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিল। সে বোধোদয়, চারুপাঠ, পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতি পুস্তকগুলির কিছু কিছু জানে। যখন আমার ছোট ছেলেটী পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠ বলিয়া লয়, সে দাঁড়াইয়া শুনে এবং ভুল হইলে দুই একটী ধরিয়া দিতে পারে। তাহারই বাপ আমার পিতৃঠাকুরের নিকট চাকুরি করিত। সে লেখা পড়ার কোন ধার ধারিত না। আমার পিতৃ ঠাকুরের এবং আমার চাকরের বাপের মধ্যে যে অন্তর ছিল, আমাতে এবং আমার চাকরে তত অন্তর নাই। অথচ আমার পিতা তাঁহার চাকরের গায়ে

হাত তুলিতেন না। আমি আমার চাকরকে মারিলেও মারিতে পারি—অন্ততঃ যদি মারি, আমার সমকক্ষ ব্যক্তি আমার বিশেষ কোন নিন্দা করিবেন, বোধ হয় না।

কিন্তু আর ও সকল কথায় কাজ নাই। বিচারের, হেতুবাদের, যুক্তি-কাটাকাটির, সীমা পাওয়া দুর্ঘট। মনে করিলেই নূতন যুক্তি, নূতন হেতুবাদ, নূতন তর্ক, বাহির করা যাইতে পারে। তুল্য বুদ্ধিমান্ দুই জনের মধ্যে বিতণ্ডার শেষ হয় না। অতএব একটী প্রকৃত বৃত্তান্ত বলি। কোন ভদ্র পরিবারের সহিত আমার অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ঐ বাটীর কোন চাকর কখন কিছু চুরি করে নাই। টাকা, পয়সা, গহনা তাহাদিগের হাতে পড়িত; কিন্তু পাইলেই আনিয়া দিত। ঐ বাটীর গৃহিণী এক দিন কর্ত্তাকে বলিতেছিলেন—"আমি মনে করি, চাকরেরা ছেলেদের চেয়েও অধিক দয়ার পাত্র। ছেলেরা তোমার আমার কাছেই থাকে। যখন যা চায়, তখন তাই পায়। ছেলেদের ব্যারাম হইলে তুমি আমি কাছ ছাড়া হই না। চাকরেরা পীড়ার যাতনায় অধীর হইয়া 'বাবা গো' 'মা গো' করিয়া চীৎকার করে; উহাদের বাপই বা কোথায়? মাই বা কোথায়? তুমি আমিই ওদের বাপ মা। তুমি চাকরকে বড় বিশ্বাস করিলে ত তাহার হাতে বাক্সের চাবিটী দিলে, কিন্তু চাকর তোমারই দয়ার উপর আপনার প্রাণ পর্য্যন্তঃ বিশ্বাস করিয়া রহিয়াছে।"

ঐ বাটীতে চাকরদিগের সাময়িক বেতন বৃদ্ধির নিয়ম ছিল। প্রতি বর্ষেই চাকর চাকরাণীদিগের কিছু কিছু মাহিয়ানা বাড়িত। ঐ বাটীতে চাকরেরা ইচ্ছা করিয়া বেতন ফেলিয়া না রাখিলে কাহার বেতন বাকী থাকিত না। সকলেই কড়া গণ্ডা বুঝিয়া পাইত।

ঐ বাটীতে চাকরদিগের মধ্যে যাহার যে কাজ, তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল বটে—কিন্তু এক জনের পীড়া হইলে কি কেহ ছুটী লইলে, অপরে স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক তাহার কাজ আপনাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লইত।

ঐ বাটীতে ছুটীর জন্য চাকরের মাহিয়ানা কাটা যাইত না। পীড়ার চিকিৎসার এবং ঔষধ পথ্যাদির ব্যয়ও তাহারা সংসার হইতে পাইত— এবং কখন কাহাকেও হাঁসপাতালে পাঠান হইত না।

ঐ বাটীর চাকরেরা মিথ্যাবাদী এবং চোর হইত না।

সপ্তদশ প্রবন্ধ।

পশ্বাদি পালন।

মনুষ্যের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে এই ভূমণ্ডল এমন অনেক প্রকার প্রাণীর নিবাসভূমি ছিল, যাহাদিগের নামগন্ধও এক্ষণে নাই। মনুষ্যের সমকালে প্রাদুর্ভূত প্রাণিগণও অনেকে বিকৃত, পরিবর্ত্তিত এবং লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে মানুষের বুদ্ধি এবং ক্ষমতা যত বাড়িতেছে, অন্যান্য জীবগণের মধ্যে ততই কোনটী বা বিনাশ দশার সমীপবর্ত্তী হইতেছে, কোনটী বা মনুষ্যের প্রয়োজনোপযোগী হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। যে জীব মানুষের কোন কাজে লাগে, সেই জীবই বাঁচিতে পায়; যে মানুষের কোন কাজে না লাগে, সে জন্তুর আর বাঁচিয়া থাকিবার অধিক আশা করিতে পারা যায় না। জীব লোকের মধ্যে চিরকালই এইরূপ এক জীব অন্য জীবকে নষ্ট করিয়া আসিতেছে। ভূমণ্ডলের জীবপ্রতিপালনশক্তি যতই অধিক হউক, ঐ শক্তি অসীম নয়। সুতরাং অত্রত্য এক প্রকার জীবের বৃদ্ধিতে অপর প্রকার জীবের বিকৃতি, হ্রাস এবং বিনাশ সাধিত হইয়া যায়; মনুষ্যের বৃদ্ধিতে সকল জন্তুর

সেই দশা হইয়া যাইতেছে। এখন মানুষ পৃথিবীর রাজা। তিনি আপনার কোন কাজে লাগাইবেন বলিয়া যাহাকে রাখেন, সেই থাকে। তাঁহার সংরক্ষিত জীবের মধ্যে গো, অশ্ব, ছাগ, মেষ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জন্তু প্রধান—কতকগুলি পক্ষীও মনুষ্যকর্ত্তৃক পালিত হয়—যথা টিয়া, কাকাতুয়া, কোকিল, ময়না, দোয়েল, শ্যামা প্রভৃতি। প্রায় এমন গৃহস্থের ঘর নাই, যাহাতে কোন পশু বা পক্ষীর পালন না হইয়া থাকে; অনেক পশু পক্ষী মনুষ্যের সাক্ষাৎ প্রয়োজনসাধন করে। গোরু হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায়, ঘোড়া দ্বারা যাতায়াতের সৌকর্য্য হয়, ছাগ মেষাদির দুগ্ধ এবং মাংস মনুষ্যের খাদ্য। কুকুর বাটীর চৌকীদার—বিড়াল ইন্দুর মারে। কিন্তু এই সকল দৈহিক এবং বৈষয়িক প্রয়োজনসাধন ভিন্ন পশু পক্ষ্যাদি পালনবশতঃ গৃহস্থের অনেকগুলি আধ্যাত্মিক উপকারও লাভ হইতে পারে। আমি তাহারই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

পশ্বাদি পালনদ্বারা অতি স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষ হইতে উহাদিগের সুখ দুঃখ সৌন্দর্য্য অসৌন্দর্য্য ঔচিত্য অনৌচিত্য বোধ পৃথগ্‌ভূত নয়। ঐ সকল বিষয়ে মনুষ্য এবং পশু উভয়েরই বুদ্ধি এবং সংস্কার একবিধ—কেবল মাত্রায় ভিন্ন। মাত্রা ভেদ পরস্পর মনুষ্য-দিগের মধ্যেও আছে। যাহা হউক, মনুষ্যের বুদ্ধি ও পশ্বাদির সংস্কার যে এক পদার্থ এই তথ্যটীর জ্ঞান আজ পর্য্যন্তও সকল লোকের মধ্যে সমপরিমাণে সুপরিস্ফুট হয় নাই। ইহা আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্রকারেরাই বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহারা বলিতেন জীব নিজ কর্ম্মবশে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সকল জীবই এক—বিভিন্ন নয়। খৃষ্টানেরা এবং মুসলমানেরা ওরূপ বলেন না। তাঁহাদিগের মতে পশ্বাদির শরীরে অবিনাশী আত্মা বিদ্যমান নাই—উহা কেবল মাত্র মনুষ্য শরীরেই আবির্ভূত। কিন্তু যে সকল নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিত পশ্বাদির প্রকৃতি পরীক্ষায় বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতেছেন যে মনুষ্য এবং পশুতে ওরূপ পার্থক্যের আরোপণ অমূলক কল্পনা মাত্র। তাঁহারা

জানেন যে, একই অপ্রতর্ক্য শক্তি জড়পদার্থে জড়ধর্ম্মরূপে, উদ্ভিদে অন্তঃসংজ্ঞারূপে, পশুপক্ষ্যাদিতে অস্ফুট সংস্কাররূপে—এবং মনুষ্যে প্রজ্ঞা-রূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহারা আমাদিগের পূর্ব্বাচার্য্যগণের ন্যায় এই মায়াপ্রপঞ্চময় জগতের মধ্যে এক নিত্য সদসদাত্মক বস্তুর উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

গৃহী মাত্রেই আপনাপন পালিত পশু পক্ষ্যাদির বৃত্তি সমুদায় অভি-নিবেশপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে উল্লিখিত জ্ঞান লাভের পথ স্বয়ং আবিষ্কার করিয়া লইতে পারেন। যিনি ঐরূপ করিয়াছেন তিনিই দেখিয়াছেন যে, পশু পক্ষ্যাদি যে কেবল কাম ক্রোধ ঈর্ষাদ্বেষাদির বশী-ভূত হইয়া থাকে এরূপ নহে, তাহারা ধীশক্তির সহযোগে, কি করিলে কি হইবে, ইহা নির্ণয়পূর্ব্বক যথোচিত কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা অভীষ্টসাধন করিতে পারে—অত্যাচারে বশীভূত হইয়া আপনাদিগের বাসনা দমন করিতে পারে—এবং যদি কদাচিৎ অনুচিত কাজ করিয়া ফেলে, তবে তিরস্কৃত হইলে অপ্রতিভ হয়। একটী প্রকৃত বিবরণ বলিলে এই কথা-গুলি অধিকতর স্পষ্ট হইবে।

কোন ব্যক্তি একটী বিড়াল পুষিয়াছিলেন। তিনি এক দিন ভোজন করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার দুইটী ছোট ছোট নাতিনী এক পার্শ্বে, এবং বিড়ালটী অপর পার্শ্বে। কর্ত্তা আহার করিতে করিতে নাতিনীদিগকে এবং বিড়ালটীকে কিছু কিছু দিতেছেন; এমত সময়ে নাতিনীরা হঠাৎ কান্না ধরিল। কর্ত্তা তাহাদিগের কান্না থামাইবার নিমিত্ত প্রবোধ দিতে লাগিলেন। উহারা থামে না—কোন কোন ছেলে কান্না ধরিলে আর থামিতে চায় না। নিউটন জড়ের গুণ আবিষ্কার করিয়া বলিয়া-ছেন যে, জড়পদার্থ স্থির আছে ত স্থিরই থাকে, যদি চলিতে আরম্ভ করে তবে চলিয়াই যাইবে। সেই জড়ধর্ম্ম যেন ঐ সকল ছেলেকে একবারে পাইয়া বইসে, এবং তাহাদিগের কান্নাকে চিরস্থায়ী করিয়া তুলিবার উপক্রম করে। নাতিনীরা সেইরূপ কান্না ধরিল। কর্ত্তা

তাহাদিগকে ভুলাইতেই ব্যস্ত—তাঁহার খাওয়া হয় না—বিড়ালটীও কিছু পায় না। বিড়ালটী ক্ষণকাল এই ব্যাপার দেখিল। সে যে পার্শ্বে ছিল, সেই পার্শ্ব হইতে উঠিয়া নাতিনীদিগের নিকট গেল, আপনার ডাইন ফুলটী অল্পে অল্পে উঠাইল—যেন দেখাইল যে, সে নখর বাহির করে নাই, এবং একটী নাতিনীর গালে একটী চড় মারিল! বিড়ালের চড়ে নাতিনীটী অমনি চুপ করিল। সে চুপ করায় অপরটীও চুপ করিল। বগির চাকার এক খানা থামিলেই দুই খানা থাকে। বিড়াল আপনার স্থানে আসিয়া বসিল।

প্রকৃত ব্যাপারটী যেমন দেখিয়াছি অবিকল লিখিলাম। যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তিনি বুঝিয়া লউন—বিড়াল, নিজ খাদ্যের অপ্রাপ্তির হেতু কর্ত্তার অমনোযোগ; সেই অমনোযোগের কারণ নাতিনীনিগের কান্না; সেই কান্না নিবারণের উপায় তাহাদিগের গালে চড় এবং সেই চড় কেবল মাত্র ভয়প্রদর্শনের জন্য—তাহাদিগকে কষ্ট প্রদানের জন্য নয়, অতএব নখর অপ্রকাশ রাখা উচিত—এই সকল ভাব নিজ মনোমধ্যে পরিগ্রহপূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছিল কি না?—ইহারই মধ্যে ধীশক্তি আত্মসংযম এবং ঔচিত্যবোধের সম্যক্ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না?

পশ্বাদির পালনে স্থিরপ্রতিজ্ঞতা অভ্যস্ত হয়। পশুকে বশ করিবার মূলমন্ত্র নির্ভীকতা। অশ্ব, মহিষ, গোরু, কুকুর প্রভৃতিকে দেখিয়া যদি কিঞ্চিন্মাত্রও ভয়ের অনুভব করিলে, তবে সেই ভয়ের লক্ষণ তোমার আকার ইঙ্গিতে অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। যে পশু হইতে তোমার ভীতি সঞ্চার হইতেছে, সে অবশ্যই তাহা বুঝিবে, এবং তাহা বুঝিলেই আর তোমার বশ হইবে না। জীব মাত্রেই বীরের বশ। যাঁহারা ঘোড়া চড়েন, কুকুর পোষেন, তাঁহারা সম্যক্‌রূপেই এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন। ঘোড়াকে তাহার নিজ অভিলাষানুযায়ী কাজ করিতে দেওয়া অবিধেয়—সে তোমারই ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে, দুই একবার যত্নপূর্ব্বক এরূপ করিতে পারিলেই ঘোড়া তোমার বশ হইল। কুকুর-

কেও কথা শুনান অভ্যাস করাইবার নিমিত্ত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। যে আজ্ঞা পালন করায়. কুকুর তাহারই অধিক বশ হয়, যে আজ্ঞা পালন না করায় তাহার বশ হয় না। যাঁহারা পশুদিগকে বশীভূত করিতে অভ্যাস করেন, মানুষ বশ করিবারও একটী প্রধান উপকরণ তাঁহাদিগের আয়ত্ত হইয়া উঠে। ইউরোপীয়েরা এই কথার প্রমাণ— তাঁহাদের ঘোড়া কুকুর প্রভৃতি যেমন বশ এমন কাহার নয়—পৃথিবীতে তাঁহাদের যেমন প্রতাপ এমনও আর কাহার নয়।

তৃতীয়তঃ পশ্বাদির সুপালন করিতে হইলে গৃহস্থকে নিয়তাচার হইতে হয়। উহাদিগের শরীর এবং আবাস যথোচিত সুপরিষ্কৃত রাখা চাই, এবং উহাদিগকে নিয়মিত সময়ে নিয়মিত পরিমাণে আহার দেওয়া চাই। গৃহী খামখেয়ালী হইলে—আজি করিলাম কালি করিলাম না, এখন দেখিলাম, তখন দেখিলাম না—এরূপ করিলে পশ্বাদির পালন হয় না। গৃহস্থ নিয়তাচার না হইলে পশ্বাদি সর্ব্বদা পীড়িত হয় এবং প্রায়ই মারা পড়ে।

পালিত জীবের প্রকৃতিভেদে তাহাদিগের পালন কার্য্য বাটীর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রতি সমর্পণ করা যাইতে পারে। কুমারীগণ পক্ষিদিগকে, কুমারেরা কুকুর, ছাগল, মেষাদিকে, চাকরেরা অশ্ব গবাদিকে আহার দিবে। কিন্তু গৃহকর্ত্রীকে প্রত্যহ যথা সময়ে সকলগুলির তত্ত্বাবধান অবশ্য করিতে হইবে। শুদ্ধ কাণে শুনিয়া থাকিলেই চলিবে না— প্রত্যেক পশু পক্ষীকে প্রত্যহ স্বচক্ষে দেখিতে হইবে।

একটী পরিবার একটী ব্রহ্মাণ্ড। গৃহকর্ত্রী ঐ ব্রহ্মাণ্ডের পালিকা. তিনি সম্যক্ নিশ্চিন্ত হইয়া অন্য কাহার হস্তে উহার পালন ভার সমর্পণ করিতে পারেন না। মহাবল ভীমেরও হস্তে পৃথিবীর পালনভার দিনৈকের নিমিত্ত ন্যস্ত হওয়ায় অপালন বশতঃ অনেকগুলি জীবের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। গৃহিণী স্বয়ং না দেখিলে পোষিত পশুদিগেরও সেইরূপ অপালন এবং বিনাশ হয়।

অষ্টাদশ প্রবন্ধ।

পিতামহ ঠাকুর।

বাল্যকালে আমি অনেক লোকের মুখে তাঁহাদিগের স্ব স্ব পিতামহ-পর্য্যায়স্থ লোকের গল্প শুনিতে পাইতাম; এখন আর তত লোকের মুখে তাঁহাদিগের পৈতামহিক বিবরণ শুনিতে পাই না। কেন যে এরূপ হইয়াছে, তাহা এ স্থলে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। সামাজিক ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন বশতই হউক, কিম্বা মনুষ্যের আয়ুষ্মত্তার খর্ব্বতা বশতই হউক, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে যে, পৈতামহিক ঘনিষ্ঠতা কম হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ ঘনিষ্ঠতার হ্রাস বিবেচনায় ঐ সম্বন্ধটীর লাঘব হওয়া বিলক্ষণ ক্ষোভের বিষয়। পিতামহের সহিত পৌত্রের সম্বন্ধটী বড় মধুর। উহাতে গুরুতা এবং লঘুতা জড়িত হইয়া এমন অপূর্ব্ব পদার্থ জন্মে যে, তাহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে গেলে বিস্মিত এবং মুগ্ধ হইতে হয়।

পিতামহ ঠাকুর, পিতার পিতা—মহাগুরুর মহাগুরু—ঈশ্বরের ঈশ্বর—তিনি কেমন ভয় এবং ভক্তির পাত্র! কিন্তু তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর হইয়াও আমাদিগের বাক্যমনের অগোচর থাকেন না। আমাদিগের ক্রীড়া কৌতুকে, হাস্য পরিহাসে, ফষ্টি নষ্টিতে যোগ দেন—শুদ্ধ যোগ দেন না, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ক্রীড়া কৌতুকাদির উত্তেজনা করেন। বঙ্গভাষায় পিতামহকে যে ঠাকুর-দাদা বলে, তাহা ভালই বলে। তিনি ঠাকুর অর্থাৎ দেবতা, এবং তিনি দাদা অর্থাৎ ভাই, সমকক্ষ ব্যক্তি—দেবত্ব এবং সমকক্ষতা এ কাধারে সন্নিবিষ্ট।

পিতামহের স্নেহ, পিতৃস্নেহ অপেক্ষা গাঢ়তর না হউক, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও মধুরতর পদার্থ। পিতৃস্নেহে অনিষ্টের আশঙ্কা প্রবলতর,

পরিণামদর্শিতার ভাগ অত্যধিক। পিতামহ তত অনিষ্টের শঙ্কা করেন না, তত পরিণামও ভাবেন না। তিনি পৌত্রটীকে লইয়া কেবল মাত্র আনন্দভোগেই মুগ্ধ থাকেন। শিশু পৌত্রও যেমন ভূত ভবিষ্য কিছুই চিন্তা করেনা; কেবল বর্ত্তমান সুখভোগেই পতিতৃপ্ত থাকে, পিতামহের অন্তঃকরণও কিয়ৎপরিমাণে সেই অবস্থায় অবস্থিত। পিতা, পুত্রকে লইয়া যখন ক্রীড়া করেন, তখনও ক্রীড়াব্যপদেশে কি কি সুশিক্ষা প্রদান করিবেন, তাহার চিন্তা করিতে থাকেন; পিতামহ যখন পৌত্রকে লইয়া খেলা করেন, তখন আপনিও প্রকৃতরূপে তাহার খেলুড়ি হইয়া উঠেন। পিতা যখন পুত্রের মুখে কোন খাদ্য সামগ্রী দেন, তখন উহা তাহার শরীরের পক্ষে উপকারী হইবে কি না, ভাবিয়া দেখেন; পিতামহ যখন পৌত্রকে খাওয়াইয়া দেন, তখন আর কিছুই না ভাবিয়া আপনিই যেন সেই তরুণ রসনা সহকারে খাদ্যসামগ্রীর রসাস্বাদন করেন।

ফলতঃ পিতা মাতার অন্তঃকরণে পুত্রসম্বন্ধে একটী প্রগাঢ় ভয় চির-বিরাজমান। পিতামহের অন্তঃকরণে ঐ ভয়ের ভার স্বল্পতর—সুখবোধেরই প্রাচুর্য্য। লোকে কথায় বলে, আসলের চেয়ে সুদের মায়া বড়—আসল পুত্র, সুদ পৌত্র। বাস্তবিক সুদের উপর মায়া খুব বটে, সুদ পাইলে যার পর নাই সুখ হয়; কিন্তু আসলের উপর ভয় বেশী। সুদ ছাড়া যায়—আসল ছাড়া যায় না। আমাদিগের শাস্ত্রে বিধাতাকে পিতামহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। আমার মতে পিতৃসম্বোধন অপেক্ষা পিতামহ সম্বোধন বিধাতার প্রতি সমধিক সঙ্গত। ব্রহ্মার পুত্র, প্রজা-পতিগণ—বিভিন্ন জীব-শক্তি। ব্রহ্মা জীব-শক্তি রক্ষা করিবার জন্যই সর্ব্বথা যত্নবান। কিন্তু জীব-শক্তি-জনিত প্রতি প্রাণীর রক্ষার জন্য বিধাতাকে তেমন সযত্ন বোধ হয় না। তিনিও আসল রাখিয়া সুদ ছাড়িতে পারেন।

পিতামহের অন্তঃকরণে পৌত্র সম্বন্ধে ভয়ের ভার লঘু হয় বলিয়া তিনি পৌত্রের প্রকৃতি সমধিক পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে পারেন। বাপ

মায়ের মন সন্তান সম্বন্ধে সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে। এই তাহাকে খুব ভাল ছেলে মনে করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন, আবার পরক্ষণেই অতি সামান্য কারণে তাহার বুদ্ধি, চরিত্র এবং ভাগ্য মন্দ হইবে ভাবিয়া দুঃখে অবসন্ন হইতেছেন। পিতামহের অন্তঃকরণ অত আন্দোলিত হয় না। তিনি পৌত্রের দোষ গুণ প্রায় যথাযথ পরিমাণেই দেখিতে পান।

পিতামহ পৌত্রের দোষ গুণ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পান, অথচ তিনি বয়স্যভাবও ধারণ করিতে পারেন, এই দুই কারণের একত্র সমাবেশ হওয়াতে পিতামহ ঠাকুরই শৈশবের অদ্বিতীয় সুশিক্ষক। মাতা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষাদাত্রী হইতে পারেন বলিয়া প্রথিত আছে। শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যাদেবীর নিকট ধনুর্বিদ্যা শিখিয়াছিলেন; সর উইলিয়ম জোন্স সাহেবের বিদ্যানুরাগিতা তাহার মাতার শিক্ষাগুণেই জন্মিয়াছিল; প্রেসিডেণ্ট গারফীল্ডও তেমন মা না পাইলে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বন্যকুটীর হইতে সৌধ-রাজভবনে আগমন করিতে পারিতেন না। পিতামহের স্থানে প্রাথমিক শিক্ষালাভের ফলবত্তা ওরূপ কোন সুপ্রসিদ্ধ বিবরণের উল্লেখ করিয়া সপ্রমাণ করা যায় না। কিন্তু তাহা না হউক, যদি পিতামহের স্থানে প্রথম শিক্ষালাভ কাহার ভাগ্যে ঘটে, তবে তিনি বুঝিতে পারেন যে, সেই শিক্ষার ফলবত্তা মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষা অপেক্ষাও অধিক।

"ছেলেটী আমার চেয়ে ঠাকুরের নিকটে থাকিতে অধিক ভালবাসে—ঠাকুরের সহিত ওর সব পরামর্শ—তাঁহার সহিতই উহার মনের মিল"—এইরূপ কথা অনেক পুত্রবতীকেই বলিতে হয়। শাস্ত্রেও বলে, পৌত্র জন্মিলে পুত্রের পিতৃ-ঋণ পরিশোধ হয়। যাহা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিবে, তাহাকে উত্তমর্ণের হস্তে সমর্পণ না করিলে ঋণ পরিশোধ হইবে কি রূপে?

ঊনবিংশ প্রবন্ধ।

পিতা মাতা।

এক দিন কোন আত্মীয়ের সহিত আমার ঘোরতর বাদানুবাদ হইয়াছিল। বিচারের বিষয়—কে বড় ?—বাপ কি মা ? আজি কালি এমন দিন পড়িয়াছে যে, উচ্ছৃঙ্খল মনুষ্যবুদ্ধি সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে যাইতেছে। তর্ক, নারদঋষির ন্যায় ত্রিলোক মধ্যে অব্যাহতগতি হইয়াছেন।

যাহা হউক, আমাদিগের দুই জনে তুমুল বিচার বাধিয়া গেল। অন্যান্য যুক্তি প্রদর্শনের মধ্যে শাস্ত্রের অভিপ্রায় লইয়াও বাদানুবাদ হইল। আত্মীয়বর "গর্ভধারণপোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী" এই বচনটীর আবৃত্তি করিয়া মহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। আমি ওরূপ কোন স্পষ্ট বচনের জোর পাইলাম না। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র মাতৃদেবী কৌশল্যার নিবারণ সত্বেও পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ বনগমন করিয়াছিলেন. এবং বিষ্ণুর অবতার ভগবান পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন, এই সকল পৌরাণিক ইতিবৃত্তদ্বারা পিতৃ-প্রাধান্য সমর্থন করিতে লাগিলাম।

পরস্পরের বিদ্যা বুদ্ধির ঘর্ষণে ক্রোধস্ফুলিঙ্গও মধ্যে মধ্যে উদ্গত হইতে লাগিল। মতভিন্নতার হেতুবাদও উল্লিখিত হইতে আরম্ভ হইল। আত্মীয়বর বলিলেন,—"আপনি বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যাবত্তা এবং তেজস্বিতার পক্ষপাতি, এই জন্য পিতৃপ্রাধান্যের পক্ষ ; আমি সরলতা এবং নম্রতার ভক্ত, এই জন্য মাতৃপ্রাধান্যের পক্ষ।" আমি উত্তর করিলাম,

"সরলতা এবং নম্রতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ন্যূন নহে—আমি উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের বিদ্বেষ্টা।" "মাতৃপক্ষ অবলম্বনে উচ্ছৃঙ্খলতার সম্বর্দ্ধন কি প্রকারে হয়?" আমি বুঝাইয়া বলিলাম——

"দেখুন, এখনকার অনেক লোকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে চায়। সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করাতেই যেন একটা ভারী বাহাদুরি আছে, এরূপ মনে করে। যাহারা এরূপ করে, তাহারাই পিতৃভক্তি অপেক্ষা মাতৃভক্তির অধিক গৌরবও করে, এবং যে প্রকার কৌশলে পারে, আপনারা যে খুব মাতৃভক্ত, তাহাই লোককে জানায়। মাতৃভক্তির খোসনাম বাহির করা সহজ ব্যাপার। কাহার মাতৃভক্তি সত্য সত্যই কিরূপ, তাহা বাহিরের লোকের পরীক্ষা করা প্রায় অসাধ্য। তদ্ভিন্ন মাতৃভক্তি প্রকাশ করিতে আপনাকেও বড় একটা কষ্ট পাইতে হয় না; প্রায় কোন স্বার্থত্যাগই করিতে হয় না। বাপ ছেলেকে আপনার কথা শুনাইতে চান, কিন্তু উপযুক্ত পুত্রের কথা শুনাই মায়ের কর্ত্তব্য। সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব পুত্রের পক্ষে পিতৃভক্তি রক্ষা করা যেমন কঠিন, মাতৃভক্তি রক্ষা করা কখনই তেমন কঠিন হইতে পারে না। মাকে 'তুমি বুঝিতে পার না' বলা চলে; বাপকে ওকথা বলিবার যো নাই। পিতৃভক্তির অপেক্ষা মাতৃভক্তির প্রাধান্য উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের পোষক।"

আত্মীয়বর এ কথার কোন সদুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। কিন্তু বিচারটীতে জয়ী হইবার নিমিত্ত তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল। অতএব তিনি কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক বলিলেন—'চলুন, দুই জনে আপনার পিতৃ ঠাকুরের নিকটে যাই, এবং তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানি; তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন উভয়ে তাহাই স্বীকার করিব" আমি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। বুঝিতে পারিলাম না যে, পিতা ঐ বিচারের মীমাংসা করণে অক্ষম হইবেন; এবং তাঁহার সহজ ঔদার্য্যই তাঁহাকে স্বপ্রতিপক্ষ পক্ষের পক্ষপাতী করিয়া তুলিবে। তাহাই হইল—আমি হারিলাম। হারিলাম বটে, কিন্তু এই বিচার সম্বন্ধে নিজ পত্নীর

মতিমতি জানিতে ইচ্ছা হইল। তিনি বলিলেন—"ছেলেরা তোমাকে ছাড়িয়া আমাকে ভক্তি করিতে পারে না। তোমার প্রতি ভক্তি করিলেই তাহাদের আমার প্রতি ভক্তি করা হয়। গাছের মাথায় জল দিলেই গোড়ায় জল পায়। ছেলেরা তোমাকে ভাল করিয়া রাখিলে আমি অবশ্যই ভাল থাকিব। তোমাকে কিছু দিয়া আমাকে তাহাতে বঞ্চিত করা তাহাদিগের অসাধ্য। তোমার প্রতি ভক্তিই ভক্তি—আমার প্রতি ভক্তি কিছুই নয়। আমাকে যাহা বুঝাইবে, ভাল হউক মন্দ হউক, আমি তাহাই বুঝিব। তোমাকে যাহা বুঝাইতে পারিবে তাহাই সত্য।"

ঐ কথাগুলির অভ্যন্তরে একটী প্রধান তথ্য নিহিত আছে। পুরুষের সম্মান তাঁহার নিজের সাক্ষাৎ সম্মান না হইলে হয় না, স্ত্রীলোকের সম্মান স্বামীর সম্মানেই হইতে পারে। সেই জন্যই মাতৃভক্তি পিতৃভক্তির অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। মায়ের কথা না শুনিয়া বাপের কথা শুনায় মায়ের অপমান বোধ হইতে পারে না; কিন্তু বাপের কথা না শুনিয়া মায়ের কথা শুনিলে বাপের আপমান বোধ হয়। শিব ভগবতীর পূজা একত্র হওয়াই শাস্ত্রানুমত। যদি ভগবতীর স্বতন্ত্র পূজা করিতে হয়, তাহা শিবপূজার পরে। শিব শরীরেই ভগবতীর পূজা করিবার বিধি আছে; ভগবতীর শরীরে শিবপূজার বিধি নাই।

বিংশ প্রবন্ধ।

পুত্র কন্যা।

আমদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা পুত্র এবং কন্যা সন্তানে যত ইতর-বিশেষ করিতেন শুনা যায়, আমরা বোধ হয় আর তত করি না। অনেকেই বলিয়া থাকেন, পুত্রও যে পদার্থ কন্যাও সেই পদার্থ। বাস্তবিক তাহাই কি?

পুত্র কন্যায় বিলক্ষণ ইতর-বিশেষ আছে। কন্যার ভার অল্প, পুত্রের ভার অধিক। কন্যার লালন, পালন, শিক্ষাসম্পাদন বড় অধিক করিতে হয় ত ১৪। ১৫ বৎসর মাত্র। তাহার পরে কন্যার ভার জামাতার প্রতি অর্পিত হয়। পুত্রের লালন, পালন, শিক্ষাসম্পাদন এবং বৃত্তিসংস্থান ২০। ২৫ বৎসরেও শেষ হয় না। অতএব গৃহস্থ লোকের পক্ষে কন্যার ভার অপেক্ষা পুত্রের ভার অনেক অধিক।

পক্ষান্তরে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সহিত সম্বন্ধ অধিক ঘনিষ্ঠ হয়। ঐ সম্বন্ধের শেষ নাই বলিলেও চলে। একত্রাবস্থান, পরস্পর পরামর্শ-গ্রহণ, অন্যোন্যের সহায়তা করা, যাবজ্জীবন চলিতে পারে—চলিয়াও থাকে। যাঁহাকে কন্যাদান করিলে তিনি কায়মনে ভাল থাকিলেই কন্যার সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে। তিনি ভাল না থাকেন, অথবা ভাল না হয়েন, তুমি বিশেষ কিছুই করিতে পার না। নিজ সামর্থ্যানুসারে সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকিতে পার, জিজ্ঞাসা না করিতে করিতেও পরামর্শ প্রদানে উন্মুখ হইতে পার, কিন্তু তাঁহার উপর তোমার কোন জোর খাটে না। যাহাতে হাত না থাকে, বোধ হয়, তাহাতে মমতাও ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া আইসে। সুতরাং কন্যা সন্তানের সম্বন্ধে যে প্রকারে হউক, একপ্রকারে নিশ্চিন্ততা ঘটিয়া যায়।

পুত্র সন্তানকে কাহাকেও দান করা হয় না। পুত্রবধূকেও পুত্রের দ্বারা পরোক্ষভাবে শিক্ষা দিবার ত অধিকার আছেই, স্থলবিশেষে সাক্ষাৎ শিক্ষাদানেও অধিকার হয়। ঐ অধিকার থাকাতে ক্রমশঃ মমতারও বৃদ্ধি হইতে থাকে। সুতরাং কন্যা অপেক্ষাও পুত্রবধূ অধিকতর স্নেহ-ভাগিনী হইয়া উঠেন। পুত্র, পরকে আপনার করিয়া দিতে পারে কন্যা আপনার হইয়াও পর হইয়া যায়।

কিন্তু আপনার কন্যার সুখ দুঃখের হর্ত্তা কর্ত্তা আর একজন হইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া কন্যা সম্বন্ধে মনে এক প্রকার ঔদাসীন্য জন্মে—এবং সেই ঔদাসীন্য নিবন্ধন কন্যার প্রতি মনটী বড়ই নরম হইয়া থাকে। কন্যা পিত্রালয়ে আসিলে পিতা যেন হারান ধন ফিরে পান। তাঁহার আর কাহার দিকে মন থাকে না। কন্যার সহিত কথোপকথন করিবেন, দৌহিত্র দৌহিত্রীকে লইয়া কোলে পিঠে করিবেন, কন্যা নিকটে বসিয়া খাওয়াইবেন, এই সকল সাধ যায়। বাস্তবিক কি কন্যার প্রতি তাঁহার মমতা অধিক? সে বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কোম্‌ত দর্শনের স্থলবিশেষে উপদেশ আছে যে, মনুষ্যগণ ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের তিনটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নারীরূপে কল্পনা করিয়া পূজা করিবেন। মাতা অতীত কালের অধিষ্ঠাত্রী, ভার্য্যা বর্ত্তমান কালের অধিষ্ঠাত্রী এবং কন্যা ভবিষ্যকালের অধিষ্ঠাত্রী। পণ্ডিতবর কোম্‌তের কন্যা সন্তান হইয়াছিল বোধ হয় না। তাহা হইলে তিনি জানিতেন যে, যদিও স্থূল দর্শনে কন্যাসন্তান ভবিষ্যকালের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া বর্ণিত হইবার যোগ্য হয়েন, তথাপি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহার বৈপরীত্যই লক্ষিত হয়। কন্যা সন্তান সম্বন্ধে মানসিক দৃষ্টি ভবিষ্য-কালকে লক্ষ্য করে না—অতীত কালকেই লক্ষ্য করে। কন্যাসন্তান যখন বড় প্রীতির পাত্র হয়, তখন 'হারাধন' রূপেই প্রীতি পায়। কন্যাকে লইয়া যে সুখ হয়, তাহা স্মৃতির সুখ, আশার সুখ নয়; কন্যা সম্বন্ধে

আমরা যাহা কিছু ভাবিতে যাই, তাহা তাহার এবং আপনার অতীত কাল লইয়াই ভাবি—তাহার বিষয়ে ভবিষ্য ভাবনা প্রায় কিছুই করি না। সে ভাল থাকুক, তাহার খুব ভাল হউক, এরূপ আশীর্ব্বাদ এবং প্রার্থনা করি বটে; কিন্তু তাহার এমন হউক, এই হউক, অথবা ঐ হউক—এরূপ কোন কামনাই কন্যার সম্বন্ধে মনোমধ্যে স্বতঃ উত্থিত হয় না।

কন্যা সম্বন্ধে মনুষ্য মনের এই ভাবটী সাধারণতঃ জানা থাকা ভাল। এইটী অনেকের জানা নাই—বিশেষতঃ অল্প বয়সে প্রায়ই কেহ জানিতে পারে না। এই অজ্ঞতা সাংসারিক অনেক কষ্টের কারণ হয়। বিশেষতঃ পুত্রবধূর এবং পুত্রের মনে প্রায়ই ঐ অজ্ঞতা নিবন্ধন ঈর্ষ্যা জন্মিয়া থাকে। তাঁহারা মনে করেন কর্ত্তা তাঁহাদিগের অপেক্ষা কন্যাগণের ও তৎসন্তান বর্গের প্রতি সমধিক স্নেহবান। বাস্তবিক কর্ত্তার স্নেহ দুহিতা ও দৌহিত্রাদির প্রতি যতই অধিক থাকুক, পুত্র পুত্রবধূর উপরেই তাঁহার মমতা অধিক। দুহিতা দৌহিত্রেরা কর্ত্তার 'হারান ধন' বলিয়াই তাহাদিগকে পাইয়া কর্ত্তার অত তদ্গতভাব। কন্যা বাটীতে আসিলে কর্ত্তার মনে কত পূর্ব্ব বিবরণ, কি ভাবে উঠিতেছে, তাহা কে বলিবে? স্মৃতি জাগরূক হইয়া পূর্ব্বানুশোচনার কবাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, তজ্জন্যই চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রুবারির বিসর্জ্জন হইতেছে।

আবার বলি, যাহার উপর জোর খাটিতে পারে বলিয়া মনে মনে বোধ হয়, তাহারই প্রতি মমতা থাকে। যাহার উপর কোন জোর চলে না, তাহার প্রতি মমতাও ন্যূন হইয়া যায়। কোন ছেলেকে একটী পুতুল দেখাইয়া বল, ঐটী তোমার পুতুল, এই বলিয়া পুতুলটী একটী উচ্চস্থানে রাখিয়া দেও—ছেলে যেন পুতুলটী ছুঁতে ধরিতে না পারে। সে ছোঁবার ধরিবার জন্য এক বার, দুই বার, চারি বার কাঁদিবে। তাহার পর আর কিছুই করিবে না। পুতুলের প্রতি তাহার বিশেষ মমতাই জন্মিবে না। আমরাও বড় ছেলে বইত নয়? আমাদিগের

কন্যাসন্তান ঐরূপ পুতুল—আমাদের বটে, কিন্তু আমরা উহাকে লইয়া কিছুই করিতে পাই না বলিলেই হয়। আর কত কাঁদিব—ক্রমে ক্রমে মায়া ছাড়িয়া দি।

কন্যাসন্তানের পৈতৃক বিষয়ে অধিকারী হওয়া উচিত কি না? মুসলমানদিগের আইনে, ফরাসীদিগের আইনে, ইটালীয়দিগের আইনে এবং অপরাপর নব্য ইউরোপীয় আইনে কন্যাদিগকে পৈতৃক সম্পত্তির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ দিবার বিধি আছে। আমাদিগের শাস্ত্রে এবং ইংরাজদিগের শাস্ত্রে সেরূপ বিধি নাই দায়ভাগের ব্যবস্থা কেবল মাত্র প্রজার মনের ভাব বুঝিয়া প্রস্তুত হয় না। অর্থশাস্ত্র এবং রাজনীতিশাস্ত্রের কতক বিচারও ব্যবস্থার প্রণয়নে প্রবেশিত হইয়া থাকে। সে সকল শাস্ত্রের বিচার বড় জটিল, তাহা বহুমুখ এবং দেশের অবস্থা ও প্রকৃতিভেদে ভিন্ন হয়। অতএব ও বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

আমি বলি, পিতা আপন জীবদ্দশাতেই কন্যা সন্তানদিগকে কিছু কিছু দিবেন—এক বারে নয়—মধ্যে মধ্যে দিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কন্যাসন্তানের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার না হওয়াই ভাল। ভাই-ভগিনীতে জ্ঞাতিবিরোধের পথ খুলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

একবিংশ প্রবন্ধ।

ভাই ভগিনী।

ভাই ভগিনীর সম্বন্ধটী বড় সুমিষ্ট। শৈশব হইতে একত্রে থাকা, একত্রে শিক্ষালাভ, একত্রে সুখ দুঃখ ভোগ, এই সকল কারণে ভাই ভগিনীদিগের মধ্যে একটী গূঢ়রূপ সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা থাকিলেও তাহাতে ঈর্ষা থাকেনা; পরস্পরের মধ্যে সাহায্য দান থাকিলেও, অহঙ্কার থাকেনা; পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ থাকিলেও, আত্মগ্লানি থাকেনা। ভাই-ভগিনীদিগের সম্বন্ধটী মূলতঃ সাম্য-সম্বন্ধ এবং সকল অবস্থাতেই ঐ সাম্য-ভাবটী উহাদিগের মনোমধ্যে জাগরূক থাকে। উহাঁদিগের মধ্যে কাল ক্রমে যিনি যত ছোট হউন, কখনই তাঁহার অন্তর্ভূত সাম্য-ভাবটী একবারে অপনীত হইয়া যায় না। আমরা এক বাপ-মায়ের ছেলে, ভাই ভগিনীরা কখনই এই তথ্যটী ভুলিতে পারেনা এবং যাহারা ঐ তথ্যটী বিশিষ্টরূপেই স্মরণ রাখিতে পারে, তাহারাই পরস্পরের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা প্রকৃষ্ট-রূপে সাধন করিতে পারে।

ঐ সূত্রটী স্মরণ থাকিলে এবং উহার অনুযায়ী কর্য্য করিলে যে, ভাই ভগিনীরাই অপনাপন কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিয়া পরস্পরের ধর্ম্মবৃদ্ধি করিতে পারে তাহাই নহে; ঐ সূত্রই উহাদিগের পরস্পর কর্ত্তব্যাবধারণের পথ। ঐটী মনে রাখিয়া চলিতে পারিলে, পিতা-মাতাও উহাদিগের পক্ষে ধার্য্য পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আপনাদের করণীয় সুনির্দ্ধারিত করিতে পারেন। আপনাদিগের সন্তান সন্ততির মধ্যে পরস্পর সাম্যভাব উদ্রিক্ত হইলেই তাঁহাদিগের পক্ষে উচিত হয়; অতএব শৈশব হইতেই ঐ সাম্যভাবের বীজ তাহাদিগের হৃদয়ে বপন করা কর্ত্তব্য।

এই কাজটী সুসম্পন্ন হইবার কয়েকটী অন্তরায় আছে। এক অন্তরায় কন্যা-পুত্রের ইতর বিশেষ। যিনি যাহা বলুন, সকল সমাজেই ঐ পার্থক্য আছে এবং তাহা থাকিবার যথেষ্ট কারণও আছে। অপর কোন কারণের এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এখানে এই মাত্র বলিব যে, একটী প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই, কন্যা-সন্তান অপেক্ষা, পুত্র-সন্তানের জীবনী শক্তি শৈশবে অধিকতর ক্ষীণা থাকে। সূতিকাগারে অনেক ছেলে মারা যায়—কিন্তু কন্যা-সন্তান দুইটীর স্থলে পুত্র-সন্তান পাঁচটী মারা যায়; আর পঞ্চমবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কন্যা-সন্তান ছয়টীর স্থানে পুত্র-সন্তান আটটী মারা যায়; আর দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কন্যা-সন্তান দশটীর স্থানে পুত্র-সন্তান চৌদ্দটী মারা যায়; আর ষোড়শবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কন্যা-সন্তান চৌদ্দটীর স্থানে পুত্র-সন্তান পনরটী মারা যায়। ষোল সতর বৎসর উত্তীর্ণ হইলে, পুত্রের জীবন কন্যার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়তর হইয়া দাঁড়ায়। এই নৈসর্গিক নিয়মের অনুযায়ী হইয়াই সকল সমাজে কন্যার অপেক্ষা শৈশবে পুত্রের প্রতি পালন যত্ন কিছু অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ আধিক্য নিবন্ধন কন্যাদিগের হৃদয়ে যে বিশেষ ঈর্ষা জন্মে তাহা বোধ হয় না। কন্যাদিগের ধীশক্তি পুত্রদিগের ধীশক্তি অপেক্ষায় অধিক শীঘ্র পরিস্ফুট হয় এবং যাহার ধীশক্তি পরিস্ফুট হয়, সে স্বভাবভেদে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করিতে বা মুরব্বিআনা করিতে ভাল বাসে। আমি ইংরাজের বাটীতে ইংরাজের ছেলেদের মধ্যেই দেখিয়াছি, পাঁচ বৎসরের বালিকা সাত বৎসর বয়সের জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের প্রতি অনুগ্রহশীলা হইয়া তাহাকে খাবার বাঁটিয়া দিতেছে এবং আপনি ভ্রাতার অপেক্ষা অল্পভাগ লইতেছে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধি আছে, যে প্রথমে কন্যা সন্তান হওয়া ভাল, তাহার পরে পুত্র। কন্যা অতি অল্পবয়সেই অন্যের যত্ন করিতে পারে। ফল কথা, কন্যা-সন্তানের অপেক্ষা পুত্র-সন্তানের একটু বেশী যত্ন হইলেই যে উহাদিগের মধ্যে সাম্যভাব উদ্রেকের বিশেষ ব্যাঘাত হয় তাহা নহে।

ছোট ছেলের এবং ডাগর ছেলের মধ্যেও একটু ইতর বিশেষ হয়। ছোট কে আগে খাওয়াইতে হইবে, সে আবদার করিলে তাহাকে আগে ভুলাইয়া শান্ত করিতে হইবে, তাহার খেলানাটী বিশেষ যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে, অথবা হারাইয়া গেলে বড়র স্থানে লইয়া তাহাকে দিতে হইবে, সে অধিকক্ষণ কোলে পিঠে থাকিবে, এইরূপ ইতর বিশেষেও ছেলেদের মধ্যে যে সাম্যভাবের সংস্থাপন আবশ্যক তাহার বিঘ্ন হয় না। ছেলেরা সত্য সত্যই তত নির্ব্বোধ নয়। উহারা বেশ বুঝিতে পারে যে, ছোট এবং দুর্ব্বল এবং অক্ষমদিগের প্রতি একটু অধিক যত্নের প্রয়োজন এবং উহারা নিজেও সেই যত্ন করিবার জন্য বিলক্ষণ আগ্রহশীল হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ অমন সকল স্থলে সাম্যভাব প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা করা অনৈসর্গিক, অনাবশ্যক, অসাধ্য এবং হানিকর। বাপ মা ঐ সকল বৈষাম্য রক্ষা করুণ। ও সকল বৈষাম্যের হেতু অতি সুস্পষ্ট এবং শিশুদিগের ও বোধগম্য। কিন্তু বাপ মা যেন সত্য সত্যই একটী ছেলেকে বেশী এবং অপর একটীকে কম ভাল না বাসেন—অর্থাৎ ছেলেদের মধ্যে অহেতুক কোন ইতর বিশেষ না করেন। তাহা করিলেই স্ব স্ব সন্তানদিগের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা জন্মিয়া যাইবে এবং সেই ঈর্ষা যাবজ্জীবনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইবে না। কিন্তু সহেতুক বৈষাম্যেও কোন কোন স্থলে দোষ হয়। যদি একটী ছেলে অন্য ছেলেদের অপেক্ষা অধিক সুন্দর বলিয়া বাপ মায়ের আদরে হয়, তবে অপর সকল ছেলেই তাহার প্রতি বিদ্বেষ করে। যদি একটী অধিক বুদ্ধিমান, মেধাবী এবং আবিষ্ট বলিয়া বিশেষ সমাদর পায়, তাহা হইলেও ঈর্ষার উদ্রেক হয়; কিন্তু সে ঈর্ষা প্রবলা হয় না এবং বয়োধিকে তাহা একেবারেই অন্তর্হিত হয়। যদি অনেকগুলি কন্যাসন্তানের পর একটী পূত্র সন্তান হয় অথবা অনেকগুলি পুত্র জন্মিবার পর একটী কন্যাজন্মে, তবে তাদৃশ পুত্র বা কন্যা কিছু বেশীআদরের সামগ্রী হইয়া উঠে——এবং সেরূপ হইলে ভাই ভগিনীর মধ্যে কিছু ঈর্ষার

উত্তেজন করে, কিন্তু সে ঈর্ষ্যা অতিপ্রবলা হইয়া চরিত্রদূষিত করে না। পিতা-মাতা যত দূর পারেন, এই সকল সহেতুক বৈষাম্য-জনিত ঈর্ষ্যার কারণ নিবারণ করিয়া চলিবেন, আর পুনর্ব্বার বলি, অহেতুক বৈষাম্য কোন মতেই হইতে দিবেন না। আমাদের দেশে একটা উপধর্ম্ম-মূলক বৈষাম্য আছে—সেটা বিশেষ যত্ন সহকারে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। যে সময়ে পিতা-মাতার কোন বিশেষ সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কারণ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে যে সন্তান জন্মে, তাহার প্রতি একটু বিশেষ অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা হইয়া থাকে এবং পিতা-মাতার তাদৃশ আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্যের ভুক্তভোগী সন্তান প্রায়ই দুর্ব্বল বা কঠিন প্রকৃতিক হইয়া পড়ে। তাদৃশ সন্তান ভাই-ভগিনীর প্রতি সমীচীন ব্যবহারে কদাপি সমর্থ হয় না। এই 'পয়া' 'অপয়া' কথা দুইটীতে অনেক সুখ নষ্ট এবং অসুখের বৃদ্ধি করিয়াছে—সহর অঞ্চলে ও শব্দ দুইটীর তেমন প্রাদুর্ভাব নাই; কিন্তু পল্লীগ্রামে উহাদিগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। এই সকল স্থলে পিতা-মাতা একটু সতর্ক হইয়া চলিলে এবং সন্তানগুলিকে পরস্পর সাহায্যদানে উন্মুখ করিয়া তুলিলে গৃহ বাসের সুখ বিশিষ্টরূপেই বর্দ্ধিত হয়। বড়-ভাই, বড়-ভগিনী, ছোট ভাই-ভগিনীদিগকে কাপড় পরাইয়া দিবে, খাওয়াইবে, মুখ হাত ধুইয়া দিবে, তাহাদের জুতা, কাপড় প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিবে, খেলেনা সাজাইয়া দিবে, তাহাদিগকে লইয়া খেলা করিবে—এইরূপ হইলে পিতা-মাতার বিশেষ আনন্দ জন্মে এবং ছেলেদের মধ্যেও সৌভ্রাত্রভাব সুস-বদ্ধ হয়। আমার বিবেচনায়, বড়দিগের মধ্যে ছোটদিগের কাজ কর্ম্ম ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া ভাল নয়। মনে কর, যেন কোন গৃহ-স্থের ক, খ, গ তিনটী কন্যা এবং চ, ছ দুইটী পুত্র আছে। ক, চয়ের কাজগুলি করিবে এবং খ, ছয়ের কাজগুলি করিবে, এবং তাহা করিয়া ক, চকে এবং খ, ছকে আপনাপন ভাগে বুঝিবে, এরূপ ব্যবস্থা ভাল নয়। ক, সকলের জেঠা, সে গ, এবং চ এবং ছ এই তিনেরই খাওয়া দাওয়া দেখুক,

খ ও গ, চ এবং ছএর বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখিবার ভারপ্রাপ্ত হউক ——এইরূপে সকল ছোটগুলিকেই সকল বড়গুলি আপানাদিগের প্রতি পাল্যের মধ্যে পাউক। ইহাই সুব্যবস্থা।

আজি কালি একান্নবর্ত্তী সম্মিলিত পরিবারের মধ্যে প্রায়ই এরূপ ব্যবস্থা করা হয় না; এবং তাহা করা হয় না বলিয়াই মিলিত পরিবারের অনেকটা সুখ কম হইয়া যাইতেছে। যদি মিলিত পরিবারের মধ্যে সকল ভ্রাতার সকল সন্তানগুলিকে এক দলস্থ মনে করিয়া বড় ছেলেগুলির দ্বারা ছোট ছেলেদের কাজ লওয়া যায়—তবে মিলিত পরিবারের মধ্যে সুখ এবং ধর্ম্ম সাধনা উৎকৃষ্টতর হয়———

যে পরিবারের ছেলেরা এইরূপে বিবেচনা-পূর্ব্বক পালিত এবং শিক্ষিত হয়, সে পরিবারে ছেলেয় ছেলেয় ঝকড়া কম হয়, তাহাতে বয়োধিকদিগের যোগ কম হয় এবং অল্পকারণে অন্তর্বিচ্ছেদ হইতে পারে না।

সেরূপে পালিত পরিবারের মধ্যে ভাই-ভগিনীদিগের পরস্পর মনের মিল অতি সুমধুর হইয়া উঠে। ছেলেবেলায় ত এ খাইল বেশী, ও পরিল ভাল, এ সকল কচকচির কোন উল্লেখই হয় না; বড় হইয়া উঠিলে পরস্পরকে সাহায্য দান করা, অতি সহজ ব্যাপারই হইয়া থাকে। একজনের কোন জিনিষটা আছে, আর একজনের নাই বা হারাইয়া গিয়াছে, যাহার নাই বা হারাইয়াছে. সেই উহা পায়—— কেমন করিয়া পায় তাহার কোন উচ্চবাচ্য হয় না। 'তুইনেনা' বা "তুমি লওনা" কখন কখন এই কথা দুই একবার শুনা যায় মাত্র। একজনের পাঠশিক্ষা হইয়াছে, খেলিতে যাইবার সময় হইয়াছে, কিন্তু ভগিনীটার হয় নাই——যতক্ষণ না হইবে ততক্ষণ খেলিতে যাওয়া হয় না। একটির পীড়া হইয়াছে, আর বাড়িতে দৌড়াদৌড়ি থাকে না—কান্না কাটনার এবং আমোদ প্রমোদের চেঁচাচেঁচি হয় না।

আরও বয়োবৃদ্ধি হইলে, ভগিনীদিগের বিবাহ হইয়া গেলে, শ্যালক-

দিগের সহিত ভগিনীপতিদিগের বিলক্ষণ মনের মিল জন্মে। ভগিনী-দিগেরও পরস্পর সৌহার্দ্দন্যূন হইয়া যায় না। যদি এক ভগিনীর বড় মানুষের বাটীতে বিবাহ আর একটীর সামান্য গৃহস্থের বাটীতে বিবাহ হইয়া থাকে, তথাপি ভগিনীদিগের মধ্যে তাচ্ছল্য বা ঈর্ষ্যা জন্মিতে পারে না। কিন্তু সকল কন্যাকে সমান ঘরে (সঘরে) বিবাহ দিবার চেষ্টা করা পিতা-মাতার কর্ত্তব্য।

ভ্রাতৃবর্গের বিবাহ হইবার পর এবং পিতা-মাতার অবর্ত্তমানে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়া থাকে। কিন্তু সুপালিত পরিবারের মধ্যে এবং পৈত্রিক ধনের বিভাগ স্পষ্টরূপে করা থাকিলে প্রায়ই তাহা হইতে পায় না। যদি ভাইয়ে ভাইয়ে সত্য সত্যই মনের মিল থাকে তবে তাঁহাদিগের পত্নীগণও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ সম্পন্ন হইতে পারেনা। জায়ে জায়ে ঝকড়া বাধাইবার মূল (১ম) ছেলের ছেলেয় ঝকড়া (২য়) ঝিয়ে ঝিয়ে ঝকড়া। ঐ দুইটীই অতি সামান্য বিষয় এবং অল্পমাত্র সাবধানতায় উহাদিগের প্রতিবিধান হইয়া যায়। ভ্রাতাদিগের মধ্যে উপায় ক্ষমতার ইতর বিশেষ নিবন্ধন যদি মনোমালিন্যের সম্ভাবনা হয়, তাহার প্রতিবিধানের উপায় একটী মাত্র—পৃথগন্ন হওয়া। ভ্রাতা-দিগের মধ্যে পরস্পর সম্মতি ক্রমেই তাহা করা ভাল, মনোমালিন্য পর্য্যন্ত জন্মিতে দেওয়া অনুচিত, আর যাঁহার উপায় কম অথবা সন্তা-নাদি অধিক, তাঁহার দ্বারাই পৃথগন্নতার প্রস্তাব হওয়া বিধেয়। কিন্তু পৃথগন্ন হইয়া গেলেও ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনের ঐক্য সর্ব্বতোভাবে সংর-ক্ষিত হইতে পারে, এবং তাহা না হইলেই উহাদিগের স্বভাবে দোষ জন্মে। পৃথগন্ন হইলেও পরস্পর সাহায্য চলিবে, সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, বিষয় বিশেষে সম্মিলিত পরামর্শ হইবে এবং একযোগে অনুষ্ঠান চলিবে। সৌভ্রাত্র এবং সৌভাগিন্য ইহারা নিত্য সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধের রক্ষায় পবিত্রতা সাধন হয়, আত্মগৌরবের কোন কারণ হয় না; ইহা রক্ষা না করায় পবিত্রতার হানি হয় এবং লোক নিন্দাও জন্মে।

ইউরোপীয়দিগের স্থানে আমরা পারিবারিক কোন ধর্ম্মই প্রকৃতরূপে শিক্ষা করিতে পারিনা। উহাঁদের সহিত আমাদিগের ধর্ম্মনীতি এবং সমাজনীতির অনৈক্য নিবন্ধন আমাদিগের পারিবারিক নীতিও ভিন্নরূপ। উহাঁদিগের মধ্যে অর্থের গৌরব কিছু অতিরিক্ত। এই জন্য উহাঁরা স্বজনের স্থানে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে অথবা স্বজনকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে বড়ই নারাজ। কিন্তু সত্য সত্যই অর্থ সাহায্য ত অপর সকল প্রকার সাহায্য অপেক্ষা উচ্চতর সাহায্য নয়। শারীরিক পরিশ্রম এবং যত্ন দ্বারা, বুদ্ধিশক্তির পরিচালন দ্বারা, প্রভাবশালিতার প্রয়োগ দ্বারা, এবং প্রীতি ভক্তি এবং উৎসাহ প্রদান দ্বারা, যে সাহায্য হয় তাহা অর্থ সাহায্য অপেক্ষা অনেক অধিক। ঐ সকল সাহায্যের আদান প্রদানে যখন কোন আপত্তি হয় না, তখন টাকার সাহায্য সম্বন্ধেই অতটা লজ্জা বোধ এবং মানসিক সংকোচ হয় কেন? আমার বিবেচনায় অপরের স্থানে অর্থ সাহায্য গ্রহণে যে দোষ এবং লজ্জা, ভাই ভগিনীর মধ্যে সে দোষ এবং লজ্জার কোন হেতুই নাই। ভাই-ভগিনীর মধ্যে অর্থ সাহায্যের যদি প্রয়োজন থাকে এবং অর্থ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সমাজে নিন্দা হয়। সুতরাং যিনি ঐরূপ সাহায্য করিতে না দেন, তিনি আপনার স্বজনদিগকে নিন্দাভাগী করেন।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ইহার ভিন্নভাব। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি——

(১) অনেক গুণশালী গারফীল্ডের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। তিনি প্রতি দিন গারফীল্ডকে তাঁহার শৈশবাবস্থায় কোলে করিয়া দুই ক্রোশ পথ লইয়া গিয়া বিদ্যালয়ে রাখিয়া আসিতেন এবং সায়ংকালে পুনর্ব্বার বিদ্যালয় হইতে কোলে করিয়া বাটীতে আনিতেন। ঐ জ্যেষ্ঠার বিবাহ হইয়া গেলে, গারফীল্ড কিছুকাল তাঁহারই বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া এবং শিল্পকার্য্য-শিক্ষা করেন। গারফীল্ড ভগিনীর বাটীতে বাসাখরচ দিতেন এবং জ্যেষ্ঠা তাহা লইতেন। বলিতেন, গারফীল্ডকে বাসাখরচ না দিতে

দিলে, সে ভগিনীপতির বাটীতে থাকিতে লজ্জিত হইবে। (২) গারফীল্ডের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কোন সময় কনিষ্ঠের পাঠের সাহায্যার্থে নিজ পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থ প্রদান করিতে চাহিলে, গারফীল্ড তাহা লইলেন, কিন্তু প্রথমে আপনার লাইফ্-ইন্‌সুয়র করিয়া উহার প্রমাণপত্রখানি জ্যেষ্ঠের হস্তে সমর্পণ করিলেন। গারফীল্ডের জীবনচরিত লেখক ঐ উদাহরণগুলিকে সৌভ্রত্রভাবের বিশেষ পরিচায়ক বলিয়াই মনে করিয়াছেন। কিন্তু আর্য্যজাতীয় লোকের চক্ষে ঐগুলি বিশেষ সৌভ্রাত্রের পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। যে জাতি ধনকেই পরম পদার্থ বলিয়া পূজা করে, তাহাদিগের চক্ষে ঐগুলি বিশেষ ভ্রাতৃবাৎসল্যের চিহ্ন স্বরূপ হইতে পারে। আমার বিবেচনায় জ্যেষ্ঠাকে বাসাখরচ না ধরিয়া দিলে এবং জ্যেষ্ঠের হস্তে লাইফ্ ইন্‌সুরের সার্টফিকেট জমা করিয়া না দিলে, গারফীল্ড উহাঁদিগকে অধিকতর সুখী করিতে পারিতেন। অন্ততঃ আমার মতে উহাই ভাই-ভগিনীর প্রতি উচিত ব্যবহার হইত। আর গারফীল্ড ইউনাটেড সাম্রাজ্যের সম্রাট-সভাপতি হইলে পর, ঐ জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং ভ্রাতার প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা জানি বার নিমিত্ত আমার বিশেষ কৌতূহল হইয়া আছে। কিন্তু চরিত্র-লেখকের মনে ঐ কৌতূহল উঠে নাই—তিনি ঐ বিষয়ে নির্ব্বাক।

দ্বাবিংশ প্রবন্ধ।

পুত্রবধূ।

স্ত্রী। বৌয়ের মুখ দেখা বড় ভাগ্যের কথা। ছেলে হবে—বাঁচিবে—বের যোগ্য হবে—বে হবে—তবে বৌয়ের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌয়ের মুখ দেখা বড় ভাগ্যের কথা।

পুরুষ। তবুও ত শাশুড়ীরা বৌকে ক্লেশ দেয়। কেন ক্লেশ দেয় বলিতে পার?

স্ত্রী। সকল কারণ বোধ হয় জানি না, বলিতেও পারি না। যে কয়েকটা মনে হয়, বলিতেছি। এক কারণ, যে শাশুড়ী নিজে বৌ-যন্ত্রণা ভুগিয়াছে, সে বৌয়ের যত্ন শিখে নাই। সে মনে করে, আমার প্রতি যেমন করিয়াছে, আমিও তেমনি করিব।

পুরুষ। এতে একটু নাজানা দেখায়, আর একটু দাদতোলা দেখায়। আর——?

স্ত্রী। আর এক কারণ, যদি আপনার স্বামী না থাকে, ছেলের বশে থাকিতে হইবে এমন বোধ হয়, তাহা হইলেও বৌকে যন্ত্রণা দেয়।

পুরুষ। শাশুড়ী মনে করে, ছেলের ভালবাসার উপর আমার সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে—বৌ সেই ভালবাসা সমুদায় আত্মসাৎ করিবে, এই শঙ্কা করিয়া বৌয়ের প্রতি বিদ্বেষ করে। কিন্তু এ ত বিধবা শাশুড়ীদিগের কথা হইল। সধবা শাশুড়ীরাও কি বৌয়ের প্রতি অত্যাচার করে না?

স্ত্রী। করে বই কি—কিন্তু বিধবাদের চেয়ে ঢের কম করে। বিধবা শাশুড়ী যত দেখিয়াছি, প্রায় সকলেই বৌ-কাটকী। * * ।

পুরুষ। * * * ত বিধবা নয়—সে বড় বৌ-কাঁটকী না?

স্ত্রী। তার স্বামী অক্ষম—ছেলেই রোজগারী। তার বৌয়ের প্রতি অযত্ন বিধবা শাশুড়ীরই অযত্নের মত।

পুরুষ। ভাল তার বেলা যেন ও কথা বলা যায়। কিন্তু * * * র বেলা কি বলিবে? তার স্বামী ত অক্ষম মনুষ্য নয়? কিন্তু তোমারই মুখে শুনিয়াছি, সে বৌয়ের যৎপরোনাস্তি লাঞ্চনা করে।

স্ত্রী। তার কথা ছেড়ে দাও। সে চিরকালই কনে-বৌ থাকিবে—তার চুল পাকিতে গেল, তবু বৌয়ের রূপের নিন্দা করে। সধবা শাশুড়ীরা বৌ-কাঁটকী হইলে বৌয়ের রূপের নিন্দা করিতেই চায়।

পুরুষ। ওরা বৌয়ের রূপের নিন্দা করে কেন?

স্ত্রী। আপনার রূপ ভাল বলিবার জন্য। যার ছেলের বে হয়ে বৌ হয়েছে, তার বয়স অবশ্যই হয়েছে। যাদের মনে মনে রূপের গৌরব বেশী, তারা আপনাদের বয়স বেশী ভাবিতে ভাল বাসে না।

পুরুষ। সধবা স্ত্রীলোকদিগের ত আপনার বয়স অধিক হইয়াছে, ভাবিতে নাই। সধবা স্ত্রীলোকের যতই বয়স হউক, তিনি একজনের চক্ষে চিরকালই ছেলে মানুষ। স্বামী থাকিতে মেয়ে মানুষের বুড়ী হইবার যো নাই।

স্ত্রী। তা সত্য—কিন্তু তা বলে কি বৌয়ের হিংসা করা উচিত? বৌ ত তাকে বুড়ি করে নাই? বয়স হয়েছে—ছেলে হয়েছে—ছেলের বে দিয়েছে, তবে বৌ হয়েছে। বৌ আর আপনি এসে শাশুড়ীকে বুড়ী করে না!

পুরুষ। তবে বৌ-যন্ত্রণার মূল চারিটী—এক শাশুড়ীর অজ্ঞতা, দ্বিতীয় তাঁর দাদ তুলিবার ইচ্ছা, তৃতীয় তাঁর মনের ভয়, চতুর্থ তাঁর হিংসা। কিন্তু এ সব ত শাশুড়ীর দোষই বলিলে—বৌয়ের দোষ কি কিছু থাকে না?

স্ত্রী। আমার বোধে ত বৌয়ের দোষ কিছুই হইতে পারে না। ছেলে মন্দ হয়, বাপ মার দোষে—স্ত্রী মন্দ হয়, স্বামীর দোষে—বৌ মন্দ হয়, শাশুড়ী দোষে।

পুরুষ। আমার বৌ-মা কেমন হবেন ?

স্ত্রী। তোমার জানা আছে, আমি ছেলে বেলার একটু বৌ-যন্ত্রণা পাইয়াছিলাম—সেই জন্য তোমার মনে মনে ভয় আছে, পাছে আমিও আমার বৌ-মাকে যন্ত্রণা দি। কিন্তু আমিত আমার নিজের শাশুড়ীর স্থানে কোন যন্ত্রণাই পাই নাই ? আমাকে যন্ত্রণা দিয়াছিল, অপর লোকে।—। * * * আমি অক্ষম স্বামীর হাতেও পড়ি নাই। হিংসাটী আমার মনে উঠিতে পারে কি না, তাহা তুমিই ভাল বলিতে পার। আমি এই জানি যে, আগে আমার যেমন আদর ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। *

পুরুষ। তুমি বৌ-মার যত্ন কিরূপ করিবে ?

স্ত্রী। তাহা বলিতে পারি না। তবে এই বলিতে পারি, একটী পাখীকে তার কোটর থেকে আনা হইবে, তাকে পোষ মানাইতে হইবে—সে সুখ না পেলে পোষ মানিবে কেন ? যাহাতে সে আপনার কোটর ভুলে, আপনার বাপ মাকে ভুলে, বাপের বাড়ী যাইতে না চায়, তাকে এরূপ করিয়া তুলিতে হইবে।

পুরুষ। যে মা ছেলেকে সত্য সত্য ভাল বাসে, সে কখন বৌয়ের উপর বিরূপ হয় না। দেখ, ছেলে যদি বৌকে না ভাল বাসে, তবে ছেলেরও দুর্ভাগ্য, ছেলের মায়েরও দুর্ভাগ্য।

স্ত্রী। যে বৌকে দেখিতে পারে না, সে ছেলেকেও ভাল বাসে না, সত্য। যারা বৌকে ভাল বাসে না, তারা প্রায়ই ছেলের আবার বে দেবার চেষ্টা করে। আর একটা বে দিলে যে পরে ছেলের ক্লেশ হইবে, তা কি তারা জানে না ? তারা জেনে শুনেই ছেলের উপর কর্ত্তৃত্ব ফলাইয়া ছেলেকে যাবজ্জীবন কষ্টে ফেলে। তেমন মায়ের কথা না শুনায় ছেলের পাপ হয় না।

পুরুষ। এগুলি খুব পাকা কথা। কিন্তু আমার বোধ হয়, বৌ-যন্ত্রণার আর একটী মূল আছে, সেটী তোমার মনে পড়ে নাই। সে মূলটী একটি মেয়েলী লোকে পাওয়া যায়—

'চন্দ্রমুখী মেয়ে আমার পরের বাড়ী যায়।
আর খাঁদা নাকি বৌ এসে বাটায় পান খায়॥'

এতেই বৌ-যন্ত্রণার সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর মূলটী আছে। এই মূলটী শুদ্ধ শাশুড়ীর চেষ্টায় অপনীত হইতে পারে না। ছেলে এবং বৌ দুই জনকে বিশেষতঃ ছেলেকে ঐ মূলটী নষ্ট করিবার নিমিত্ত মায়ের সহায়তা করিতে হয়। বৌ যদি ননদটীকে দেখিতে না পারে, এবং ছেলে যদি বৌয়ের সেই বিদ্বেষ নিবারণ না করে, তাহা হইলে কোন মায়ের মনে দুঃখ না হয়? তখনই বোধ হয়, ছেলেও যে পদার্থ, মেয়েও সেই পদার্থ—ছেলের বে দিলাম বলিয়া কি আমার পেটের মেয়েরা পর হইয়া যাইবে? এইরূপ ভাবিয়া যে ক্রোধ জন্মে, তাহা নিতান্ত অন্যায্য বলিয়াও মনে করিতে পারি না।

স্ত্রী। আমি অত শত বুঝিতে পারি না। আমি এই মাত্র বুঝি—আমিও যে পদার্থ, বৌ-মাও সেই পদার্থ। আমি আজি ঘরের গিন্নি, যা করি তাই হয়। কালি বৌ-মা ঘরের গিন্নি, যা করিবেন, তাহাই হইবে। আমি আপনার ছেলে বেলার কথা মনে করিব। তখন আপনি যাহা চাহিতাম, বৌ-মাও তাই চায়—তখন আমি যা মনে করিতাম, বৌ-মাও তাই মনে করে। এইরূপ করিয়া বৌ-মার মন বুঝিতে পারিব—সেই মন বুঝিয়া চলিব।

ত্রয়োবিংশ প্রবন্ধ।

কন্যা পুত্রের বিবাহ।

কন্যার বিবাহের দায় চিরকালই বড় দায়—আজি কালি এ প্রদেশে ঐ দায়ের কথায় কিছু বেশী রকম আন্দোলন হইতেছে। আন্দোলনের মূল কথা, কন্যার বিবাহে ব্যয়প্রসন বড়ই বাড়িয়াছে। কিন্তু এখনও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ঐ আন্দোলন সংক্রামিত হয় নাই। দাক্ষিণাত্যে, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পণ লইয়া এবং পণ দিয়া বিবাহ, দিবার, উভয় প্রথাই প্রচলিত আছে। দ্রাবিড়ভূমির অপরাপর স্থলে পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দিবার রীতিই সমধিক প্রবল। আর্য্যাবর্ত্তে, সারস্বত এবং আদি-গৌড় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও পণ লইয়া এবং পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দিবার প্রথা আছে। সুতরাং কি দাক্ষিণাত্যে কি পঞ্জাব প্রদেশে কি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কোথাও কন্যার বিবাহে অধিক ব্যয় হয় বলিয়া বিশেষ কোন আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। ক্ষত্রিয় এবং রাজপুত প্রভৃতি রাজা-রাজড়ার মধ্যে হইয়াছে, এবং সেই আন্দোলন তাঁহাদিগের হীনাবস্থার দ্যোতক। বিহার প্রদেশে এবং বঙ্গভূমিতে অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে সকল উৎকৃষ্ট বর্ণের মধ্যেই এই বিষয়ের অধিক আন্দোলন হইতেছে। আবার দেখা যায় যে, ঐ সকল প্রদেশে কুলীন মৌলিক বলিয়া দুইটী থাক জন্মিয়া গিয়াছে; এবং কি ব্রাহ্মণ কি অপর জাতীয় সকল লোকের মধ্যেই ব্রাহ্মবিবাহের অর্থাৎ পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দিবার প্রথা সমধিক পরিমাণে গৌরবান্বিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রদেশেই বরকর্ত্তারা পণের নিমিত্ত জিদ করিয়া থাকেন। এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি, অনেকের সংস্কার এইরূপ যে, কুলীন মৌলিক ভেদটী কেবল বঙ্গদেশেই প্রচলিত। তাহা নয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কান্যকুব্জদিগের এবং বিহার প্রদেশীয় মৈথিলদিগের

মধ্যেও বাঙ্গালারই অনুরূপ কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যেখানে কুলীন মৌলিক ভেদ, সেইখানে আপনার অপেক্ষা বড় ঘরে কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত ইচ্ছাটী প্রবল হইয়া থাকে, এবং যেখানে ঐ ইচ্ছা প্রবলা, সেইখানেই বরকর্ত্তার কুলমর্য্যাদাস্বরূপ তাঁহাকে পণ দিতে হয়।

পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণের প্রকৃত মূল এই। কিন্তু আজি কালি ঐ মূল গাছের উপর একটা কলম লাগিয়া গিয়াছে। এক্ষণে কন্যাকর্ত্তার স্থানে যে পণের জন্য পীড়াপীড়ি হয়, তাহা কেবল কুলমর্য্যাদা বলিয়া নয়। কুলের মান দিন দিন খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে, কিন্তু পণের হার দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ এই—অর্থকরী ইংরাজীবিদ্যার সমাদর বৃদ্ধি হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তানেরা কুলীন-সন্তানদিগের স্থান গ্রহণ করিতেছেন—কুলীন সন্তানদিগের ন্যায় তাঁহারা বহুবিবাহ করেন না; প্রত্যুত, পত্নীর ভরণ পোষণ করেন, সুতরাং তাঁহাদের আদর বেশী—আবার তাঁহাদের সংখ্যা কুলীন সন্তানের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প—সুতরাং তাঁহাদের দরও খুব বেশী। দেশে বিবাহযোগ্যা কন্যার অপেক্ষা বিবাহযোগ্য ইউনিবর্সিটীসন্তানের সংখ্যা চিরকালই অনেক কম থাকিবে—প্রত্যুত ঐ ন্যূনতা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইবে; সুতরাং বরের দর বাড়িতেই থাকিবে, কদাপি কম হইবে না। দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে, যেখানে পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দিবার প্রথাই প্রচলিত, সে সকল স্থানেও আজি কালি ইউনিবর্সিটী সন্তানদিগকে আর বড় একটা পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইতেছে না। তাঁহারা দানে কন্যা পাইতেছেন। কিছুকাল পরে তাঁহারাও আমাদের মত পণ না লইয়া পুত্রের বিবাহ দিবেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সদ্বংশজাত এবং সুশিক্ষিত বরপাত্রের দর বাড়িতেই থাকিবে। সুতরাং ঐ দর কমাইবার জন্য যতই বাগাড়ম্বর হউক, তাহাতে কোন বিশেষ ফললাভ হইবার নহে। যেখানে বংশমর্য্যাদা স্বীকৃত, যেখানে উচ্চ বংশে কন্যা দিবার ইচ্ছা, যেখানে গুণের গৌরব,

সেই খানেই ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলিত হইবে, এবং পণ দিয়া কন্যার বিবা দিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তটী স্থির-নিশ্চয় বুঝিলে সুবোধ ব্যক্তি কন্যা বিবাহে পণ দিতে হয় বলিয়া আর কাঁদা কাটা করিবেন না। তিনি আপনার কন্যার বিবাহের নিমিত্ত কিরূপে যত্নশীল হইবেন, তাহাই বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। ঐ ব্যাপারে সংস্কারের চেষ্টা যে অপচেষ্টা তাহার অধিক প্রমাণের প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সংস্কারকবর্গের পথ-প্রদর্শক ইংরাজেরা কন্যার বিবাহে যথেষ্ট ধন ব্যয় করেন, নাচ গান ভোজাদিতে করেন, বস্ত্রালঙ্কারাদিতে করেন—আর যৌতুকদান বিশেষরূপই করেন।

আমার বিবেচনায়, পিতা আপনার পুত্র অপেক্ষা জামাতা যাহাতে রূপে, গুণে, কুলে, শীলে উৎকৃষ্ট বই অপকৃষ্ট না হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করিলে পাপভাগী হয়েন। রূপ শব্দে সৌন্দর্য্য এবং স্বাস্থ্য দুইই বুঝিতে হইবে—গুণের মধ্যে বিদ্যাবত্তা অবশ্যই ধরা যাইবে। কুল দেশীয় চিরপ্রচলিত অর্থে—বংশমর্য্যাদা, বিদেশীয় অর্থে—ধনশালিতা, এই উভয় অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। আর শীল—দেশীয় অর্থে লওয়াই ভাল—যাহাতে নম্রতা, সৌজন্য, গুরুভক্তি, সত্যাচার বুঝায়—উহার আধুনিক অর্থ—অবিনয় বা তেজস্বিতা, রূঢ়তা বা সত্যবাদিতা, স্বদেশীয়ের প্রতি দাম্ভিকতা এবং বিদেশীয়ের সমীপে চাটুকারিতা—এই সকল অর্থে না ধরাই ভাল। কিন্তু কন্যার পিতা যতই চেষ্টা করুন—উল্লিখিত সমস্ত গুণ সমন্বিত এবং সমস্ত দোষ বিবর্জ্জিত সর্ব্বতোভাবে মনোমত পাত্র কখনই পাইবেন না। এই জন্য একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক। কন্যার জন্য যে পাত্রটীকে দেখিবেন, সেটীকে সর্ব্ব বিষয়ে আপনার পুত্রের সহিত তুলনা করিয়া লইবেন—পুত্র না থাকে ভ্রাতুষ্পুত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত তুলনা করিবেন। কেহই তুলনাযোগ্য আপনাদিগের বংশধর না থাকে, আপনার নিজের সহিতই তুলনা করিয়া বুঝিবেন—পাত্রটী উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট। এইরূপে উৎকর্ষের একটী সীমা না করিয়া লইলে আপনার

কন্যা কাহাকেও দিয়া মনের ক্ষোভ মিটে না। আর অনেক স্থলে বিসদৃশ বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ হওয়াতে পরিণামে উভয় কুটুম্বের পক্ষে ক্লেশজনক এবং কন্যাজন্মদাতা উভয়েরই ধর্ম্মব্যাঘাতক হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ কন্যাদান স-ঘরে এবং সমান ঘরে করাই বিধেয়—এই জন্য আপনার পুত্রাদির সহিত তুলনা করিয়াই বরপাত্রের নির্ব্বাচন করিবে—কিছু উচ্চ অংশাই লইবে, কিন্তু খুব উচ্চে হাত বাড়াইবে না।

কিন্তু আজি কালি কন্যার দায়ে একবারে নিশ্চিন্ত হইবার ইচ্ছায় খুব উচ্চ দেখিয়াই লোকের কন্যাদানে প্রবৃত্তি হইতেছে। বরপাত্রের দর বাড়িয়া উঠিবার সেটাও একটা অবান্তর কারণ। কিন্তু খুব উচ্চ ঘরে কন্যা দেওয়ায় নিজের এবং কন্যার উভয়েরই অনাদর হয়। আবার, খুব নীচ ঘরে দিলেও অন্য প্রকারে সেই ফলই ফলে। নীচ ঘরের লোকেরা মনে করে, কন্যার পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি যাহাই করুন, আর যতই করুন, তাঁহারা অনাদর করিতেছেন, এবং তাই ভাবিয়া তাহারা আত্মগৌরব হানির শঙ্কায় আপনারাই সমধিক পরিমাণে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব কন্যার বিবাহ সমান ঘরেই দিবে—ছোটতে ত যাবেই না—কিন্তু বড়র দিকেও বড় বাড়াবাড়ি করিবে না।

আর একটী বিষয় নিশ্চয় করিয়া লইতে হইবে। রূপ, গুণ, কুল, শীল প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে আপনার পুত্রাদির সহিত বরপাত্রের তুলনা করিতে হয়, তাহার মধ্যে কোন ইতর বিশেষ করা যায় কি না। কার্য্যকালে অবশ্যই করিতে হয়। আমার মতে শীল বা চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা বড়, গুণ তাহারই নীচে, রূপ তাহার নীচে এবং কুল সকলের নীচে ধরিলেও চলিবে—অধিক দোষ হইবে না। আজি কালি কিন্তু কুলের এক ভাগ যে অর্থশালিতা তাহারই প্রতি লোকের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়া আছে। তাহা যে অকারণ বা অন্যায্য তাহা নহে, তবে অধিক ধনবত্তার প্রতি দৃষ্টি করিবার ততটা প্রয়োজন নাই—মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান থাকিলেই যথেষ্ট মনে করা উচিত। আরও একটী কথা বলি। পিতা কন্যাকে আপনার শক্তির

অনুসারে ধন-রত্নসমন্বিতা করিয়া দান করিবেন—যদি পারেন, কন্যাকে কি বিষয় দিবেন—বরপক্ষের পীড়াপীড়ির প্রতীক্ষা করিবেন না। যদি এরূ চেষ্টা করেন, তবে বরকর্ত্তা যে টাকার নিমিত্ত দাওয়া করিয়া থাকেন তাহা কতকটা কমিয়া যাইবে। বরকর্ত্তার যে দাওয়া কমিবে, তাহার কারণ শু তাঁহার চক্ষুলজ্জা নহে। ঐ দাওয়ার মূলে একটী প্রকৃত তথ্য আছে। কন্য কর্ত্তা কন্যাকে কিছু সম্পত্তি দান করিলে দাওয়ার ঐ মূলটাই আর থাকি না। দাওয়ার প্রকৃত মূলটাই এই—নিসর্গতঃ কন্যাসন্তানদিগেরও পিতৃধন কতক অধিকার আছে। আমাদিগের ব্যবহারশাস্ত্রে ঐ নৈসর্গিক অধিকা স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু নৈসর্গিক শক্তি সকলের মুর্দ্ধিবর্ত্তী। বরকর্ত্ত জ্ঞাতসারেই হউক, বা অজ্ঞাতসারেই হউক, সেই নৈসর্গিক বলে বলীয়ান কন্যাকে কিছু সম্পত্তি প্রদান করিলেই ঐ শক্তির পূজা হইয়া যায়, তিনি আর বরকর্ত্তার সহকারিণী হইয়া থাকেন না। এই জন্যই তাঁহার পণের দাওয়া কমিয়া যায়। পূর্ব্বকালের গোষ্ঠীপতিরা কন্যাজামাতাকে ভূ-সম্পত্তি দান করিতেন, এই জন্য তাঁহারা কুলীন সন্তানদিগকে জোর করিয়া আনিলেও বরকর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উচ্চবাচ্য করিতে পারিতেন না।

আমাদিগের দেশে যেমন কন্যার বিবাহকে অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার মনে করে, পুত্রের বিবাহকে সেরূপ মনে করে না। পুত্রের বিবাহে ভদ্রবংশীয়দিগের পণ লাগে না—পুত্র বিবাহিত হইলেও তাহার সুখ দুঃখ কতকটা পিতামাতারই আয়ত্তাধীন থাকে—পুত্রবধূকে আপনাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া লওয়া যায়। আর দেশে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় বৌ মনে না ধরিলে ছেলের আবার বে দেবো, এরূপ ভাবও একটু মনে মনে সঞ্চিত থাকিতে পারে। কিন্তু যখন কার্য্যতঃ বহুবিবাহপ্রথা অপ্রচলিত হইয়া যাইতেছে, যখন ক্রমে ক্রমে কন্যাকাল উত্তীর্ণ করিয়া লোকে কন্যার বিবাহ দিতেছে, যখন বিজাতীয় শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে পুত্র এবং পুত্রবধূর বশ্যভাব ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে, তখন পুত্রের বিবাহ দেওয়া কন্যার বিবাহের ন্যায় দায় বলিয়া গণ্য না হউক, উহাতেও যে অনেকটা বিবেচনা,

সতর্কতা এবং দূরদর্শিতার প্রয়োজন, তাহা নিঃসন্দেহ। বিশেষতঃ একটু ভাবিয়া দেখিলেই নিশ্চয় প্রতীতি হয় যে, পুত্রের বিবাহ বিবেচনা করিয়া দিতে না পারিলে একেবারে তোমার বংশের মধ্যে দুরপনেয় দোষ প্রবিষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অতএব পুত্রের বিবাহ দেওয়াও কেবল হাসিখেলার ব্যাপার নহে। আজি কালি পুত্রের পিতা কেবল আপনার পণের দিকেই দৃষ্টি করিয়া থাকেন। টাকার লোভে কেমন একটাকে যে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ছেলের গলায় বান্ধিয়া দিতেছেন, তাহার প্রতি বড় লক্ষ্য করেন না। এরূপ করায় কি পুত্রের প্রতি অতি কঠোর অত্যাচার করা হয় না? তাই বলি, পুত্রের বিবাহ দিয়া অধিক টাকা লাভ করিব, এরূপ লোভ পরিত্যাগ কর, এবং পুত্রবধূটী কিরূপ হইলে তোমার কুল-লক্ষ্মী হইয়া উঠিবে, তাহারই বিশেষরূপ চিন্তা কর। বিশেষ করিয়া দেখ,

(১) কন্যাটী সুন্দরী কি না, অর্থাৎ তোমার পুত্র কন্যাদিগের অপেক্ষা তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব অধিক কি না।

(২) কন্যাটীর স্বভাব নম্র এবং উদার কি না। রূপ দেখিয়াই স্বভাবের অনেকটা বুঝা যায়। তাহাকে কিছু কথা কহাইয়া ও সমবয়স্কাদিগের সহিত তাহার ব্যবহার কিরূপ তাহা শুনিয়াও অনেক বুঝা যাইতে পারে।

(৩) কন্যার পিতা এবং পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মশীল এবং বিদ্যাবান ছিলেন কি না।

(৪) কন্যার মাতা সাধুশীলা, ধর্ম্মপরায়ণা এবং গৃহকর্ম্মে দক্ষা কি না। এই চারিটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাহার পর টাকা কড়ির দিকে দৃষ্টি করিলে তত হানি নাই। কিন্তু কন্যাটী যদি ঐ সকল বিষয়েই ভাল হয়, তবে পুত্রের সুখ এবং বংশের উন্নতি, এই উভয় দিক দেখিয়া পুত্রার্থে তাদৃশী কন্যারত্নকে অবশ্যই গ্রহণ করিবে। আর যদি গ্রহণ করাই স্থির হইল, তবে টাকা কড়ির জন্য পীড়াপীড়ি করা বড়ই নীচতা জানিবে। মূল কথা, পুত্রের বিবাহে শুল্ক পাওনার দিক না দেখিয়া তাহার ভাবি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং বংশের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়।

বিবাহ ব্যাপারটী ইহ পারলৌকিক সকল প্রকার সুখ দুঃখের সহিত অতি ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ। ইহাতে সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক সমস্ত নীতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজনই আছে। অদ্যাপি পৃথিবীর কোন দেশের বৈবাহিক ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভিনিবেশ হয় নাই—তাহা হইলে মনুষ্যজাতির যে কতদূর উন্নতি হইত, তাহা যে সকল স্থলে ঐ তথ্যের কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়োগ হইতে পাইয়াছে, তত্তৎস্থলের উৎকর্ষ দর্শনেই অনুমিত হইতে পারে। ইউরোপ খণ্ডের অনেকানেক দেশে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে পশুজনন কার্য্যটী একটী প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কাণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্য আজি কালি ইংলণ্ডের ঘোড়া, গোরু, ভেড়া, কুকুর প্রভৃতি পশুগুলি অপর সকল দেশীয় ঘোড়া গোরু প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের জলবায়ু ঐ সকল জন্তুর পক্ষে বিশেষ উপকারী নয়। কিন্তু তাহা না হইলেও বৈজ্ঞানিক তথ্যের অনুযায়ী কার্য্যদ্বারা ঐ সকল পশুর বংশ ক্রমে ক্রমে সমূহ উৎকর্ষ লাভ করিয়া আসিয়াছে—জলবায়ুর দোষে উহারা অপকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই।

কিন্তু ততদূর জানিয়া শুনিয়া নর নারীর দাম্পত্য সম্বন্ধের সজ্ঘটন এখন ইউরোপেও হয় নাই। আর এতদ্দেশে রাশি, গণ, নক্ষত্র এবং শারীর লক্ষণ প্রভৃতির বিচারপূর্ব্বক যাহা হইত, তাহার যৌক্তিকতা বোধটী বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। তথাপি বলিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশের বৈবাহিক ব্যাপারটা যে পরিমাণে বৈজ্ঞানিক নীতির বিরুদ্ধ হইতে পারিত, বর্ণভেদের প্রথা প্রচলিত থাকায় উহা এখনও ততদূর বিকৃত হয় নাই। নচেৎ অপরাপর প্রাচীন জাতীয়দিগের ন্যায় এতদিনে আমাদেরও বিনাশ সাধন হইয়া যাইত। যদি এখনও আমরা উৎসাহযুক্ত হইয়া আপনাদের বৈবাহিক কার্য্যটীতে ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক তথ্যের যথাসম্ভব প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করি, তাহা হইলে অধঃপাত নিবারণের এবং ভাবি উৎকর্ষ সাধনের বীজ বপন করা হইতে পারে। এই সম্বন্ধে দুই একটী স্থূল কথা বলিয়া নিরস্ত হইব।

(১) পরস্পর অতি বিসদৃশরূপ দম্পতীর মিলনে উৎকৃষ্ট সন্তান জন্মে না।

(২) পাত্র পাত্রীতে একই অঙ্গের দোষ থাকা ভাল নয়। তাহাতে সন্তান অপকৃষ্ট হয়। শারীর গুণের মিলনে সন্তান ভাল হয়।

(৩) উল্লিখিত দুইটী নিয়ম বর এবং কন্যা উভয়ের ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ পর্য্যন্ত যত খাটিবে ততই ভাল।

(৪) বর এবং কন্যার ঊর্দ্ধতন এক পুরুষের মধ্যে যেন কোন সংক্রামক রোগ না থাকে।

(৫) স্ত্রী পুরুষের মধ্যে অতি গাঢ়তম প্রণয় থাকিলে সন্তান ভাল হয়।

(৬) পিতা মাতার শারীরিক এবং মানসিক দোষ গুণ তাঁহাদের সন্তানে বর্ত্তে।

চতুর্বিংশ প্রবন্ধ।

জেঁয়াচ্।

এই প্রবন্ধের শিরোভাগে যে শব্দটী আছে, উহার কোন সংস্কৃত মূল দেখা যায় না—উহা কোন অভিধানেও নাই—কোন প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যেও ঐ শব্দটী দেখিতে পাই নাই। আমার বোধ হয়, এই আধুনিক শব্দটী বঙ্গভাষার মধ্যে স্বতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। এখনও সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় নাই—কিন্তু ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।

'জেঁয়াচ্'—অর্থে জীবদ্বৎসা স্ত্রী। যে প্রসূতির প্রথম সন্তান বাঁচিয়া থাকে, তাহাকেই 'জেঁয়াচ্' বলে। এই আধুনিক শব্দের সৃষ্টি কি হেতু হইল? নূতন পদার্থ উপস্থিত হইলেই তাহার নামকরণ হইয়া নূতন শব্দের উৎপত্তি হয়। 'জেঁয়াচ্' কি একটী অসামান্য নূতন বস্তু? পূর্ব্বকালে 'মৃতবৎসা' বা মড়ুঞ্চে' শব্দের প্রচলন ছিল। তখন মৃতবৎসারাই নূতন বস্তু ছিলেন—এখন বুঝি জেঁয়াচেরাই সেইরূপ নূতন বস্তু হইয়াছেন? আমার বোধ হয় যে, প্রধানতঃ ইদানী বঙ্গদেশমধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় এবং বাল্যবিবাহ প্রথার যে যৎকিঞ্চিৎ দোষ আছে, তাহা সংশোধন করিয়া চলিবার চেষ্টা না হওয়াতেই এই দুর্ঘটনাটী ঘটিয়াছে।

আধুনিক জেঁয়াচ্ শব্দের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! শুনা আছে, য়িহুদীজাতির আরাধ্য দেবতা কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তজ্জাতীয় প্রথমজাত সমস্ত সন্তানকে এক রাত্রি মধ্যে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রতিও কি কোন দেবতার তাদৃশ অভিসম্পাত পড়িয়াছে যে, এতদ্দেশজাত অধিকসংখ্যক প্রথমজাত সন্তান রক্ষা পাইতেছে না—অকালে কালকবলগ্রস্ত হইতেছে?

পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কি হিন্দু কি মুসলমান কোন জাতীয় লোকের মধ্যেই 'জেঁয়াচ্' শব্দের প্রতিরূপ কোন শব্দ প্রচলিত নাই। কিন্তু বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে যেরূপ জেঁয়াচ্ শব্দ জন্মিয়াছে, সেইরূপ

বঙ্গবাসী মুসলমানদিগের মধ্যে 'আকড়' শব্দটীর সৃষ্টি হইয়াছে। যে মুসলমান জাতীয়া প্রসূতির প্রথম সন্তান জীবিত থাকে, তাহাকে 'আকড়' (অকষ্ট ?) বলে। বঙ্গদেশের মধ্যে কেন এই ব্যাপার উপস্থিত হইল ?

প্রথম সন্তানের মৃত্যু সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে। অপত্যবিয়োগ যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা আর নাই বলিলেও চলে। যাহার সন্তানবিয়োগ হইয়াছে, তাহারই হৃদয় ক্ষত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথম সন্তানের বিয়োগ-যন্ত্রণা কিছু বিশেষ যন্ত্রণা। প্রথম সন্তানের প্রতি, পিতা মাতার যে বাৎসল্য-ভাব জন্মে, তাহা অতি অপূর্ব্ব। বাৎসল্যভাবের সহিত প্রথম পরিচয় এবং ঐ ভাবের অভিনব সুখোপলব্ধি প্রথমজাত সন্তানকে লইয়াই হয়। প্রথম সন্তানের প্রতি মমতা অতি প্রগাঢ়। প্রথম সন্তানটী নিতান্তই নিজস্ব। যম ঐ নিজস্বের লোপ করিয়া মমতার ভ্রম ঘুচাইয়া দিলে একেবারে আকাশ হইতে রসাতলে পড়িতে হয়। তাহার পর আর যত সন্তান জন্মে, কাহার প্রতি আর তেমন মমতা জন্মে না। সন্তান সত্য সত্যই আপনার নয়, এই ভাব চিরজাগরূক হইয়া উঠে; তাহাদিগের সকলেরই উপর যমের ভাগ আছে জানিয়া আর পূর্ব্বের মত গাঢ় মমতা জন্মিতে পায় না। উহারা নিজস্ব নহে—অন্যের গচ্ছিত ধন—নাড় চাড়, কিন্তু আপনার বলিয়া মনে করিও না। অথবা উহারা ত থাকিবেই না—তবে রেখে যেতে পারিলে হয়, মনোমধ্যে নিরন্তর এই ভাব উদিত থাকিয়া আপনার জীবনের প্রতি অনাস্থা জন্মাইয়া দেয়। আমাদিগের মধ্যে যে ঔদাসীন্য, মানসিক দুর্ব্বলতা এবং অধ্যবসায়বিহীনতা দৃষ্ট হয়, তাহার অন্যতম কারণ, আমাদিগের প্রথমজাত সন্তানগুলির অকালমৃত্যুর প্রাচুর্য্য।

যৌবনকালে বিবাহ হইল, সন্তান জন্মিল, কার্য্যতৎপরতা অবশ্যই জন্মিবে। প্রিয়তম পুত্র এবং প্রিয়তমা ভার্য্যাকে সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত স্বতই প্রবলতর ইচ্ছা হইবে। যাহাদিগের কোন পাছুটান নাই, তাহাদিগের অপেক্ষা পুত্রকলত্রবান্ ব্যক্তির সহস্র গুণে সাবধানতা এবং পরিণামদর্শিতা সমুদ্ভূত হইবে। শুদ্ধ আপনার জন্য যাহারা পরিশ্রম

করেন, তাঁহাদিগের পরিশ্রমশালিতার উত্তেজক সাক্ষাৎ স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহার স্ত্রী পুত্র আছে, তাঁহার পরিশ্রমোন্মুখতার হেতু স্বার্থ এবং পরার্থ উভয় সম্মিলিত। তিনি অবশ্যই অধিকতর পরিশ্রম করিতে পারিবেন।

তদ্ভিন্ন আশ্রমী ব্যক্তি পরিশ্রমক্লান্ত হইলে অতি সহজেই শরীর এবং মনের ক্লান্তি দূর করিতে পারেন। তিনি পুত্রকলত্রাদি লইয়া কিয়ৎক্ষণ যাপন করিলেই পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ শক্তিপ্রাপ্ত হন। আশ্রমবিহীন ব্যক্তির ক্লান্তি দূর করিবার তেমন সহজ উপায় কিছুই নাই। কার্য্যপরিবর্ত্ত অথবা কার্য্যাবিরাম মাত্র তাঁহার উপায়।

এত সুবিধা স্বত্বেও আমাদিগের যুবাপুরুষগণ শ্রমবিমুখ, অধ্যবসায়শূন্য, কার্য্যতৎপরতাবিহীন ও অপর দেশীয় বৃদ্ধ লোকদিগের অপেক্ষাও সমধিক নিস্তেজ এবং নির্জীব হইয়া আছেন। আমার বোধ এই যে, ইহাঁদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই প্রথমজাত সন্তান নষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য অল্প বয়স হইতেই ইহাঁদিগের হৃদয়কন্দরে স্ব স্ব জীবনের প্রতি অনাস্থা জন্মে। পৃথিবীর কিছুই কিছু নয়, এই বোধটী অকালে উদিত হয়, এবং সেই জন্যই ইহাঁরা যৌবনাবস্থায় বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ দেশের স্ত্রীলোকেরাও যে, অতি শীঘ্র প্রাচীন অবস্থা প্রাপ্ত হন, উল্লিখিত দুর্ঘটনাই তাহার একটী মুখ্য কারণ। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের নাম 'সধবা'—তাহার দ্বিতীয়ই 'জেঁয়াচ'। " আমার 'জেঁয়াচ' নাম ঘুচিয়াছে, ঈশ্বর করুন, যেন অপয় নামটী থাকিতে থাকিতেই যাইতে পারি "—পূর্ণযৌবনা বঙ্গমহিলাদিগের মুখে ঐরূপ কথা অসাধারণ নহে।

পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ।

নিরপত্যতা।

বিবাহ হইলেই গৃহাশ্রমে প্রবেশ হয়—প্রণয়সঞ্চার হইলেই দম্পতীর স্বার্থপরতার সংস্কার আরম্ভ হয়। কিন্তু স্বার্থপরতার সংস্কার কি?—পরার্থে উহার বিস্তৃতি। যতক্ষণ ঐ বিস্তৃতি হইতে থাকে, ততক্ষণই সংস্কার হইতে থাকে। বিস্তৃতি স্থগিত হইলেই সংস্কারও স্থগিত হয়। যতক্ষণই তোমার স্বার্থ আর কাহার স্বার্থের সহিত সম্মিলিত হইতে যাইতেছে, ততক্ষণই তোমার স্বার্থের সংস্কার হইতেছে, যখন মিলিয়া গেল—দুই স্বার্থে এক স্বার্থ হইল, তাহার পর আর স্বার্থের বিস্তৃতিও হইল না—সংস্কারও হইতে পারিল না। এই জন্যই বলিলাম যে, দম্পতির প্রণয়ে তাহাদিগের স্বার্থসংস্কারের আরম্ভ মাত্র হয়। দম্পতীর পরস্পর আকর্ষণ এত প্রবল যে, ঐ আকর্ষণপ্রভাবে দুইটী জীবন অতি অল্পকালের মধ্যেই দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হইয়া সম্মিলিত এক জীবনের ন্যায় হইয়া উঠে। উহাদিগের মধ্যে স্বার্থ পরার্থ বোধের অবসর লুপ্তপ্রায় হয়, অথবা প্রকৃতিভেদে যতদূর লুপ্ত হইবার তাহা হইয়া ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধিস্থগিত হইয়া পড়ে। ফলকথা বাহ্য জগতে যে রূপ অন্তর্জগতেও তাই। দ্রব্যের প্রকৃতিভেদে কোথাও যোগাকর্ষণ, কোথাও বা রাসায়নিক আকর্ষণ, কোথাও দুইটী আত্মার নৈকট্য সম্বন্ধমাত্র—কোথাও বা দুইটীতে মিলিয়া একটী অপূর্ব্ব বস্তু।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে আমার আর একটী কথা মনে পড়িল। অনেক দিন হইতে আমার সংস্কার হইয়া আছে যে, দম্পতীর পরস্পর সম্মিলনের পরিমাণ এবং প্রকারভেদ প্রায়ই তাহাদিগের সন্তানের আকার প্রকার দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। যদি তাহাদিগের সম্মিলনের প্রকৃতি বাহ্য-

জগতের যোগাকর্ষণের অনুরূপ হয়, তবে সন্তানে কখন পিতার আকার প্রকার, কখন বা মাতার আকার প্রকার অধিক পরিস্ফুট ভাব ধারণ করে, অথবা পিতৃবংশীয় কিম্বা মাতৃবংশীয় পূর্ব্বগত কোন পুরুষ বা স্ত্রীর ভাব ধারণ করে। যদি দম্পতীর সম্মিলন বাহ্যজগতের রাসায়নিক সম্বন্ধের অনুরূপ হয়, তবে প্রতি সন্তানেই উহাদিগের উভয়ের আকার প্রকার অথবা তাহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের আকার প্রকার পরস্পর সম্মিলিত ভাবাপন্ন হইয়া দৃষ্ট হয়। আমার এই সংস্কারটী এত দৃঢ়-সম্বদ্ধ নয় যে, উহাকে আমি অব্যভিচারী তথ্য বলিয়া মনে করিতে পারি—কিন্তু এই ভাবটী প্রথমে যখন আমার মনে উঠিয়াছিল, তাহার পর আমি যত দেখিয়াছি বা পড়িয়াছি * তাহাতে ইহা অপ্রকৃত বলিয়া বোধ হয় নাই।

যাহা হউক, সন্তান জন্মিলে যে দম্পতীর প্রণয় দৃঢ়তর হয়, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দশ সহস্রের মধ্যে দুই চারিটী নিতান্ত পশুধর্ম্মা ভিন্ন এই কথা অপর সকলের পক্ষেই খাটে। সন্তান জন্মিলে পিতা মাতার একী-ভূত স্বার্থপরতা আবার বিস্তৃত এবং সুসংস্কৃত হইতে থাকে। কি করিলে ছেলে ভাল থাকিবে, কি করিলে সে ভাল হইবে, কেমন উপায় করিতে পারিলে তাহার অবস্থা আপনাদিগের অবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে, এই সকল চিন্তা আসিয়া পিতা মাতার হৃদয়কে আশ্রয় করে। তাঁহারা আপনাদের সুখের দিকে আর বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন না—স্বার্থপরতার পুনঃসংস্কার হইয়া উহা পরার্থপরতার উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করে। সন্তান এইরূপে পিতা মাতার জীবনের সংস্কারক হয়। বাপ মা সন্তানের

---

* অয়ে ন কেবলমস্মৎ সংবাদিন্যাকৃতিঃ—

অপি জনকসুতায়াস্তচ্চ তচ্চানুরূপং
স্ফুটমিহ শিশুযুগ্মে নৈপুণোন্নেয় মস্তি।
ননু পুনরিব তস্মে গোচরীভূত মক্ষ্ণো
রভিনবশতপত্রশ্রীমদাস্যং প্রিয়ায়াঃ।

ক্লেশ যে কত শত করেন, শাস্ত্রে এবং লোকের মুখে তাহারই ভূয়োভূয়ঃ ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সন্তান যে পিতা মাতার অশেষ উপকার করে, তাহা শাস্ত্রে ইঙ্গিত মাত্রে উক্ত হইয়াছে; কোথাও সুবিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই। সন্তান পিতা মাতার নিরয়-ত্রাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পিণ্ডদানাদি দ্বারা। আমার বিবেচনা এই, পরকালে যাহা কিছু হয়, তাহার সূচনা ইহকাল হইতে হওয়া চাই। * সন্তান ইহলোক হইতেই নিরয়ত্রাণের কোন উপায় করিয়া দেয় কি না, তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। সন্তান দ্বারা যে পিতা মাতার স্বার্থের সংস্করণ হয় তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু অপত্য কর্ত্তৃক আরব্ধ সংস্করণ-কার্য্য অল্পকাল মধ্যে নিবৃত্ত হয় না। উহা সন্তানের পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত চলিতে পারে—ফলতঃ যত দিন পিতা মাতা নিজ সন্তানের জীবনকে আপনাদিগেরই জীবনের অনুবৃত্তি মাত্র বোধ না করেন, তত দিন সন্তান দ্বারা স্বার্থপরতার সংস্কার হইতে থাকে। কিন্তু সন্তানের জীবনকে আপনাদিগের জীবনের অনুবৃত্তি ভাবিয়া সন্তানকে ঠিক আপনাদিগেরই মত করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিলে সন্তানের নিজের বৃত্তি সকলের সঙ্কোচসাধন করা হয়; তেমন স্থলে পিতা মাতার স্বার্থপরতার সংস্কারে ব্যাঘাত জন্মে। সন্তানের জ্ঞানোন্মেষ হইবা মাত্র পিতা মাতার বোধ হইতে থাকে যে, তাঁহারা নিজে কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে সন্তানও সেই দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইবে; আপনারা নিশ্চেষ্ট হইলে সন্তানের অবস্থার উৎকর্ষসাধন হইবে না। বস্তুতঃ সন্তান পালন করিতে করিতেই শিক্ষা পদ্ধতির যে কত নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত হয়; মানবহৃদয়ের যে, কত অপরিজ্ঞাত তথ্য পরিজ্ঞাত হয়, কার্য্যের বিঘ্ন বৈষম্য সমুদায় উৎসাহশক্তির উত্তেজনায় যে, কিরূপ দূরীভূত হইয়া যায়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। একটী

* যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥

উদাহরণ দিতেছি। প্রথম সন্তানের জন্ম হইলে কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুপালন এবং চিকিৎসাবিধান এমন উত্তমরূপে শিখিয়া লইয়াছিলেন যে, অনেক সময়ে কৃতবিদ্য চিকিৎসকেরা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণকরিত এবং তাঁহার উপদেশ পাইয়া কৃতকার্য্য হইত। ছেলেটী দুর্ব্বল ছিল। ক্রমে তাহার শরীর সুস্থ এবং সবল হইল। তাহার শিক্ষা কার্য্যের বিধান করিতে করিতে শিক্ষা পদ্ধতির সমুদায় সূত্র পিতার আয়ত্ত হইয়া গেল। ছেলেটীকে বিলক্ষণ মেধাবী এবং বুদ্ধিমান্ দেখিয়া পিতার ইচ্ছা হইল ইউরোপে প্রেরণ করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিবেন; তজ্জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবার চেষ্টা জন্মিল এবং স্ত্রী পুরুষে মিতব্যয়িতা শিখিলেন।

ঐ ব্যক্তির একটী কন্যা হইল। কন্যাটী বাড়িতে লাগিল—লেখা পড়ায় মনোযোগ প্রদর্শন করিতে লাগিল—বুদ্ধি এবং সুশীলতায় উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। পিতা কন্যাকে তদুপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিবার বাসনা করিলেন। কিন্তু ধনবান নহেন বলিয়া পাছে সুপাত্র সংযোজন না হয়, এইরূপ ভয় হইতে লাগিল। তিনি ধনবৃদ্ধির উপায় করিতে না পারিয়া ভাবিলেন যদি পাঁচ জনে আমাকে ভাল বলিয়া জানে, তবে মেয়ের বিবাহের নিমিত্ত ভাল ছেলে যুটিতে পারিবে। এই ভাবিয়া তিনি যশোলিপ্সু হইলেন।

উঁহার আর একটী পুত্র হইল। পুত্রটী অতি সুন্দর। প্রাচীন সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্ঞ কোন মহাপুরুষ ছেলেটীকে দেখিয়া বলিলেন, এ ছেলেটী অতি ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, সদয়স্বভাব এবং বহুলোক-পালক হইবে। ঐ কথায় অনায়াসে পিতা মাতার শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস জন্মিল। তাঁহারা আত্মগৌরব সম্পন্ন হইলেন, এবং ওরূপ পুত্রের বাপ মায়ের উচ্চপ্রকৃতিক হওয়া আবশ্যক বোধ করিয়া আপনারা উন্নতিপরায়ণ হইলেন।

ঐ ব্যক্তির আর একটী পুত্র হইল। সেটী যখন চারি পাঁচ বৎসরের তখন তিনি এক দিন তাঁহার মনিবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মনিব বলিয়া ফেলিলেন, তোমার যতদূর উন্নতি হইবার তাহা

হইয়া গিয়াছে—আর কি হইবে? ইংরাজ জাতীয় মনিবের ঐ হৃদয়-শূন্য বিরস বাক্য যেমন কাণে গেল, অমনি হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল—ছেলে-টীকে মনে পড়ায় প্রজ্বলিত ক্রোধের দমন হইল এবং মুখ হইতে এমন ভাবে যুক্তি পরম্পরা নির্গত হইল যে মনিব একবারে মুষ্টিমধ্যে আসি-লেন—প্রদত্ত পরামর্শ সমস্ত শিরোধার্য্য জ্ঞান করিলেন এবং ঐ ব্যক্তির উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথোচিত যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাস্তবিক প্রীতিভাজন সন্তান আলস্য, নিশ্চেষ্টতা, নিরুৎসাহতা, অপ্রযত্ন, অসমীক্ষ্যকারিতা প্রভৃতি নিরয় হইতে পিতা মাতাকে বিমুক্ত করে এবং সেই জন্যই সন্তানকে নরকত্রাতা বলা যায়।

যে দম্পতীর সন্তান না জন্মিল তাঁহাদিগের প্রণয় বর্দ্ধিত, বিস্তৃত এবং উচ্চতর সংস্কারপূত হইতে পারে না; অসমীক্ষ্যকারিতা দোষ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইলে তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নই করিতে হয়; অধ্যবসায় এবং উৎসাহশীলতা অল্পকালেই স্তিমিত তেজ হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ নিরয় দশা হইতে নিস্তার পাইবার উপায় কি? অসামান্য ঔদার্য্য এবং দূরদর্শিতা ও ধীরতাসম্পন্ন ব্যক্তি আপনার উপায় আপনিই করিয়া লইবেন—নিজ নৈসর্গিক অর্থাৎ পিতা মাতার পুণ্যের বলেই তিনি তরিয়া যাইবেন, অপর সাধারণ লোকের পক্ষে নিরপত্যতাজনিত দোষ অতি-ক্রম করা অতি দুরূহ ব্যাপার। এই জন্যই বিশেষ দুরূহ যে, মনুষ্য রাগদ্বেষাদি ভাব দ্বারা যত পরিচালিত হয়, বুদ্ধিদ্বারা তত পরিচালিত হয় না; বুদ্ধি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে চায়, তাঁহা অপেক্ষা রাগ দ্বেষাদি ভাব যে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে চায়, তৎপ্রতি সমধিক আগ্রহ জন্মে নিরপত্যতা নিবন্ধন এই এই দোষ জন্মিতে পারে, অতএব সেই সকল দোষ যাহাতে না হইতে পায় এমন করিয়া চলিব, এরূপ অল্প লোকেই বুঝিতে পারে, এবং যাহারা বুঝিতে পারে, তাহারাও সকলে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে না। বাহ্যেন্দ্রিয়ের দোষ অপেক্ষা অন্তরিন্দ্রিয়ের দোষ নিবারণ করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু লোকে বাহ্য অবলম্বনদ্বারা উভয় স্থলেই দোষের

প্রতীকার চেষ্টা করিয়া থাকে। চক্ষু দুর্ব্বল হইলে চসমা লওয়া হয়, কর্ণ দুর্ব্বল হইলে স্পাকিং ট্রম্পেট ব্যবহৃত হয়, পা খোঁড়া হইলে লাঠি ধরা হয়। মানসিক দুর্ব্বলতার হেতু উপস্থিত হইলেও ঐ প্রকারই করিয়া থাকে; অর্থাৎ চসমা স্পাকিং ট্রম্পেট এবং লাটি ধরার ন্যায় নিরপত্যেরা পোষ্যপুত্র লয়, কিম্বা বিড়াল কুকুর ময়না পোষে—অথবা বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাহার সেবায় রত হয়। তাহাও মন্দ নয়। ইহাতেও কতকদূর হইতে পারে—এবং সেই জন্যই লোকে করে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, নিরপত্যতা হইতে কি কি দোষ জন্মে, তাহা বুঝিয়া মনে মনে চেষ্টা করিয়া সেই সেই দোষের প্রতিবিধান করিতে পারিলেই ভাল হয়—বাহ্য অবলম্ব গ্রহণে তেমন উত্তম হয় না।

সাধারণ গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে নিরপত্যতা এমনি দুর্ভাগ্য যে, কিছুতেই উহার সম্যক্ প্রতিবিধানের সম্ভাবনা নাই। ছেলে হয়ে যাওয়ার চেয়ে ছেলে না হওয়া ভাল, যাঁহারা বলেন তাঁহারা নিম্নলিখিত একটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থকর্ত্রীর বাক্য শুনিয়া কি মনে করিবেন? গ্রন্থকর্ত্রী বলেন, "চিরান্ধ হওয়া অপেক্ষা একবার মাত্র সূর্য্যের মুখ দেখিয়া অন্ধ হওয়া ভাল।" আমার অনেক ছেলে মেয়ে হইয়া গিয়াছে তথাপি একবারও মনে হয় না যে, তাহারা না হইলে ভাল হইত। যাহার সন্তান হইয়া যায় সে অন্যের ছেলেকে পাইলে আপনার করিয়া লইতে পারে।

ষড়্‌বিংশ প্রবন্ধ।

সন্তান-পালন।

সংসারাশ্রমীদিগের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্যের চরম ফল তাঁহাদিগের সন্তানে বিদ্যমান থাকে। জ্ঞানচর্য্যা, ধর্ম্মচর্য্যা, পতি-পত্নী-প্রেম, পিতৃ-মাতৃ-সেবা, কুটুম্বতা, জ্ঞাতিত্ব, লৌকিকতা, মিতাহার, মিতাচার, ইন্দ্রিয়-সংযম, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, দাতৃত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু সংসারাশ্রমের বিহিত ভাব, সকলেরই ফল সেই আশ্রম-সম্ভূত এবং সেই আশ্রম-পালিত সন্তানে দৃষ্ট হয়। এই জন্যই সন্তান ভাল হইলে মাতাপিতার পুণ্য সূচিত হয়, সন্তান মন্দ হইলে তাঁহাদের অপুণ্য সূচিত হয়। যাঁহারা পুণ্যবান্, তাঁহাদিগের পার্থিব পরলোকে (অর্থাৎ সন্তানে) ঊর্দ্ধগতি, যাহারা পুণ্যশালী নয়, তাহাদিগের পার্থিব-পরলোকে (অর্থাৎ সন্তানে) অধোগতি। উল্লিখিত নিয়মের কদাচিৎ ব্যভিচার হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করা নিষ্প্রয়োজন—নিয়মটীকে সাধারণতঃ অব্যভিচারী বলিয়াই মনে করা ভাল।

সনাতন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই হৃদয়ে ইহকাল অপেক্ষা পরকালের প্রতি সমধিক আস্থা। পরকালের নিমিত্তই আমাদিগের সব। হিন্দুজাতীয়েরা আহার বিহার পরিচ্ছদাদিতে অপর জাতীয়দিগের অপেক্ষা যে অযত্ন, হিন্দু জাতীয়দিগের সকল কার্য্যেই যে ঈশ্বরের স্মরণ এবং সকল কর্ম্মফলেরই ঈশ্বরে সমর্পণ, নিষ্কামতাই যে হিন্দুদিগের একান্ত শিক্ষণীয়, পারলৌকিক সম্পত্তি সাধনার্থ হিন্দুদিগের মধ্যে যে কঠোর তপশ্চরণ এবং প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন, এ সমুদয়ের একমাত্র কারণ হিন্দুদিগের পরকালে দৃঢ়

বিশ্বাস এবং নশ্বর ক্ষণস্থায়ী ইহলৌকিক সুখ অপেক্ষা পারলৌকিক সুখে প্রতি অধিকতর লালসা। এটী হিন্দুজাতির দোষ নহে—পরম গুণ বর্ত্তমান সুখৈশ্বর্য্যাদি অপেক্ষা যাঁহারা ভাবী সুখৈশ্বর্য্যের প্রতি অধিকতর লোলুপ, তাঁহাদিগের মধ্যে পশুধর্ম্ম অপেক্ষা মনুষ্যধর্ম্মই প্রবলতর।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রকৃতি এরূপ উচ্চ হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে যে কতকগুলি কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ উচ্চ প্রকৃতির কার্য্য সর্ব্ব স্থলে সাধিত হইতেছে না। তাঁহারা অতীন্দ্রিয় পরকালের ভাব বুঝিবার নিমিত্ত ইহলৌকিক বা পার্থিব-পরকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করার অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছেন—সুতরাং অনেক সময়ে অতীন্দ্রিয় পারলৌকিক উন্নতির প্রকৃত পথেও পদার্পণ করিতে পারিতেছেন না। পরলোক ইহলোকের পরিণাম মাত্র—শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়থাই সিদ্ধ এই তথ্যটী কদাপি ভুলিতে নাই। সকলেরই অন্তঃকরণে এই তথ্যটীকে জাগরূক রাখা আবশ্যক যে, সন্তানদিগকে উৎকৃষ্টতর দেহমনঃসম্পন্ন করিয়া যাইতে না পারিলে কোন নর নারীর পারলৌকিক উর্দ্ধগতি সম্পাদিত হইতে পারে না। "পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ং"—পুত্রের নিকট পরাজয় ইচ্ছা করিবে এটী বিধিবাক্য; সন্তান বাৎসল্যের পরিচায়ক স্বরূপাখ্যান মাত্র নয়। কিন্তু শুদ্ধ ইচ্ছা করিলেই ত হইবে না? যাহাতে পুত্র তোমাকে পরাজয় করিতে পারে, তাহার উপায় তোমাকে করিয়া দিতে হইবে।

প্রথমতঃ পুত্রের শরীর যাহাতে নীরোগ, পটু এবং বলিষ্ঠ হয়, তাহা করিতে হইবে। তজ্জন্য সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বকাল হইতে আপনাদিগের শরীর নীরোগ, শুচি এবং সক্ষম করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। সুতরাং মিতাচার, মিতাহার, পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়ামচর্য্যা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইল। পিতৃ মাতৃ শরীরে অপক্ক রস ক্লেদাদি থাকিলে তাহা সন্তানের শরীরে সংক্রমিত হইয়া তাহাকেও রুগ্নদেহ করে। পিতৃ-মাতৃ-শরীর শুচি এবং সবল হইলে তজ্জাত সন্তানের দেহও নীরোগ এবং বলশালী হয়। একটী পুরাতন গল্প বলি—

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অভিরাম গোস্বামী নামে এক জন যোড়াসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। যোড়াসিদ্ধেরা একপ্রকার দেবাধিষ্ঠিত পুরুষ। তাঁহারা যাহাদিগকে প্রণাম করেন, যদি তাহাদিগের শরীরে দৈবশক্তির আবির্ভাব না থাকে, তাহা হইলে প্রণাম করিমামাত্র তাহারা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সন্তান জন্মিলে, অভিরাম একদা গুরুদর্শনে আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন “ অভিরাম! আমার একটী পুত্র হইয়াছে।” অভিরাম ঠাকুর পুত্র দর্শনে গমন করিলেন, এবং সূতিকাগারের দ্বার হইতে সদ্যোজাত শিশুকে প্রণাম করিলেন। শিশুটী তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। এইরূপ তিন চারি বার হইলে মহাপ্রভু তিন বর্ষের নিমিত্ত স্ত্রীসহবাস পরিহারপূর্ব্বক অনেকগুলি যোগের অনুষ্ঠান করিলেন, এবং মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া পুনর্ব্বার সন্তানোৎপাদন করিলেন। আবার অভিরাম আসিলেন—আবার ঠাকুর পুত্রকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু এবারে শিশুটীর কোন হানিই হইল না; প্রত্যুত শিশুটী পদোত্তোলন পূর্ব্বক যেন পিতৃশিষ্যকে আশীর্ব্বাদ প্রদানের ইঙ্গিত প্রকাশ করিল। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ঐ সন্তানটীই পরে বীরভদ্র নামে বিখ্যাত হইয়া সমস্ত বঙ্গভূমিতে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রাবল্য সংস্থাপন করেন। এই গল্পে একটী প্রকৃত তথ্য নিহিত আছে।

আমার কোন কোন আত্মীয়ার পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হইতেছে,শুনিয়া আমি তাঁহাদিগের স্বামীদিগকে পরামর্শ দিয়াছি যেন পুনর্গর্ভধারণের কাল বিলম্বিত হয়। কালবিলম্বে গর্ভস্রাব দোষ সারিয়া গিয়াছে। আমার বোধ হয়, যদি একটী সন্তান জন্মিবার ৪।৫ বৎসরের মধ্যে পুনর্ব্বার গর্ভধারণ না হয়, তবে প্রসূতীর শরীর ক্ষয় হয় না, এবং সূতিকাগৃহেও এত অধিক সন্তানের অকাল মৃত্যু সংঘটন হয় না।

গাঢ়তম প্রণয়-সম্বদ্ধ দম্পতীর সন্তান সুস্থশরীর এবং সুস্থমনা হইয়া থাকে। এই জন্য স্ত্রী পুরুষে পরস্পর কলহ বিসম্বাদ সর্ব্বথা পরিহার্য্য—বিশেষতঃ যখন গর্ভ ধারণ হইয়া গিয়াছে, তখন গর্ভিণীর মনে কোন প্রকার উদ্বেগ জন্মাইতে নাই।

ফলকথা সন্তানোৎপাদন এবং সন্তানের পালন সম্বন্ধে অনেক নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। সে সমুদায়ের সংক্ষেপে উল্লেখ করাও এই প্রবন্ধে সম্ভবে না। স্থূল কথা এই—আপনাদিগের অপেক্ষা সন্তানকে উৎকৃষ্টতর করিয়া যাইতে হইবে। আপনারা সুস্থশরীর না হইলে সন্তান সুস্থশরীর হইবে না; আপনারা অকৃত্রিম ধর্ম্মশীল না হইলে সন্তানও ধর্ম্মশীল হইবে না; আপনারা বিদ্যা চর্চ্চায় উন্মুখ না হইলে সন্তানের বিদ্যানুরাগ জন্মিবে না; আপনারা মিতব্যয়ী না হইলে সন্তানকে সম্পত্তিশালী করিতে পারিবে না। সমুদায় ধর্ম্মাচারের বীজ কোথায় —ইহার অনুসন্ধানে বহুদেশের পণ্ডিতগণ বহুকাল হইতে যত্ন করিয়া আসিতেছেন। কেহ বলেন, প্রীতিই ধর্ম্ম-বীজ। কেহ বলেন, অপৌরুষেয় শাস্ত্র হইতেই মনুষ্যগণ ধর্ম্ম-বীজ লাভ করেন। কেহ বলেন, পরোপকার ভিন্ন ধর্ম্ম-বীজ হয় না। কাহার কাহার মতে অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণে সুখ যাহাতে সাধিত হয়, তাদৃশ কার্য্যই ধর্ম্ম-কার্য্য। এবম্প্রকার বিবিধ মতবাদের যেটীকে অবলম্বন করা যাউক, কার্য্যকালে তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের নিমিত্ত আবার বিচার এবং যুক্তিসংগ্রহ করিতে হয়। আমি বলি, সাধারণতঃ গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে একটী অপেক্ষাকৃত সহজ নিয়ম বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে—আপনাদিগের অপেক্ষা সন্তানকে সর্ব্বতোভাবে—কোন এক বিষয়ে নহে—সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট করিবার চেষ্টা কর—ধর্ম্মসাধন হইবে। মোটামুটি সমুদায় ধর্ম্মচর্য্যা ঐ এক ভিত্তিমূলে সংস্থাপিত করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরেও দেখ, যাঁহারা আপনাদিগের অপেক্ষা সন্তানকে উৎকৃষ্টতর করিয়া যাইতে পারেন; তাঁহারা উন্নতিশীল মানব-জীবনের সার্থকতা সাধন করেন। তাঁহাদের ইহলোক এবং পরলোক উভয় লোকই রক্ষিত হয়। যাঁহারা তাহা না পারেন, তাঁহাদের ইহলোকে মনস্তাপ এবং পরলোকে অধোগতি।

সপ্তবিংশ প্রবন্ধ।

শিক্ষা-ভিত্তি।

সন্তান সন্ততিকে লেখা পড়া শিখাইতে হয়, এই বোধটী এক্ষণকার প্রায় সকল লোকেরই মনে জাগরূক হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বেও যে এ দেশে ঐরূপ বোধ না ছিল, কিম্বা এক্ষণকার অপেক্ষা কম ছিল, তাহা নহে। তবে পূর্ব্বকার গতানুগতিক লোকের ঐ বোধ অপেক্ষাকৃত স্বল্প-প্রখর ছিল; এক্ষণে স্বচিন্তা বা উদর-চিন্তা অথবা অভিনব শিক্ষা দ্বারা প্রণোদিত নব্যদিগের ঐ বোধটী অপেক্ষাকৃত প্রখর এবং সতেজ হইয়াছে। পূর্ব্বকার ব্যবস্থা—পাঁচ বৎসরের ছেলের হাতে খড়ি দাও, তাহাকে পাঠশালায় পাঠাও, পাঠ অভ্যাস করাও—না করে "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ" বচনার্থ স্মরণ করিয়া যাহা করিতে হয় কর। যাহা করা উচিত সন্তানকে বলিয়া দাও—যাহা না করা উচিত তাহাও বলিয়া দাও—বুঝাইবার প্রয়োজন নাই—উচিত না করিলে মার—অনুচিত করিলেও মার। তাহা করিলেই শিক্ষা নীতির পদ্ধতি-জ্ঞান এবং তাহার মুখ্য অনুষ্ঠান হইল।

নব্য কালে ঐ পদ্ধতি দূষ্য হইয়াছে। এখন ছেলের হাতে খড়ি দিলেই হয় না; এখন তাহাকে ফাঁকি ঝুঁকি দিয়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়; ছেলে যেন টের না পায় যে, সে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে—অথচ শিখিয়া ফেলে। ইউরোপে কোথাও কোথাও নিয়ম হইয়াছে যে, ছেলেকে যদি পরকীয় ভাষা শিখাইতে হয়, তবে ঐ পরকীয় ভাষা কহিতে পারে, এমন চাকর বা চাকরাণী তাহার জন্য রাখিয়া দিতে হইবে—উহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে ছেলে তাহাদিগের ভাষাটী শিখিয়া

ফেলিবে। কোন দ্রব্যের গুণ, ধর্ম্ম ব্যবহারাদি শিখাইতে হইলে কথায় বলিয়া দিলে হইবে না। সেই দ্রব্য আনিয়া ছেলেকে দিতে হইবে; সে ব্যবহারে আনিয়া তাহার গুণাদি বুঝিয়া লইতে আরম্ভ করিবে এবং স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিয়া লইবে। ভাষা এবং বাহ্য পদার্থ শিক্ষার সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম হইয়া গিয়াছে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানোৎপাদনের জন্যও ঐ প্রণালী অবলম্বনের কতক চেষ্টা হইয়াছে। কোন সুবিখ্যাত নামা ইংরাজ তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থে আদ্যোপান্ত এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, ছেলেকে বিধি বা নিষেধ মুখে কিছু না শিখাইয়া যাহাতে সকল বিষয় সে ঠেকিয়া শিখে এমন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এ কথা খুব পাকা কথা, তাহার সন্দেহ নাই—ঠেকে শিখিলে শিক্ষা যেমন বদ্ধমূল হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। অতএব উল্লিখিত গ্রন্থকার যেরূপ পরামর্শ দিয়াছেন, সম্ভব মত তদনুসারে চলিবার চেষ্টা করা উচিত।

কিন্তু বিধি নিষেধ দ্বারা শিক্ষা দানের কোন স্থলই কি নাই? মানবপ্রকৃতিতে কি ভূয়োদর্শন ভিন্ন জ্ঞানলাভের আর কোন পন্থাই নাই?—ঠেকে শেখা বা ভূয়োদর্শন দ্বারা শেখা—এ কথার তাৎপর্য্য সুখ দুঃখ ভোগ দ্বারা শিক্ষা লাভ করা। ছেলে একটী কাজ করিল—যথা দীপশিখায় হাত দিল—তাহার হস্তে তাপ লাগিল, তাহার দুঃখ হইল, সে বুঝিল যে, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, অতএব আগুনে হাত দিতে নাই। যদি পৃথিবীর সকল ব্যাপারই ঐরূপ হইত অর্থাৎ অব্যবহিত পরেই তজ্জনিত দুঃখ সুখের ভোগ হইত, তাহা হইলেই ঐরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারিত। কিন্তু পৃথিবীর অধিক ব্যাপারই ওরূপ নহে। অনেক স্থলেই সুখ দুঃখ কালব্যবধানে সংঘটিত হয়। ছেলে মিষ্টান্ন খাইল—খাইতে বেশ লাগিল—তাদৃশ দ্রব্য ভোজনের সুখই তাহার মনকে আকর্ষণ করিল। দুই চারি দিন পরে তাহার পীড়া হইল। শিশু সেই মিষ্টান্ন ভোজনের সহিত তাহার পীড়ার কার্য্য কারণ-

সম্বন্ধ বুঝিতে পারিল না। তাহাকে ঐ সম্বন্ধ বুঝাইয়া না দিলে তাহার কোন শিক্ষালাভই হইবে না। অতএব বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বুঝাইয়া দিলে যে শিক্ষা হয়, তাহার মূল ঠেকে শেখা নহে, তাহার মূল শিশুর বিশ্বাস মাত্র। অতএব বিশ্বাসকেও শিক্ষার একটী স্বতন্ত্র ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাঁহারা বিশ্বাসের উপর শিক্ষার সোপান স্থাপন করিতে একান্ত নারাজ, তাঁহাদিগের সকল কাজ ত প্রকৃত প্রস্তাবে চলেই না, প্রত্যুত তাঁহাদিগের বৃথা চেষ্টাদ্বারা শিক্ষা-প্রণালীর কতক অঙ্গ ভঙ্গ হইয়া যায় মাত্র।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের নিদান খুঁজিতে খুঁজিতে যেখানেই উপস্থিত হওয়া যাউক, উহা শুদ্ধ সুখ দুঃখের বিচারের মধ্যে পাওয়া যায় না। উহা সকলেই আপন আপন হৃদয়ের মধ্যেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অন্তঃকরণে কর্ত্তব্যজ্ঞানের বীজ প্রথমে কিরূপে উপ্ত হয়, যদিও তাহা না বলিতে পারা যায়, উহা কিরূপে প্রকট হইয়া উঠে, তাহা একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। একটী প্রকৃত বিবরণ বলি—কোন গৃহস্থের বাটীতে দুই জনে সময়ে সময়ে সতরঞ্চ খেলিতেন। তাঁহাদিগের এক জনের একটী দেড় বৎসর বয়সের বালিকা ঐ স্থানে বসিয়া থাকিত। সে সতরঞ্চের ‘বল’ লইবার জন্য হাত বাড়াইলেই তাহার পিতা প্রসারিত হস্তটী ধরিয়া বলিতেন—“হাত দিও না”। কিছু দিন এই রূপ হইলে এক দিন বালিকাটী খেলার কাছে বসিয়া আছে, দক্ষিণ হস্তটী ‘বল’ লইতে প্রসারিত করিয়া বাম হস্তে আপনার প্রসারিত হস্তকে ধারণ করিল এবং আপনিই আপনাকে পুনঃ পুনঃ বলিল “হাত দিও না—হাত দিও না”। এই ব্যাপারটীতে কি বুঝায়? কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা হৃদয়বাসী পুরুষের যেরূপে অভ্যুত্থান হয়, এই ব্যাপার কি তাহাই স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতেছে না? বালিকাটী যেন একেই দুইটী ব্যক্তি হইয়া পড়িয়াছে—তাঁহার এক জন

সতরঞ্চের বল গ্রহণ করিতে উদ্যত, অপরে তাহাকে নিবারণ করিতেছে। যে নিবারণ করিতেছে, সে তাহারই হৃদয় মুকুরস্থ পিতার প্রতিবিম্ব।

অতএব বিধি নিষেধ দ্বারা কর্ত্তব্য জ্ঞানের উদ্রেক বিধান করা একান্ত আবশ্যক। তাহা করিলেই সংস্কারের দৃঢ়তা জন্মে—কেবল সুখ-দুঃখ বিচারের উপর কর্ত্তব্য বোধের সংস্থাপন কখনই কার্য্যকালে দৃঢ় থাকে না—নিষ্কাম ধর্ম্ম সেবায় প্রবৃত্তি দেয় না—এবং বিধি প্রতিপালন করাই যে পরম ধর্ম্ম তাহার জ্ঞান জন্মায় না—কর্ত্তব্যবোধের ভিত্তি ওরূপে সংকুচিত করিলে হিন্দুধর্ম্ম যে তাদৃশ জ্ঞানের অত্যুচ্চসোপানে অধিরোহণ করিয়াছিল, তাহা হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে।

অষ্টাবিংশ প্রবন্ধ।

সন্তানের শিক্ষা।

কথায় বলে ছেলেকে মানুষ করিতে হয়। আমার বোধ হয়, ঐ কাজটী কোন পিতা মাতার সাধ্যায়ত্ত নয়, এবং কেহ তজ্জন্য চেষ্টাও করে না। ইংরাজ আপনার ছেলেকে ইংরাজ করিবারই চেষ্টা করেন, এবং তাহাই করিতে পারেন। চীনীয় আপান সন্তানকে চীনীয় করিবার নিমিত্তই যত্ন করেন, এবং তাহাই করিয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা আপনাপন জাতির বিশেষ ধর্ম্ম এবং গুণের দ্বারাই স্বীয় বংশধরদিগকে বিভূষিত করিতে চাহেন—কেহই মনুষ্য-সাধারণ ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সন্তানের পালন এবং শিক্ষাসম্পাদন করেন না। তবে যে সাধারণ মনুষ্যধর্ম্মগুলি সকল জাতিতেই বিদ্যমান আছে, জাত্য-

যায়িনী শিক্ষা প্রদান করিতে করিতে সেই সকল ধর্ম্ম সর্ব্বজাতীয় মনুষ্য-শিশুরই শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই।

অতএব সকল দেশেরই শিক্ষা-প্রণালী মনুষ্য-সাধারণ-ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ না করিয়া জাতীয় ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। ফল কথা তাহাই হইতে পারে, এবং তাহাই হওয়া উচিত।

তাহাই হইতে পারে এই জন্য যে, মনুষ্য মাত্রেরই মন পূর্ব্ব পুরুষদিগের সংস্কার এবং আপনাদিগের প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপার সমস্তের সমবায়ে সংগঠিত হয়; সংস্কার, সজাতীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের হইতে আইসে; প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপারের সমধিক ভাবও সজাতীয় জনগণের কার্য্যকলাপ। এই জন্য জাতীয় ভাব পরিহার করা মানব মনের অসাধ্য। বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করিয়া যেমন উড্ডয়ন হয় না—জল ছাড়িয়া যেমন সন্তরণ সম্ভবে না—ত্বক্‌সীমার বহির্ভাগে যেমন স্পর্শজ্ঞান হইতে পারে না—তেমনি জাতীয় ভাব পরিশূন্য হইয়া কোন ব্যাপারের অনুষ্ঠানও মনুষ্য-কর্তৃক সাধিত হইতে পারে না।

তদ্ভিন্ন, সমাজের হিতাহিত লইয়াই সমাজান্তর্গত মনুজগণের হিতাহিত। সকল সময়ে, সকল দেশে, সকল অবস্থায়, সকল সমাজের হিতাহিত এক নয়। বর্ব্বর, অর্দ্ধ-সভ্য, পূর্ণ-সভ্য প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজের হিতাহিত অনেকাংশেই পরস্পর বিভিন্ন। বিজিত এবং বিজেতা, দুর্ব্বল এবং সবল, দৃঢ় এবং শিথিল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সমাজের হিতাহিতও এক নয়। অভ্যুদয়োন্মুখ এবং পতনপ্রবণ জাতির হিতাহিতও এক নয়। সুতরাং সমাজের অবস্থাভেদে সমাজের প্রয়োজন ভিন্নরূপ হইয়া থাকে, এবং সমাজের প্রয়োজন সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানও কাজেই ভিন্নরূপ হওয়া আবশ্যক।

সমাজের প্রয়োজন সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানই প্রকৃত শিক্ষার বিষয়। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই আমাদিগের শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপিত হয়, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। আমরা বাঙ্গালী—আমাদিগের সমাজ

যে ভাবাপন্ন তাহাতে আমাদিগের প্রয়োজন কি? এইটী সুপরিস্ফুটরূপে অবধারিত করিয়া আমাদিগের পরবর্ত্তী পুরুষেরা যাহাতে ঐ সকল প্রয়োজন সাধনে সক্ষম হয়, তাহার উপায় করিয়া দেওয়াই আমাদিগের প্রকৃত শিক্ষা দান। মনুষ্যত্ব সাধন মস্ত কথা। মনুষ্যত্ব যে কি, এবং উহা যে কি নয়, বা কি হইতে পারে না, তাহা এ পর্য্যন্ত বোধ হয় কেহই স্পষ্টরূপে বুঝিতে এবং বলিতে পারেন নাই। অতএব কিরূপ হইলে ছেলেটী প্রকৃত মনুষ্য হইবে, তাহা না ভাবিতে গিয়া কিরূপ হইলে ছেলেটী সমাজের অভাব মোচনে সাহায্য করিতে পারিবে, তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক। আমি তাদৃশ চিন্তাসম্ভূত কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিব।

(১) স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালীরা দুর্ব্বলশরীর। অতএব ছেলের শরীর সবল করিবার নিমিত্ত যত্ন করা আমাদিগের আবশ্যক। শৈশবাবধি ব্যায়ামচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া দেওয়া পিতা মাতার কার্য্য।

(২) বাঙ্গালীর ইন্দ্রিয়গ্রাম যদিও স্বভাবতঃ কোন জাতীর লোকের অপেক্ষা হীনতেজঃ নয়—তথাপি শিক্ষার অভাবে ইন্দ্রিয়গণ বহু স্থলে প্রকৃত বিষয়ের উপলব্ধিতে অক্ষম হইয়া থাকে। দর্শনাদি দ্বারা দূরতা, নৈকট্য, সংখ্যা, ভার প্রভৃতির অববোধ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রায়ই ঠিক হয় না। অতএবঃ বাল্যাবধি ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা পিতা মাতার কার্য্য।

(৩) বাঙ্গালীর স্মৃতি-শক্তি অতীব প্রখরা। যাঁহারা বাঙ্গালীর নিন্দা করেন, তাঁহারাও ঐ কথা স্বীকার করেন; কিন্তু বলেন, ইহাদের ধীশক্তি এবং উদ্ভাবনী শক্তি তেমন অধিক নয়। নিন্দকদিগের সহিত বিচারে প্রয়োজন নাই। এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, স্মৃতি একটী স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি নহে। মনোবৃত্তি মাত্রেরই কারণ-শক্তির নাম স্মৃতি—অর্থাৎ স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়াই সকল মনোবৃত্তি কার্য্যকারিণী হয়। সুতরাং স্মৃতিকে প্রখরা বলিলে মনোবৃত্তি মাত্রেই তেজস্বিনী বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর মনোবৃত্তি তেজস্বিনী বলিয়াই শিক্ষার একটী

দোষ জন্মে। ভাব সমস্ত সুপরিস্ফুট না হইলেও বাঙ্গালীর মন সে গুলি গ্রহণ করিয়া রাখে—একেবারে পরিত্যাগ করে না, তাহাতে কার্য্য কালে ক্ষতি হয়, এবং কৃতিসামর্থ্যও ন্যূন হইয়া পড়ে। এই জন্য বাঙ্গালীর ছেলেকে শিখাইবার সময় যাহাতে ভাব সমস্ত সুপরিস্ফুট হয়, তজ্জন্য কি শিক্ষক, কি পিতা মাতা, সকলেরই যত্ন করা বিধেয়।

(৪) অন্যান্য মনোবৃত্তি যেমন প্রবলা, বাঙ্গালীর দূরদর্শিতা এবং কল্পনা শক্তিও তদনুরূপ। তদ্ভিন্ন, শরীরের দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন বাঙ্গালী ভীরু-স্বভাব। এই দুই এবং অন্যান্য কারণে বাঙ্গালীর ছেলের অনৃত-বাদিতা দোষ জন্মিতে পারে। যাহাতে তাদৃশ দোষ না জন্মে, তজ্জন্য পিতা মাতার সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। দূরদর্শিতা বর্দ্ধিত করিয়াই অনৃতবাদিতার শাসন করা বিধেয়। সত্যই টেঁকে, মিথ্যা কখন টেঁকে না, এই তথ্যটী সর্ব্বদা সন্তানের মনে জাগরূক রাখা আবশ্যক।

(৫) বাঙ্গালী প্রবলতর জাতীয়দিগের পদ-মর্দ্দিত হইয়া ক্ষুদ্রাশয় হইয়া যাইতেছে। অতএব আশার বৈফল্য বশতঃ সন্তানের ভবিষ্যতে যতই ক্লেশ হউক, পিতা মাতার কর্ত্তব্য তাঁহাকে উচ্চাশয়-সম্পন্ন করেন। যেমন সান্নিপাতিক বিকার প্রাপ্ত রোগীর পক্ষে ধাতু-উত্তেজক ঔষধের প্রয়োগ বিধেয়, তেমনি বাঙ্গালীর মনে উচ্চ আশার উদ্রেক করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। দুবেলা দুমুটা খেতে পেলেই হইল, এবম্বিধ বাক্য সন্তানের কর্ণ-গোচর হইতে দিতে নাই।

(৬) বঙ্গদেশের বায়ু সজল এবং উষ্ণ; বাঙ্গালীর শরীরও দুর্ব্বল; বাঙ্গালী সহজেই শ্রম-বিমুখ। অতএব সন্তান যাহাতে শ্রমশীল হয়, তজ্জন্য পিতা মাতাকে নিরন্তর সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যে সকল বাঙ্গালী শ্রমশীল তাঁহাদিগেরও পরিশ্রম দোষশূন্য নয়; একবার খুব হয়, আবার কিছুই থাকে না। এরূপ অনিয়মে দুর্ব্বল শরীর আরও ভাঙ্গিয়া যায়। ছেলেকে ওরূপ করিতে দিতে নাই। যেরূপ পরিশ্রম সয় বয়, সেইরূপ নিয়মিত পরিশ্রম অভ্যাস করাইতে হইবে।

(৭) এক্ষণকার বাঙ্গালী নিস্তেজ। নিস্তেজ হইয়া পড়িলেই পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষা করিয়া থাকে। ঈর্ষা দোষটী সত্বর যাইবার নয়; তবে উহার বাগ ফিরাইতে পারা যায়। অতএব ঐ ঈর্ষা যাহাতে সজাতীয়ের প্রতি না জন্মে, অন্য জাতীয়ের সহিত প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।

(৮) বাঙ্গালীর স্বভাবে অনুচিকীর্ষা-বৃত্তি অযথারূপে প্রবলা হইয়া উঠিয়াছে। অনুকরণ উৎকর্ষ-সাধনের একটী প্রধানতম পথ সন্দেহ নাই। কিন্তু অযথা অনুকরণে এক প্রকার আত্মহত্যার সংঘটন হয়। অতএব বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে আত্মগৌরব সম্বর্দ্ধিত করিবার উপায় করা আবশ্যক। পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি স্মরণে আত্মগৌরব উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এই হেতু বাঙ্গালীর ছেলেকে সংস্কৃত বিদ্যার স্বাদ গ্রহণ করাইবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয়। যখন ছেলে ইংরাজী পড়িবে, তখন ইংরাজী গ্রন্থে কোন উৎকৃষ্ট ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলে তাহার অনুরূপ অথবা তাহা হইতেও উৎকৃষ্টতর ভাব যে সংস্কৃত শাস্ত্রে আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

(৯) বাঙ্গালীর সহানুভূতি নিজ সমাজের মধ্যে তেমন অধিক হয় না। বাঙ্গালী আর বাঙ্গালীর প্রশংসায় যথোচিত পরিতৃপ্ত অথবা বাঙ্গালীর তিরস্কারে তাদৃশ ক্লিষ্ট হইতেছে না। ইংরাজের প্রশংসা এবং ইংরাজের নিন্দাই বাঙ্গালীকে যেন বেশী লাগে। এটী সাংঘাতিক দোষ। ইহার প্রতিবিধানের উপায় কিছুই অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। তবে বোধ হয়, ছেলেকে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চায় কিয়ৎপরিমাণে প্রবর্ত্তিত করা অর্থাৎ কিছু কিছু বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করিতে দেওয়া এবং যাহাদিগের লিখিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহাদিগকে বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি লিখিতে দেওয়া ভাল।

(১০) দরিদ্রের পক্ষে, বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ। আমরা এক্ষণে দরিদ্র জাতি। আমাদিগের সুখোপভোগ চেষ্টা ভাল নয়। গান বাজনা, আমোদ প্রমোদ, বিজয়ী ধনশালী প্রবল-প্রতাপ ইংরাজদিগকে সাজে; আমাদিগের মধ্যে গান তামাসা নাটকাভিনয়াদি কাণ্ড কোন

শতই শোভা পায় না। অতএব সন্তানকে বিলাসী হইতে দিতে নাই। যিনি আমাদিগের মধ্যে ধনবান্ তাঁহারও কর্ত্তব্য, ছেলেকে বাবুয়ানা হইতে নিবারণ করিয়া রাখেন। সমাজের যে অবস্থা, তাহার অনুরূপ ব্যবহারই সমাজান্তর্গত সকল লোকের পক্ষে বিধেয়। বাঙ্গালীকে অনেক ভার সহ্য করিতে হইবে, অনেক চাপ ঠেলিয়া উঠিতে হইবে; সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়াই আবশ্যক। প্রতি পরিবারের কর্ত্তাকে এক একটী লাইকর্গস্ হইতে হইবে; কারণ বাঙ্গালীকে স্পার্টান করিবার নিমিত্ত রাজকীয় লাইকর্গস্ জন্মিবে না।

বশ্যতা ব্যতিরেকে একতা জন্মিতে পারে না। একটী গল্প বলি। একখানি জাহাজে এক জন অনভিজ্ঞ নূতন কাপ্তেন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ দুই চারিজন লোক তাঁহার অধীনে ছিল। এক দিন কাপ্তেন জাহাজ চালাইতেছেন, এমন সময়ে তাহাদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "জাহাজ যে বেগে যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহাতে আর এক ঘণ্টার মধ্যে একটী মগ্ন শিলায় আহত হইয়া বিনষ্ট হইবে।" অপর এক জন বলিল, "তবে এ কথা কাপ্তেনকে বলনা কেন?" সে উত্তর করিল—"সে কি! কাপ্তেন আপনার কর্ম্ম করিতেছেন—তাঁহার কথা শুনা মাত্র আমাদের কাজ, তিনি জিজ্ঞাসা না করিলে গায়ে-পড়া হইয়া কি তাঁহাকে কিছু বলিতে আছে?" কেহ কিছু বলিল না। জাহাজ বিনষ্ট হইল। এরূপ বশ্যতা পাগলামি বটে—কিন্তু হিন্দুদিগের উন্নতি কালেও ঐরূপ পাগলামি ছিল; রামায়ণ ও মহাভারত-পাঠিদিগের তাহা অবিদিত নাই। যে দিনে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ওরূপ পাগলামি পুনর্ব্বার জন্মিবে, সে দিন বাঙ্গালীর শুভ দিন।

বহুকাল হইতে বাঙ্গালীরা অসামরিক জাতি। এই জন্য বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত বশ্যতা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বলবানের নিকট দুর্ব্বলের যে অধীনতা এবং নম্রতা, তাহাকে বশ্যতা বলা যায় না। বাঙ্গালী প্রায়ই বাঙ্গালীর বশ হইতে চায় না। অন্য জাতীয়ের বশ হয়, এবং তাহাই হইয়া

আছে। বশ্যতা ভক্তিমূলক—ভক্তি শৈশবে শিক্ষণীয়, এবং পিতা মাতাই প্রথম হইতে ভক্তির আস্পদ হইয়া ঐ ভাবটীকে অঙ্কুরিত এবং সম্বর্দ্ধিত করিতে পারেন। যে বাঙ্গালী পিতা মাতাকে ভয় ভক্তি করিতে শিখিয়াছে, সে বাঙ্গালী নেতারও বশীভূত হইতে পারিবে। যে বাঙ্গালী ছেলেবেলায় পিতা মাতাকে মান্য করিতে শিখে নাই, সে দুই চারি খানি ইংরাজী বহি পড়িয়া বা লোকের মুখে দুই একটী ইংরাজী মতবাদ শুনিয়া বাবাকে মূর্খ জ্ঞান করিবে, এবং বাবার সজাতীয় বাঙ্গালী মাত্রকেই তাচ্ছীল্য করিয়া একটী প্রকাণ্ড বিচারু হইয়া উঠিবে।

ঊনত্রিংশ প্রবন্ধ।

গৃহ-শূন্যতা।

স্ত্রী বিয়োগ হইলেই 'গৃহ-শূন্য' হইয়াছে বলে। এ কথা কেন বলে? সত্য সত্যই ত স্ত্রীবিয়োগ হইলেই একবারে গৃহটী শূন্য হয় না। ছেলে মেয়ে, ভাই ভগিনী, বাপ মা, সকল থাকিতেও ত মানুষের স্ত্রীবিয়োগ হইতে পারে? তবে গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা সার পদার্থটী যায় বলিয়াই কি লোকে কলত্রবিয়োগ শোকটাকে বাড়াইয়া ঐ কথা বলে? আমার বোধ হয়, তাহা নহে। স্ত্রীবিয়োগ হইলে বাস্তবিকই গৃহটী শূন্য হয়, অর্থাৎ গৃহটী শূন্য হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করিয়াই চলা উচিত হয়। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা আপনার বলিতে স্ত্রী ভিন্ন আর কেহই নাই। মা বল, আর ছেলে বল, ইহাদিগেরও তুমি ভিন্ন অন্য টান থাকে; কিন্তু স্ত্রীর তোমাকে লইয়াই

সঙ্গী।—তোমারও স্ত্রীকে লইয়াই ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আমোদ, প্রমোদ, সমুদায়। এই জনাই শাস্ত্রকারেরা বিধি দিয়াছেন যে, স্ত্রীবিয়োগ হইলে আর সংসারাশ্রমে থাকিতে নাই—বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করা বিধেয়। স্ত্রী গেলে আর ঘরে থাকিও না—বনে যাও—তপশ্চরণ কর।

কিন্তু এখন আর বনে যাওয়া পোষায় না। বনও পূর্ব্বের মত অধিক এবং ঘন ঘন নাই। শরীরের অভ্যাসও পূর্ব্বের মত নাই, এবং ধর্ম্ম-কার্য্যের প্রকৃতিও এখন পূর্ব্ব হইতে ঈষৎ ভিন্নরূপে উপলব্ধ হইতেছে। এ সকল পরিবর্ত্ত হইলেও আমার বিবেচনায় শাস্ত্রোক্ত উপদেশের মূল তাৎপর্য্যের কিছু মাত্র ব্যত্যয় হয় নাই—শূন্য গৃহে থাকিতে নাই—ধর্ম্ম কার্য্যে অবশিষ্ট জীবিতকাল যাপন করা কর্ত্তব্য।

গৃহ-শূন্য ব্যক্তি সংসার লইয়া থাকুন, দেখিতে পাইবেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার ধর্ম্মহানি হইয়া আসিবে। তিনি যাহাকে বড়ই আপনার বলিয়া মনে করিতেছেন, দেখিবেন তাঁহার অধিকতর আপনার অপর কেহ আছে। তাঁহার ব্যথিত, বিচ্ছিন্ন, বিদগ্ধ হৃদয় হইতে তিনি যাহাদিগের উপর স্নেহ বর্ষণ করিবেন, তাহারা কেহই পূর্ণমাত্রায় ঐ স্নেহের প্রতিদানে সমর্থ হইবে না। তিনি আপনার প্রীতিসর্ব্বস্ব তাহাদিগকে উপহার দিবেন, তাহারা কেহই তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিবে না। তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দানে তাহাদিগের কাহার অধিকার নাই।

এরূপ দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণ কি সরস থাকিবে? তাঁহার মন কি তিক্ত হইয়া উঠিবে না? অবশ্যই নীরস এবং তিক্ত হইবে। তিনি ক্রমে ক্রমে কঠিনহৃদয়, স্বার্থপর, অথবা বিরক্ত-চিত্ত এবং ক্রোধন-স্বভাব হইয়া উঠিবেন। তবে গৃহশূন্য ব্যক্তির গৃহাশ্রমে থাকা কিরূপে ধর্ম্মোন্নতির অনুকূল হইবে? আর যাহা ধর্ম্মোন্নতির অনুকূল নহে, তাহা কি প্রকারেই বা সুখের কারণ হইতে পারে? ফলতঃ গৃহশূন্য ব্যক্তির পক্ষে গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়া থাকা ধর্ম্মহানির এবং অসুখের কারণ। যিনি শূন্য গৃহে থাকেন, তাঁহার কার্য্যকলাপেরও অনেক বিপর্য্যয় ঘটে। কার্য্যমাত্রেই কিছু কটুত্ব

এবং কিছু মধুরতার প্রয়োজন। ভয় এবং মৈত্র উভয় সম্মিলিত না হইলে কাহাকেও দিয়া ভাল করিয়া কোন কাজ করান যায় না, এবং কটুতা ও মধুরতা, ভয় ও মৈত্র, পরস্পর এরূপ বিরুদ্ধ পদার্থ যে, উহাদিগের একত্র সন্নিবেশ কিঞ্চিৎ বিশেষ চেষ্টা করিয়াই করিতে হয়। যত দিন দুই জন আছ, এক জন ভয়ের এবং এক জন প্রীতির আধারস্বরূপ থাকিয়া অতি সুচারুরূপে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পার। কিন্তু এক জন গেলে অপর এক জনকেই বিভিন্ন দুইটী মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয়। সেটী ধারণ করা কিছু সহজ ব্যাপার নয়—এবং সহজ নয় বলিয়াই কাজ করা কঠিন হইয়া উঠে।

তদ্ভিন্ন, কার্য্য-সঙ্কোচের আরও একটী কারণ উপস্থিত হয়। মনে কর, তুমি বাটীর কর্ত্তা—তুমি সংসারটীর কেন্দ্রস্বরূপ—তোমাকে বেষ্টন করিয়াই সকলে যথাস্থানে অবস্থিত আছে। এমন সময়ে তুমি গৃহিণীকে হারাইলে। অভিনিবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারিবে, তোমার কর্ত্তৃত্ব আর অক্ষুণ্ণ নাই। তুমি সংসারের কেন্দ্রীভূত থাকিতে পার না। সমস্ত পরিধিটী সঞ্চালিত হইয়া ভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে—তুমি স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়াছ। তবুও কি কেন্দ্র হইয়া থাকিতে চাও? থাক, দিন কতকের মধ্যেই দেখিতে পাইবে, তোমার কথার আর তেমন বল নাই। সকলেই কথা শুনিবে—যা বলিবে তাই করিবে; কিন্তু পূর্ব্বে তোমার আজ্ঞা যেমন ঈশ্বরের আজ্ঞার ন্যায় সর্ব্বদোষপরিশূন্য মঙ্গলময় বলিয়া বোধ হইত, এখন আর তেমন হইবে না। ঐ আজ্ঞা দোষগুণে মিশ্রিত, বিচার-সহ হইয়া পড়িয়াছে। "বাবার আর মনের ঠিক্ নাই; যা বলেন তাত করিতে হইবেই, কিন্তু ওরূপে না বলিয়া যদি এইরূপে বলিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত।" পরিজনের মনের ভাব এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে দেখিলেও কি আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কাজ করিতে বা করাইতে ইচ্ছা থাকে? যদি কার্য্যের ইচ্ছাই সঙ্কুচিত হইল, তবে আর একাগ্রচিত্ত হইয়া কিরূপে কার্য্যব্যাপৃত থাকিবে? যদি কার্য্যব্যাপৃত না থাকিলে তবে জীবনের সুখই বা কিসে রহিল?

গৃহশূন্য ব্যক্তির যে সামান্য ভোগসুখের ব্যাঘাত হয়, তাহা বলিবার

অপেক্ষা করে না। তথাপি একটী উদাহরণ দিয়া স্পষ্টরূপে দেখাইতেছি। খাওয়ার প্রধান সুখ কি ? অতি সুস্বাদ দ্রব্যেরও গলাধঃকরণ হইয়া গেলে আর স্বাদ বোধ থাকে না। আর উদরপূর্ত্তির সুখ দ্রব্যের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না। অপর এক জন তোমার ভোজনতৃপ্তিতে পরিতৃপ্ত হইতেছে, এই বোধ হইতে ভোজনের প্রধান সুখ জন্মে। স্ত্রী গেলে আর সে সুখ থাকে না। ছেলে, মেয়ে, ভগিনী প্রভৃতি পরিজনেরা খাওয়া দেখেন, খাওয়ার কাছে বসেন, কিন্তু খাওয়া দেখিয়া আপনারা সুখী হইবেন বলিয়া তাঁহারা খাওয়ার কাছে আইসেন না। তাঁহারা ভাল-মানুষি করিয়া তোমাকে খাওয়াইতে আইসেন। তাঁহারা যেমন ভাল-মানুষি করিয়া আইসেন, তুমিও তাঁহাদিগের সমীপে সন্তোষ প্রকাশ কর। ইহাতে ভাল মানুষির কাটাকাটি হয়, দয়ার এবং কৃতজ্ঞতার আদান প্রদান চলে। তাঁহারা আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, তুমিও তাঁহাদিগের উপর অধিক ভার দিতে অনিচ্ছুক হও। তুমি আর খাবার ফরমাইস্ কর না, অথবা যদি কর, অন্যের নাম করিয়াই কর। নিজের খাবার কথা বলা বড় লজ্জাকর। কলত্রবিহীন গৃহীরা বড়ই নিমন্ত্রণপটু। তাঁহারা সর্ব্বদাই নিমন্ত্রণ করিয়া লোকজনকে খাওয়াইতে ভাল বাসেন, এবং তাহা করিয়া বাটীর ঝি বৌকে বড়ই জ্বালাতন করেন। পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবার অন্য কারণও আছে। কিন্তু যে কারণের উল্লেখ করা গেল, তাহা যে একবারেই নাই, তাহাও নহে।

না বলিতে বলিতে আগে হইতে মন বুঝিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা সেই এক জনের বই আর কাহার নাই। "তোমার মনে রহিল এই—কিছুই ফুটিয়া বলিলে না—আমি কেমন করিয়া বুঝিব,"—এ কথা বলা সকলের পক্ষেই খাটে—কেবল স্ত্রীর পক্ষে খাটে না। স্ত্রীকে মন বুঝিতেই হইবে। মন না বুঝিতে পারিলে স্ত্রীর ত্রুটি ধরা যাইতে পারে, এবং স্ত্রীও স্বয়ং যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হন। অপর কাহার পক্ষে মন না বুঝিতে পারা ত্রুটি নয়।

অনেকগুলি কৃতী সুসন্তানের পিতা কিঞ্চিৎ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"মহাশয়! ছেলেদের কোন দোষ নাই। তাহারা নিতান্ত আজ্ঞাবহ। যদি বলি, তবে বাঘের দুধ আনিয়া যোগায়। কিন্তু আমি যে অনেক কথা বলি না, বলিতে পারি না, তাহারা এইটী বুঝে না।" ঠিক্ কথা। অনেক কথাই বলা যায় না, এবং না বলিতে বলিতে বুঝিয়া লইতে পারে, এমন লোক এক জন বই হয় না। এ অবস্থায় গৃহবাসে আমোদ কি?

তবে কি করিব? ঘরে থাকিতে নাই—অথচ বনে গিয়া তপ জপ করিবারও কাল গিয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। অবস্থাভেদে এই প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন হইবে। সাধারণতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে, যতদূর পার, সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাক। আর সংসারের অন্তর্ভূত এক জন হইয়া থাকিও না। উপদেশ, পরামর্শ, সাহায্যদান মাত্র করিয়া নিবৃত্ত হও। কেহ অন্যায্য ব্যবহার করিলে বিরক্ত হইয়া তাহার দণ্ডবিধান করিতে উদ্যত হইও না। কাজটী ভাল হয় নাই, এবং কি জন্য ভাল হয় নাই, এই মাত্র বুঝাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হও। বীতরাগ এবং ফলকামনাবিহীন হইয়া যতদূর পার, কর। ছেলের পীড়া হইয়াছে শুনিলে প্রতিবিধানার্থ যাহা আবশ্যক বোধ হয়, বলিয়া পাঠাও। প্রয়োজন হয়, স্বয়ং তাহার নিকটে যাও, চিকিৎসা করাও, কিন্তু আরোগ্য লাভ হইলে আর ক্ষণ মাত্র তাহার নিকটে থাকিও না। পুনর্ব্বার যেমন দূরে ছিলে, তেমনি থাক। সংসারের সহিত একাবন্মাত্র সম্পর্ক রাখ। তাহার ভিতরে থাকিয়া আর কখন সুখী হইতে পারিবে, স্বপ্নেও এরূপ মনে করিও না। এইরূপে থাকিতে পারিলে বনে না গিয়াও বানপ্রস্থাশ্রমের শুভফল ফলিতে পারে। পরিজনের প্রতি অভিমানী হইতে হইবে না, মন যথাসম্ভব সরস থাকিবে, এবং ক্রমে ক্রমে মনের উদারতা সম্বর্দ্ধিত হইবারও উপক্রম হইবে।

মনুষ্যের মন স্নেহবিস্তার না করিয়া থাকিতে পারে না। বেঁচে থাকিলেই ভাল বাসিতে হয়, অন্যের সহিত সম্বন্ধ হইতে হয়। লতিকা সজীব থাকিলেই আকর্ষ বাহির করিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি গৃহাশ্রমে

থাকিয়া একবার পবিত্র প্রীতিরসে অভিষিক্ত হইয়াছে, তাহার মন নিতান্তই কোমল পদার্থ হইয়া আছে। সে মন প্রণয়পদার্থের সৃষ্টি না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না।

কিন্তু সেই সৃষ্টির ব্যাঘাতক দুইটী কারণ আছে। এক, যাহা কিছু তাঁহার প্রীতির পাত্র হইবার নিমিত্ত সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাই অনিত্য, অস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া উপলব্ধ হওয়াতে তৎপ্রতি আস্থার ত্রুটি জন্মে। আস্থার অভাবে প্রীতি জন্মিতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ, অভিমান। "আমি যতই কেন স্নেহ করি না, ও ব্যক্তি তাহার সম্যক্ প্রতিদান করিতে পারিবে না--তবে আমারই বা স্নেহ করিয়া কাজ কি?'—এই ভাবটীও প্রীতিসঞ্চারের ব্যাঘাতক।

যে স্থলে ঐরূপ অনাস্থা এবং অভিমান জন্মিতে না পারিবে, যথায় ক্ষণভঙ্গুরতা অথবা অকৃতজ্ঞতার সন্দেহ না উঠিবে, এমন স্থলে স্নেহ সঞ্চারিত হইবার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।

গৃহশূন্য কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে স্বদেশবাৎসল্যই বল, আর ঈশ্বরপরায়ণতাই বল, এইরূপ ভাব বিলক্ষণ প্রবল হইতে পারে। এখনকার কালে যাঁহার ঐরূপ হইল, তিনিই গৃহশূন্য হইয়া প্রকৃত তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ত্রিংশ প্রবন্ধ।

দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ।

—"And such was she"—'সে স্ত্রীও এমনি ছিল, অর্থাৎ 'যে স্ত্রী গিয়াছে সে তোমারই মত বা ইহাঁরই মত ছিল'—এ কথা কে বলিতে পারে? আমার বোধ হয়, সাহেবেরা বলিতে পারেন। তাঁহাদিগের অধিক বয়সে বিবাহ হয়, দেহ এবং মন যেমন হইবার তেমনি হইয়া পাকিয়া উঠিলে তাঁহারা পছন্দ করিয়া বিবাহ করেন, অতএব তাঁহারা একবার যেমন একটী দেখিয়াছিলেন, আবার তেমন একটী দেখিতে পারেন।

কিন্তু আমাদের আর 'সেও অমনি ছিল' এ কথা বলিবার যো নাই। 'তুমি বা ইনি ঠিক তাহার মত'—আমি কাহাকে এ কথা বলিব? আর কেহ কি আমার নিজের হাতে গড়া, গায়ে মাখা, মনে ধরা জিনিস্? আমরা ছেলে বেলা দুজনে মিশেছিলাম, আমি তাঁহাকে আমার মনের মত করে তুলে ছিলাম, নিজেও তাঁহার মনের মত হইয়া গিয়াছিলাম। সুতরাং সে যাহা ছিল, তাহায় নিজেরই মত, আর আমার মনের মত। অপর কেহ আর তেমন থাকিতে পারে না। আর কেহ তাহার চেয়ে, ভাল থাকে থাকুক, কিন্তু তেমন থাকিবে কেমন করে?

শাস্ত্রকারেরা এই বিষয়টী বুঝিতেন। এই জন্য যে স্থলে তাঁহাদিগকে প্রকৃত প্রণয়, অথচ একাধিক দারপরিগ্রহ বর্ণন করিতে হইয়াছে, সেই স্থলে একটী কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা নায়ক নায়িকার মনে এই ভাবের কল্পনা করিয়া দিয়াছেন যে, "সেই মরে, এই হইয়াছে।" দক্ষ-কন্যা সতীই হিমালয় কন্যা উমা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মহাদেব এরূপ বুঝিয়াই দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করিলেন।

রাসেশ্বরী রাধিকা রুক্মিণী দেবীরে শরীরে বিলীন হইয়া আছেন, শ্রীকৃষ্ণ ইহাই জানিয়াছিলেন। রতি দেবীও প্রদ্যুম্নকে পুনরুজ্জীবিত মদন বলিয়া জানিতেন। আমার কোন বন্ধু এক দিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, 'আমার প্রথমাই এই দ্বিতীয়া হইয়া জন্মিয়াছে, ভাবিতে পারিলে আমার সুখ হইত।' যথার্থ কথা। তেমন ভালবাসা দুই বার হয় না— দুই জনের উপরেও তেমন হয় না। যে ভাল বেসেছে সেই 'এক মেবাদ্বিতীয়ং' এই বেদবাক্যটী বুঝিয়াছে। এই জন্য অদ্বৈতবাদী পবিত্রমনা ব্যক্তির পক্ষে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ অসম্ভবপর।

যে সন্ন্যাসী হইয়াছে, সে কি আর গৃহী হইতে পারে? যদি হয়, তবে সে প্রকৃত আশ্রমভ্রষ্ট। সামান্য যুক্তিমুখেও দেখ, যে গিয়াছে তাহাকে মনে করিতেই হইবে। যদি তাহাকে ভুলিতে পার, তবে না পার কি? আবার যাহাকে গ্রহণ করিলে তাহাকে বই ত আর কাহাকেও মনে করিতে নাই। তবেই দুই বার বিবাহ করিলে মহা শঙ্কট বাধিল। এক পক্ষে মনে করিতেই হইবে—পক্ষান্তরে মনে করিতেও নাই। ঐ দুইয়ের যে পক্ষ অবলম্বন করিবে, কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে, ধ্যানের ব্যাঘাত জন্মিবে, পবিত্রতা বিনষ্ট হইবে।

এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে কোম্‌তের মতই ভাল বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই একাধিক বার বিবাহ করিবে না। আমাদিগের শাস্ত্রেও বলে প্রথম বিবাহই সংস্কার, তাহার পর আর সংস্কার হয় না।

একটী প্রকৃত বিবরণ বলি। আমার যে বন্ধুর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তিনি একজন বিজ্ঞ এবং বিশুদ্ধমনা পুরুষ। তিনি এই নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব পত্নীর যে দিন সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ হয়, সেই রাত্রি তিনি একাকী শয়ন করিয়া পূর্ব্ব পত্নীর ধ্যান করেন। দ্বিতীয়ার শয়নাগারে গমন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্পূজিতা, সর্ব্বতোভাবে গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা এবং যথোচিতরূপে

সমাদৃতা হইয়াও বৎসরের মধ্যে যে ঐ এক রাত্রি তাদৃশ ব্যবহার হয়, তজ্জন্য নিতান্ত অভিমানিনী হইয়া থাকেন। এত অভিমানিনী হন, যে ঐ সময়ে অধীরা হইয়া স্পষ্টই বলেন, 'যদি তাঁহা কে ভুলিতেই পারিবে না, তবে আমাকে বিবাহ করিলে কেন?' ঐ অভিমানিনীর অভিমান কি অন্যায়? আমার মতে অন্যায্য নয়। বিনা সম্যক্ অধিকারে প্রণয়-প্রবৃত্তির পরিতোষ নাই।

কিন্তু যাঁহারা এক স্ত্রীর বিয়োগ হইলে আর বিবাহ না করেন, তাঁহাদেরই যে কি সুখ হয়, তাহাও বুঝিতে পারি না। আমার মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন পিতৃঠাকুরের ভোজনপাত্রে দুই ভাগ অন্ন ব্যঞ্জন দিতে হইত। তিনি ভোজন করিতে বসিতেন। কিন্তু নিজ ভাগও সমগ্র গ্রহণ করিতে পারিতেন না। চক্ষু ছল ছল করিত—শোকাবেগে উদর পূর্ণ হইয়া উঠিত। মাতৃদেবীর লোকান্তর গমনের পর পিতৃঠাকুর পঞ্চবিংশতি বর্ষ জীবিত ছিলেন। বরাবরই ঐরূপ দেখিয়াছি। তবে কালেও ত শোকের হ্রাস হয় না? পিতৃঠাকুর যে দিন দেহত্যাগ করেন, সেই দিন বলিয়াছিলেন, "আমাকে গঙ্গাযাত্রা করাও—সে, এতদিনের পর আমাকে লইতে আসিয়াছে—আমি তাহাকে আবার দেখিতে পাইয়াছি।" পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পিতৃঠাকুরের সম্পূর্ণ বিশ্বাসই ছিল। তথাপি তাঁহার উল্লিখিত বাক্যের মধ্যে 'এত দিনের পর' 'আবার দেখিতে পাইয়াছি' এই গুলি থাকাতে কি বুঝায়?—তিনি যে শেষ পর্যান্ত বিয়োগযন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতীত হয়। অতএব দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহে অসুখ, এবং অপবিত্রতা;—অপরিগ্রহে অসুখ মাত্র; সুখ কোন পক্ষেই নাই—এই সিদ্ধান্ত স্থির।

তবে সুখ কিসে হইতে পারে,তাহা কোন সময়ে যেরূপ মনে উঠিয়াছিল, তাহা বলিতেছি। শীকার করিবার বাই হইয়াছিল। ছিটে গুলি পোরা বন্দুক হাতে করিয়া পাখী মারিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম একটা পুষ্করিণীর ধারে একটা গাছের একটা ডালে দুইটী পাখী কাছাকাছি বসিয়া আছে।

বন্দুক তুলিয়া তাড়া করিতেছি, এমন সময়ে ঐ দুইটা পাখীর একটী উড়িয়া গেল, অপরটী কিছুক্ষণ ছিল। কিন্তু বন্দুক ছুড়িতে পারিলাম না। এক ফাইয়রে যদি দুইটীই মারিতে পারিতাম, তাহা হইলেই মারিতাম। মনে মনে যমরাজকে বলিলাম আমাদের দুই জনকেও যেন এক বারে মারেন। যদি যম সেই প্রার্থনা শুনিতেন তাহা হইলেই সুখ হইত।

একত্রিংশ প্রবন্ধ।

বহু বিবাহ।

ইহার পূর্ব্বগত প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে এই প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হইবে। যখন এক স্ত্রী গতাসু হইলেও অপর দারপরিগ্রহ অবৈধ, তখন এক পত্নী বিদ্যমান থাকিতে অপর স্ত্রীর পাণিগ্রহণের কথা উল্লেখ করিতেই পারা যায় না। বাস্তবিক তাহাই বটে। তথাপি ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখিলে দোষ কি?

এক পুরুষকে কি একাধিক স্ত্রী ভাল বাসিতে পারে না?—পারে। এক পুরুষ কি একাধিক স্ত্রীকে ভাল বাসিতে পারে না?—তাহাও পারে। কিন্তু এই যে ভালবাসা এ তেমন ভাল বাসা নয়।

বাস্তবিক, ভালবাসার ক্রম আছে—বিলক্ষণ ইতর বিশেষ আছে। ভালবাসা এমন আছে, যাহার জন্য সব ছাড়া যায়—যাহাকে ভালবাসি, তাহার ভাল'র জন্য তাহাকেও ছাড়িতে পারি, এই ভালবাসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট—ঐ পবিত্র প্রণয়াগ্নিতে স্বার্থপরতার পূর্ণাহুতি হইয়া যায়—আত্ম-বিয়োগ

জন্মে। তাহার সুখেই আমার সুখ নয়—তাহার সুখই সুখ। যুধিষ্ঠির স্বর্গে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বক্ষণে এই ভালবাসার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি আপনার যাবতীয় পুণ্যরাশি একটী ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সেণ্ট পলও এই ভালবাসার প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, আমার পিতা মাতা প্রভৃতির উদ্ধারের নিমিত্ত আমি স্বয়ং নিরয়গামী হই।" আর এক প্রকার ভালবাসা আছে, যাহার জন্য আর সব ছাড়িতে পারি, কেবল যাহার জন্য আর সব ছাড়িতে পারি, তাহাকে ছাড়িতে পারি না। এ ভালবাসা পূর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। তথাপি বড় সামান্য পদার্থ নয়। ইহা সম্পূর্ণ আত্মবিলোপের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব। সন্ন্যাসী হওয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া যাওয়া, গঞ্জনা লাঞ্ছনা অপমানকে তৃণজ্ঞান করা, এই সকল ব্যাপার এইরূপ ভালবাসা হইতে ঘটে। আর একরূপ ভালবাসা আছে, যাহাতে কিছুই বিসর্জ্জন দিবার ইচ্ছা আপনা হইতে মনে উঠে না, কিন্তু কোনরূপে কেহ মনে উঠাইয়া দিলে কিছুতেই অসম্মত হই না। অন্যের জন্য টাকা খরচ করা, পরিশ্রম স্বীকার করা, এইরূপ ভালবাসার সাধারণ স্থল। অপর একরূপ ভালবাসা আছে, তাহাতে যাহাকে ভালবাসি তাহাকে না পাইলে ক্ষোভ মিটে না ফাঁক ঘুচে না, নিজের সুখ পূর্ণ হয় না। এইটী সর্ব্বনিকৃষ্ট—ইহা প্রবৃত্তির উত্তেজক মাত্র। কিন্তু ইহাও ভালবাসা, সুতরাং ভাল জিনিস। তবে ইহাতে স্বার্থের প্রথম সংস্কার মাত্র হয়—স্বার্থকে পরার্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে—স্বার্থকে বিস্তৃত করে। স্থূল স্থূল এই চারি প্রকার প্রণয়ের মধ্যে যে নর নারী প্রথম দুই প্রকারের ভুক্তভোগী, তাঁহাদিগের পক্ষে দ্বিতীয় পরিণয়, কি বহুবিবাহ, কোনটীই সঙ্গত নয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রকার প্রণয়ের স্থলে দ্বিতীয় পরিণয় ত চলেই—বহুবিবাহ ও অসাধ্য হয় না।

ফলতঃ ধর্ম্মচর্চ্চায় যেরূপ, প্রণয়চর্চ্চাতেও সেইরূপ—অধিকারিভেদে ব্যবস্থা ভেদ। সকল মানব [illegible] অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে পারে না।

যাহারা না পারে, তাহাদিগের পক্ষে প্রণয়ের উচ্চোচ্চ সোপানে অধিরোহণ করা অসাধ্যপ্রায় হয়। এই জন্য একাধিক পরিণয় ধর্ম্মব্যাঘাতক। যাহার একাধিক বিবাহ হয়, তাঁহাকে প্রায় চিরজীবনই প্রণয়োন্নতির নিম্নবর্ত্তী সোপানে অবস্থিতি করিতে হয়। তাঁহার স্বার্থপরতার সম্যক্ সংশোধন হয় না। তিনি যাবজ্জীবন পশ্বাচারী থাকেন, কখন বীর এবং দিব্য ভাবের অধিকারী হয়েন না।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারি না। আর একটী বিষয় বিচার্য্য আছে। জগতের একটী অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড এই যে, ইহার ব্যাপার সকলই পরস্পর সংশ্লিষ্ট—এক হইতে অপরে পরিণত—কিন্তু সম্যক্ স্বতন্ত্র নহে। যাহা অতি উচ্চ, তাহাও নীচ হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্ভূত নয়। দেখ, মনুষ্যে অব্যূঢ় জড় পদার্থের ধর্ম্ম, উদ্ভিদের ধর্ম্ম, পশুর ধর্ম্ম, এবং মনুষ্যের ধর্ম্ম, এই চারিটী ধর্ম্মই একত্র মিলিত। পশুতে, জড়-ধর্ম্ম, উদ্ভিদ ধর্ম্ম, এবং পশু ধর্ম্মের সমাবেশ—কেবল মনুষ্যত্ব নাই। উদ্ভিদে, জড়ধর্ম্ম এবং উদ্ভিদ ধর্ম্ম, দুইটীই থাকে—উপরের দুইটীরই অভাব। জড়ে জড়ত্বমাত্র বিদ্যমান থাকে। ফলতঃ জগতের সর্ব্ব বিষয়েই এইরূপ। উৎকৃষ্টের অভ্যন্তরে নিকৃষ্টের অবস্থান। আমাদিগের মনোভাবও এই নিয়মের বহির্ভূত নয়। প্রণয়ের যে চারিটী প্রকারভেদ নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তন্মধ্যেও এই নিয়ম বিরাজ করিতেছে। সর্ব্বোচ্চ প্রণয় ভাবের অভ্যন্তরে অপর তিনটী ভাবই আছে। তৃতীয়ের অভ্যন্তরে নিম্নের দুইটী। দ্বিতীয়ের অভ্যন্তরে তাহার নীচেরটী, এইরূপ।

উল্লিখিত তথ্যের প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে প্রণয় পদার্থের যথার্থ প্রকৃতির অববোধ হয় না, প্রণয় পরীক্ষায় নানা প্রকার ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, এবং প্রণয়িদিগের পরস্পর ব্যবহারেও দোষ এবং মনে মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে।

আমার বোধ হয় যে, একত্বের মধ্যে অনেকত্বের সমাবেশ করিবার

প্রয়োজন আছে। সৌন্দর্য্যের একটী প্রধান উপাদান অনেকত্ব। একই সূর্য্য প্রতিদিন উঠিতেছেন, প্রতিদিন অস্ত গমন করিতেছেন। কিন্তু দুই দিনের শোভা ঠিক সমান নয়। মানস আকাশের সূর্য্যকেও তাহাই করিতে হয়—এক, অথচ এক নয় হইতে হয়। গায়ত্রী দেবী তিন সন্ধ্যায় তিন রূপ ধারণ করেন—একরূপে ধ্যানগম্যা হয়েন না। চির দিন একই রকম, সকল বিষয়েই সমান ভাব, সকল কথাতেই এক ঘেয়ে উত্তর কখন ভাল লাগে না। নিতান্ত 'মাটির মানুষদিগের' স্বামী বশ হয় না—নিতান্ত যমাটু বাঁধা পুরুষেরাও কামিনীদিগের চিত্ত-রঞ্জন করিতে পারেন না।

যে পুরুষ এক আপনাতে এবং আপনার এক পত্নীতে অনেকত্বের সমাবেশ করিতে না পারেন, তিনি পবিত্র প্রণয়বীজের যথাযোগ্য পোষণে অশক্ত। তাঁহার বৃক্ষের মূলেই কীট লাগিয়া থাকে—গাছটী কখন যথোচিতরূপে বাড়িতে পায় না—এবং পরিণামে হয়ত বিতৃষ্ণা রূপ ফলোৎপাদন করে।

দ্বাত্রিংশ প্রবন্ধ।

বৈধব্য-ব্রত।

যখন পুরুষদিগের পক্ষেই দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ ধর্ম্মব্যাঘাতক, তখন স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যে, দ্বিতীয় পরিণয় অবিধেয়, সে কথা বলিবার অপেক্ষা করে না। যে যে কারণে পুরুষদিগের দ্বিতীয় বার বিবাহ অনুচিত, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সে সকল কথাই খাটে। তদ্ভিন্ন, স্ত্রীলোকদিগের দ্বিতীয় পরিণয়ে কতকগুলি বিশেষ দোষ আছে। কিন্তু আমি ও সকল বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। আমি বলিয়াছি যে, পুরুষেরও দ্বিতীয় বার বিবাহ করা অনুচিত।—আমি বলিয়াছি যে, গৃহশূন্য ব্যক্তি স্বদেশবৎসলরূপেই হউক, আর ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াই হউক, তপশ্চরণ করিবেন। এখন দেশের এবং সমাজের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে বিধবা কি করিবে, আর পরিবারের অপর সকল লোকেই বা বিধবার প্রতি কি ভাবে চলিবে, আমি সেই কথাই কিছু বলিব।

বৈধব্য একটী মহৎ ব্রত। ব্রতটী পরার্থে আত্মোৎসর্গ। আত্মোৎসর্গ ব্রতের অনুষ্ঠান কিছু না কিছু সকলকেই করিতে হয়—কেহ জেনেশুনে করেন, কেহ না বুঝিয়া করেন,—কেহ অল্পমাত্রায় করেন, কেহ অধিক মাত্রায় করেন—কিন্তু সকলেই ইহা করিয়া থাকেন। তবে অন্যের পক্ষে এই ব্রতের শিক্ষা এবং ইহার পালন ধীরে ধীরে নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য ইহার ক্লেশানুভব অল্প হয়—স্থলবিশেষে কোন ক্লেশই হয় না। বিধবার পক্ষে এই ব্রতের ভার একেবারে চাপিয়া পড়ে, এই জন্য সে বিকল হইয়া যায়। এত বিকল হয় যে, সে যে একটী মহৎ ব্রতের ব্রতী হইল, তাহা বুঝিতেই

পারে না—সে বুঝে "আমি জন্মের মত গেলুম"। বাস্তবিক সে নিজের পক্ষে জন্মের মতই যায়। সে একেবারেই উদাসীনী, সর্ব্বত্যাগিনী, ব্রহ্মচারিণী হইয়া পড়ে।

ব্রহ্মচারী, সর্ব্বত্যাগী, উদাসীন ব্যক্তিদিগের প্রতি মনুষ্যসাধারণের মনের ভাব কি হয়? সকল মনুষ্যই সংসারবিরাগীদিগের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি এবং অবিচলিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বিধবাও তদ্রূপ ভক্তি এবং শ্রদ্ধার পাত্রী। তবে একটী কথা আছে। যাঁহারা জ্ঞানপথাবলম্বী হইয়া সংসারের প্রতি একান্ত তিতিক্ষা বশতঃ সংসারত্যাগী হয়েন, তাঁহাদিগের মানসিক বল এবং দৃঢ়তার প্রতি যতটা ভক্তি হয়, যাঁহারা সাংসারিক দুঃখে পরিতপ্ত ও দৈব দুর্ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া সংসার ত্যাগ করেন, তাঁহাদের প্রতি ততটা প্রগাঢ় এবং বিশুদ্ধ ভক্তি হয় না—তাঁহাদের প্রতি যে ভক্তি হয়, তাহার সহিত অনেকটা দয়াও মিশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমি জানি, ৺ কাশীধামে একটী অতি পবিত্রাত্মা মহাপুরুষ আছেন, যিনি প্রথমে শুদ্ধ দৈব বিড়ম্বনা বশতঃই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পঠদ্দশাতেই পুত্র কলত্র গতাসু হইয়াছিল। তিনি সেই দুঃখেই গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে যোগাভ্যাস এবং অন্যান্য তপশ্চরণদ্বারা সর্ব্বলোকের প্রতি, অগাধ প্রীতিসম্পন্ন, অতি সদালাপী, মধুরভাষী এবং পরোপকারপরায়ণ হইয়া সকলের প্রীতি, ভক্তি এবং বিশ্বাসভাজন হইয়া আছেন। ঐ মহাপুরুষই বিধবাদিগের আদর্শস্থানীয়। তাঁহার ন্যায় দৈববিড়ম্বনা নিবন্ধন সন্ন্যাসাশ্রমপ্রাপ্ত বিধবারও কর্ত্তব্য, আত্মদমন এবং পরোপকার-ব্রত পালনদ্বারা আপনাকে তেমনি শুচি, শান্ত এবং সুখী করিয়া তুলেন।

যে পরিবারে কোন স্ত্রীলোক বিধবা হইয়াছে, সে পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিই যেন বিধবার প্রকৃত অবস্থা ক্ষণকালের নিমিত্ত বিস্মৃত না হয়েন। সে বাটীর স্ত্রী পুরুষ সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, বিধবা দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়াছে। দৈববিড়ম্বনা কর্ত্তৃক সেই কঠোর ব্রতাবলম্বন করিয়াছে, অতএব সে একান্ত দয়ার পাত্রী; অমন উচ্চ

ব্রত ধারণ করিয়াছে, অতএব তাহাকে বিশেষরূপেই ভক্তি করিতে হইবে। বিধবার প্রতি এই মিশ্রভাব অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিলে, তাহার তপস্যার বিঘ্ন অল্পই হইবে, তাহার অশন বসন জন্য অনেকটা ক্লেশ ন্যূন হইবে এবং তাহার হৃদয়ে আত্মগৌরবের প্রাখর্য্য যেমন বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, অমনি শম দমাদি ব্যাপার সুকর হইয়া উঠিবে।

পরিবারস্থিত বিধবার পালনে কর্ত্তার কোন মতেই অমনোযোগী হইলে চলিবে না। বিধবারা যে ব্রতের ব্রতী হইয়া পড়ে তাহাতে বয়স এবং অবস্থাভেদে তাহাদিগের প্রকৃতি ভিন্ন হয়, এবং তাহাদিগের সুপালনার্থ বিভিন্নরূপ ব্যবহারেরও প্রয়োজন হয়। এক, প্রাচীনা বা প্রৌঢ়া সসন্তানা বিধবা—ইহাঁদিগকে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দিবে—তীর্থাদি দর্শনের অভিলাষ সম্পন্ন করিতে দিবে—ইহাঁদিগের সহিত বিনা পরামর্শে সাংসারিক বন্দোবস্ত করিবে না—এবং ইহাঁদিগকে যাহা কিছু বলিতে হইবে তাহা বাটীর কর্ত্তা নিজেই বলিবেন—ঝি বৌয়ের মুখ দিয়া কদাপি বলিবেন না। বিধবা মাতাকে স্ত্রীর মুখ দিয়া কিছু বলিতে গিয়া অনেক যুবা মাতৃস্নেহ হারাইয়াছেন। এই সকল বিধবার সন্তানেরা যাহাতে বাটীর সমবয়স্ক এবং সমবয়স্কা অপরাপর পুত্র কন্যার সহিত দৃঢ়রূপে সৌহার্দ্দবন্ধনে সম্বদ্ধ হয়, প্রথম হইতেই তাহার উপায় করিয়া যাইতে হইবে। দ্বিতীয়, যুবতী সসন্তানা বিধবা—ইহাঁদিগকে নিজ সন্তানের যত্নে যত ইচ্ছা সময় ক্ষেপণ করিতে দিবে, কিন্তু ঐ সন্তানের সমবয়স্ক অথবা তাহার কিছু কিছু অল্পবয়স্ক বাটীর অন্য ছেলেও যাহাতে ঐ যত্নের ফলভাগী হয়, বিশেষ চেষ্টা পূর্ব্বক তাহারও উপায় বিধান করিবে। বিধবার হৃদয় যেন স্নেহ বিস্তার করিবার পথ পায়, যেন কোন মতেই ঐ স্নেহরাশি অল্পমাত্র স্থানে বদ্ধ থাকিয়া দূষিত না হয়, এবং বিধবার হৃদয়ে আত্মপর বোধটা উত্তেজিত করিয়া ঈর্ষা দ্বেষাদির প্রভাবে তাহার প্রকৃতি [illegible] না করে। বিধবা যাহাতে বাটীর সকল ছেলেকেই ভালবাসে, তাহা করিতে না পারিলে, তাহার প্রতি উচিত ব্যবহারের ত্রুটি হইতেছে বুঝিতে হইবে। তৃতীয়,

নিঃসন্তানা বালবিধবা—ইহাঁদিগের প্রতিপালন, শুদ্ধ ভাত কাপড়ের প্রতি-পালন নয়, ইহাঁদিগের ধর্ম্মোন্নতি সাধন, অতি কঠিনতম ব্যাপার। এই জন্য বিশেষ কঠিন যে, ইহাদিগের বাল্যের সাহজিক স্বার্থপরতার অতি প্রধান সংস্কার দুইটী বাকী রহিয়া গিয়াছে—উহা পতিপ্রেমাগ্নিতে দ্রবীভূত হইয়া কখন পাত্রান্তরে বিস্তৃত হয় নাই— সন্তান বাৎসল্যরসে পরিষিক্ত হইয়া কাহাকেও নাড়ীছেঁড়া ধনরূপে প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাঁদিগের মন উদার না হইয়া ক্ষুদ্র, প্রীতিপূর্ণ না হইয়া শুষ্ক, এবং সদয় না হইয়া ঈর্ষাপ্রবণ হইয়া পড়িবার বড়ই সম্ভাবনা। তবে একটী ভরসা আছে। এতদ্দেশের সদ্বংশ-জাতা বালিকাগণের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রগাঢ় ভক্তিবীজ উপ্ত হইয়া থাকে। পিতৃ মাতৃ ভক্তি, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, শাস্ত্র শাসনে ভক্তি, ইহাদিগের যেন সহজাত ধর্ম্ম। তাহারই উপর অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়, এবং বিবেচনা পূর্ব্বক চলিতে পারিলে, ঐ ভক্তিবীজ হইতেই অতি বিপুল প্রীতির উদ্গম হইয়া ইহাদিগের জীবনক্ষেত্রকে সরস, শীতল এবং আত্মপর উভয়ের সুখপ্রদ করিয়া তুলিতে পারে। যেরূপে সতর্ক হইয়া চলিলে, বালবিধবার সুপালন হয়, তাহার কয়েকটী নিয়ম বলিতেছি।

(১) বিশেষ নির্ব্বন্ধসহকারে, কর্ত্তা স্বয়ং ইহাদিগের আহারের নিয়ম করিয়া দিবেন। এত দুগ্ধ, এই এই ফল, এইরূপ অন্ন ব্যঞ্জন, বিধবার সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যেমন দেবতার নামে যে দ্রব্যাদি সমাহৃত হয়, তাহা বাটীর অপর কাহাকেও খাওয়াইতে নাই, তেমনি বিধবার নিমিত্ত যাহা বাটীর কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তাহা বাটীর অপর কাহাকেও প্রদান করিতে নাই।

(২) বিধবার শয়ন দুই একটী শিশু সন্তানের সমভিব্যাহারে করা-ইবে। বিধবাকে ছেলেদের আবদার সহাইবে।

(৩) বিধবাকে সাংসারিক কার্য্যে বিশিষ্টরূপে উন্মুখ করিয়া তুলিবে। শুদ্ধ অতুল্য খাটা নয়, বিধবাকে সধবা স্ত্রীলোকদিগের গৃহকার্য্যের সহ-কারিণী করিয়া দিবে।

(৪) যদি পার, বিধবাকে সংস্কৃত শিখাইবে—অন্ততঃ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের ব্যখ্যা শুনাইবে; এবং তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করাইবে।

(৫) বিধবাকে ব্রতাদি করিতে দিবে—নিজে তাহা করিতে বলিবে না, কিন্তু করিতে চাহিলেই করিতে দিবে এবং ব্রতাদির উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্যয় সঙ্কোচ করিবে না। শরীরের খাটুনি তাহার, টাকা তোমার। বাটীর সধবা স্ত্রীলোকেরা যেন ঐ সকল ব্রত অথবা তদনুরূপ অপরাপর ব্রত করিতে না পারেন, এবং তাঁহাদের ব্রতাদি উদযাপনে যেন স্বল্পতর ব্যয় এবং অনধিক আড়ম্বর হয়।

(৫) বিধবাকে কোন অনুজ্ঞা করিতে হইলে কর্ত্তা তাহা স্বয়ং করিবেন—স্ত্রী, কন্যা, কিম্বা পুত্রবধূ প্রভৃতি অপর কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা করিবেন না। কিন্তু অনুজ্ঞা যেন সত্য সত্যই কর্ত্তার নিজের হয়, অর্থাৎ নিজেই দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া যেন অনুজ্ঞা করেন—গৃহিনী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং স্বয়ং তাঁহারই মুখস্বরূপ না হয়েন। নিতান্ত স্ত্রৈণ কর্ত্তার দ্বারা বিধবার সুপালন প্রায়ই ভালরূপ হইয়া উঠে না।

উল্লিখিত নিয়মগুলি বুদ্ধিপূর্ব্বক পালিত হইলে বালবিধবার যে কিরূপ ধর্ম্মোন্নতি সাংসাধিত হয়, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে পারিবেন। বিধবা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ভোগসুখ পরিত্যাগ করে, গৃহকার্য্যে অতি নিপুণা হইয়া উঠে, অতিথি, অভ্যাগত, কুটুম্ব, সজ্জনদিগকে খাওয়াইতে ভাল বাসে, স্বয়ং সবল এবং এবং সুস্থ শরীরী হয়, এবং ঈর্ষাদি দোষ পরিশূন্য হইয়া সধবাদিগের প্রতি অনুগ্রহশালিনী এবং তাহাদিগের পুত্রগণের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহশীলা হয়। যে বাটীতে এরূপ বিধবার অবস্থান, সে বাটীতে একটী জীবন্ত দেবীমূর্ত্তির অধিষ্ঠান। যে পরিবারের মধ্যে এরূপ বিধবার অবস্থান, সে পরিবারের স্ত্রী পুরুষেরা নিরন্তর ঋষি-চরিত্রের দ্রষ্টা এবং ফলভোক্তা। তাহারা "পরার্থজীবন" ব্যাপারটী কি, তাহা শুদ্ধ মুখে বলে না, এবং পুস্তকে পড়ে না—উহার জাজ্বল্যমান মূর্ত্তি স্ব স্ব চক্ষে দেখিতে পায়।

যখন মদ্যসেবী মাংসাহারী ইউরোপীয়দিগের কন্যাগণও ধর্ম্মশিক্ষার প্রভাবে চির-কৌমার ব্রতের নিয়ম যথাযথ পালন করিতে পারিতেছে, তখন অত্যুদার সংস্কৃত শাস্ত্রের সাহায্যে পবিত্র আর্য্যবংশোদ্ভবা বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্য পালন না হইবার কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

ত্রয়স্ত্রিংশ প্রবন্ধ।

চির-কৌমার।

মানুষ গৃহাশ্রমী হইবে, দার পরিগ্রহ করিবে, পরিবার পরিবৃত হইয়া থাকিবে—ইহাই সাধারণ নিত্যধর্ম্ম এবং সেই নিত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই পারিবারিক প্রবন্ধগুলি বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু গৃহাশ্রমী হইয়াও অর্থাৎ সংসার মধ্যে থাকিয়াও বিনা দার পরিগ্রহে থাকা একান্ত অসাধ্য অথবা অসম্ভব ব্যাপার নহে। বিবাহ করা এবং পরিবার প্রতিপালন করা দিন দিন অধিকতর অর্থসাধ্য এবং কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। গৃহী হইতে গেলেই বিবাহ করিতে হয়, এই যে প্রাচীন সংস্কার ছিল, তাহা কাল গতিকে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে। অকুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানেরা অনেকেই বিবাহ করিবার সংস্থান করিয়া উঠিতে পারেন না—এবং তাদৃশ ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ দিয়া 'ব্রহ্মস্থাপন' করিবার যে ধর্ম্ম প্রথা ছিল, সেই প্রথারও সমাদর ন্যূন হইয়া আসিতেছে। তদ্ভিন্ন ইংরাজদিগের মধ্যে বড় লোক এবং ছোট লোক অনেকেই বিবাহ করেন না, বা করিতে পারেন না, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া নব্যেরা অনেকে বিবাহ করা না করা নিজ ইচ্ছাধীন ব্যাপার—অবশ্য কর্ত্তব্য সংস্কার কার্য্য নহে—এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি-

রাছেন। অতএব পারিবারিক প্রবন্ধের শেষভাগে চির-কৌমার বিষয়ক বিচার নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না।

আমার বিবেচনায় চির-কৌমার ব্রত ধারণ করিবার যোগ্য নরনারী পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত অতি অল্প পরিমাণেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পারিবারিক ধর্ম্মের সুপালন দ্বারা যে সকল পূর্ব্ব পুরুষের শরীর ও মন সুসংযত হইয়াছে, তাদৃশ পূর্ব্ব পুরুষদিগের গুণ যে সকল সন্তানে সম্যক্ অনুপ্রবিষ্ট, তাঁহারাই চির-কৌমার ব্রত ধারণে অধিকারী হইতে পারেন। এই প্রকার লোকের কাম প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হয়, এবং অন্তঃকরণ পরার্থ চিন্তাপূত হইয়া থাকে। কালে যে এ প্রকার মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে না, আমি এরূপ মনে করি না—প্রত্যুত আমি দেখিয়া আসিতেছি যে, ঐ দুইটী লক্ষণের মধ্যে যেখানে একটী থাকে, অপরটীও প্রায়ই সেই খানে থাকে। কামপ্রবৃত্তি দুর্ব্বলতা এবং পরার্থ-পূত-চিত্ততা অনেক স্থলেই একাধারে বিদ্যমান হয়।

তদ্ভিন্ন, আমার দৃঢ় প্রতীতি এইরূপ যে, জীব সংখ্যার এবং আহার সামগ্রীর বৃদ্ধির নিয়ম এক্ষণে যেরূপ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে চলিতেছে, কালে মনুষ্যেরা আপনাদিগের মধ্যে ঐ নিয়ম সেরূপ নিরপেক্ষ ভাবে চলিতে দিবে না; পরস্পর সাপেক্ষ করিয়া লইবে। এক্ষণে মানব সংখ্যার বৃদ্ধি যে ক্রমানুসারে হয়, আহার সামগ্রীর বৃদ্ধি সে ক্রমানুসারে হয় না, তাহাতেই অনেক স্থলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি দুর্ঘটনা সমস্ত ঘটিয়া থাকে। সমাজে এই প্রাকৃতিক তথ্য যত অধিক পরিমাণে পরিজ্ঞাত হইবে, সেই তথ্য-জ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া বৈবাহিক ব্যবস্থার যত উৎকর্ষ সাধিত হইবে, এবং ঐ সকল ব্যবস্থা যত অধিক পরিমাণে প্রতিপালিত হইবে, ততই এমন সকল সন্তান জন্মিবে, যাহাদের কামপ্রবৃত্তি সহজেই দুর্ব্বলা এবং পরার্থ-প্রবণতা বলবতী। যখন আমার প্রতীতি এবং অভিলাষ এইরূপ, তখন যে আমি চির-কৌমার অবস্থার পক্ষপাতী বই কদাপি তাহার বিরোধী হইতে পারি না, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে আমি এই বলি, যে সে ব্যক্তি এই

ব্রত পালনের অধিকারী নহে। সাধারণ ইংরাজদিগের মধ্যেও যে, কেহ কেহ বিবাহ করে না, তাহার একমাত্র কারণ তাহারা সাংসারিক ধর্ম্ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে চায় না, অথবা তাহারা স্ত্রী পুত্র পালনের ভারে আক্রান্ত হইতে নারাজ। তাহারা এক মাত্র স্বার্থপরবশ হইয়াই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। আমি তাদৃশ চির-কৌমারের একান্ত বিদ্বেষ্টা।

যদি কাহার চির-কৌমার ব্রত ধারণের প্রকৃত অভিলাষ হয়, তবে কয়েকটী বিষয় বিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক তাঁহার বুঝিয়া দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে, তিনি আপনার দেহকে সম্যক্‌রূপে বিশুদ্ধ রাখিতে পারিবেন কি না? দেহ অবিশুদ্ধ হইয়া গেলেও যে, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ থাকিতে পারে, এরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া অবিধেয়। দেহ এবং মনকে বিভিন্ন পদার্থ না ভাবিয়া বাহ্য ও আন্তর এই বিভিন্ন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বলিয়া উহারা একই পদার্থের দ্বিবিধ আভাস মাত্র, ইহাই মনে করা ভাল। পশুধর্ম্মের আচরণে যে দিব্যাচারের ব্যভিচার হয় না—অথবা সংগোপনে বিগর্হিত ব্যবহারের অনুষ্ঠানে যে আত্মগ্লানি জন্মে না—এরূপ সিদ্ধান্ত কখনই প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে। অতএব এই সকল কথার তাৎপর্য্য সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া কেহ চির-কৌমার ব্রতের অধিকারী বটেন কি না, তাহা তাঁহাকে স্বয়ংই অবধারণ করিয়া লইতে হয়। যদি এই সকল কথার বিচারপূর্ব্বক কেহ কৌমার ব্রত ধারণ করেন, এবং পরে বুঝিতে পারেন যে, তিনি ব্রত পালনে অশক্ত, তাহা হইলে তাঁহার ব্রত ত্যাগ করিয়া বিবাহ করা কর্ত্তব্য। তাহাতে সঙ্কল্প-ভঙ্গ জন্য দোষ হইবে বটে, কিন্তু সে দোষ কপটাচার অপেক্ষা অল্প দোষ; তাহাতে অসারল্য এবং কপটতার বৃদ্ধি, এবং সমুদায় বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তির বিকৃতি হয় না; সঙ্কল্প-ভঙ্গ হেতুক চরিত্রের দুর্ব্বলতা মাত্র জন্মে।

চির-কৌমার ব্রতাভিলাষীর আর একটী বিষয় ভাবিয়া দেখা আবশ্যক—তিনি সম্যকরূপে ব্যাজশূন্য প্রীতি-দান, অর্থাৎ প্রতিদান না পাইয়াও প্রীতি-দান করিতে পারেন কি না? আমি ঈশ্বরের উপাসনা

বুঝি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করি, অতএব মঙ্গলময় ঈশ্বর অবশ্যই আমার মঙ্গল করিবেন, এরূপ ভাবসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে চির-কৌমার ব্রত পালন অসাধ্য ব্যাপার। ঈশ্বর আমার প্রতি অনুগ্রহই করুন, আর নিগ্রহই করুন, আমার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মে আমি তাঁহাতে অনুরক্ত থাকিব—তাঁহার নিগ্রহেও আমার অনুরাগ বাড়িবে—যাঁহার মনে এরূপ আত্মগৌরব, আত্মপ্রতীতি এবং অসীম প্রেম বিদ্যমান আছে, অথবা বিদ্যমান হইবার উপক্রম হইয়া আছে—তিনিই চির-কৌমার ব্রত ধারণের প্রকৃত অধিকারী। তিনি স্ববন্ধু, স্বকুল. স্বজাতি, স্বদেশ, সমুদয় মনুষ্য, বা সমস্ত জীব-হিতার্থ আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারেন। ভীষ্মদেব, শুকদেব প্রভৃতি তেজস্বী বিশুদ্ধাত্মারা ঐরূপ লোক ছিলেন। তেমন তেজস্বিতার এবং পবিত্রতার আধার হইতে পারিব বলিয়া যিনি আপনাকে মনে করিতে পারেন, তিনিই চির-কৌমার ব্রত ধারণের যোগ্য পাত্র।

আমার এই কথা গুলিতে কেহ যেন মনে না করেন যে, চিরকৌমার ব্রতের অধিকারী কেহই নাই—আমি পাকতঃ এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছি। আমি মনুজবর্গের ক্রমোন্নতিশীলতায় একান্ত বিশ্বাসবান্—আমার কখনই বোধ হয় না যে, ভীষ্মদেবের ন্যায় তেজস্বী অথবা শুকদেবের ন্যায় পবিত্রতাসম্পন্ন পুরুষ আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না অথবা এইক্ষণেও বিদ্যমান নাই। ভীষ্মদেব, এবং শুকদেব কোন সময়ে জীবিত ছিলেন, অথবা তাদৃশ পুরুষের পূর্ব্বে কল্পনা হইয়া গিয়াছে, ইহাই পরবর্ত্তী কালে তাদৃশ মহাত্মদিগের উৎপত্তির কারণ-স্বরূপ হইয়া আছে। মানুষ্যের উন্নতি কেবল মাত্র বৈষয়িক ব্যাপারেই সম্বদ্ধ থাকে, ধর্ম্মপ্রণালীতে ব্যাপক হইতে পারে না, যাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা উন্নতির বাহ্য লক্ষণ মাত্রই দেখেন, উহার প্রকৃত হেতু বুঝেন না। মনে উন্নত ভাবের প্রবেশ ও সঞ্চয় নিবন্ধন স্নায়ুমণ্ডলের এবং শারীর ধর্ম্মের উৎকর্ষ, এবং সেই উৎকর্ষের পুরুষানুক্রমিক

সংক্রমণ যে মনুষ্যের উন্নতির প্রকৃত হেতু তাঁহারা এই গূঢ় তথ্যটী বুঝেন না। যখন একটী ভীষ্ম জন্মিয়াছিলেন, তখন অবশ্যই দশটী ভীষ্ম, শত ভীষ্ম, সহস্র ভীষ্ম, হইয়া গিয়াছেন, হইয়া আছেন, এবং হইতে পারেন।

অতএব ভীষ্ম এবং শুকদেবের নামোল্লেখ করিয়া আমি চিরকৌমার ব্রতধারণের অসাধ্যতা খ্যাপন করি নাই—সেই ব্রতধারিদিগের আদর্শ মাত্র দেখাইয়াছি। কোন্ কোন্ গুণের প্রাচুর্য্যে ঐ ব্রত সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহাই বলিয়াছি। ভীষ্মের নাম করিয়া অস্বার্থপরতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, ত্যাগশীলতা, এবং ভক্তিমত্তার প্রয়োজন দেখাইয়াছি; এবং শুকদেবের নাম করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা এবং ঐকান্তিকতার আবশ্যকতা বলিয়াছি। প্রকৃত বীর এবং প্রকৃত জ্ঞানানুরক্ত ব্যক্তিরাই চিরকৌমার ব্রত পালনের অধিকারী।

যে জাতীয় লোকের মধ্যে বীরভাব এবং বিদ্যানুরাগ অধিক সেই জাতিতেই চিরকৌমার ব্রতের আধিক্য হইতে পারে। কিন্তু বীজ-বৃক্ষ সম্বন্ধের ন্যায় কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অনেক স্থলে পরস্পর এরূপ সাপেক্ষ যে উহাদিগের একের উপস্থিতিতে অন্যের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা হয়। অতএব বাঙ্গালীর মেয়েছেলেদের মধ্যে যথোচিত পাত্র বিবেচনা করিয়া চিরকৌমার ব্রতধারণের পথ খুলিলে এদেশেও পুনর্ব্বার প্রকৃত বীরভাব ও বিদ্যানুরাগের সঞ্চার হইতে পারে। সকল ছেলেকে এবং সকল মেয়েকেই যে উদ্বাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইতে হয় এটী একটী মহদ্দোষ।

কোন "সাধুশীলা বুদ্ধিমতী বলিয়াছিলেন"—মেয়েটীর বিবাহ না হইলে কোন ক্ষতি হয় না; সে, তাহার ভাই ভগিনী এবং ঐ ভাই ভগিনিগণের পুত্র কন্যার প্রতি ঐকান্তিক যত্নপরায়ণা হইয়াই সুখে সচ্ছন্দে কাল কাটাইতে পারে।"

চতুস্ত্রিংশ প্রবন্ধ

ধর্ম্ম চর্য্যা।

এক একটী পরিবার সমাজের এক একটী অণুবন্ধনে ঐ বিভিন্ন অণুগুলি যত প্রকার প্রবন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ, তন্মধ্যে ধর্ম্মবন্ধন প্রধানতম। সুতরাং কোন সমাজে যে ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচলিত থাকে, অবিকৃত অবস্থায় সেই সমাজের অন্তর্গত প্রতি পরিবারের মধ্যেও সেই ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচলিত থাকিবে। তাহা না থাকিলে জনগণের মধ্যে পরস্পর মমতার হ্রাস, বিদ্বেষের প্রাচুর্য্য, অযথাচারের বৃদ্ধি এবং সমাজবন্ধনের শৈথিল্য জন্মে।

এক্ষণে আমাদিগের হিন্দু সমাজের আর অবিকৃতভাব নাই। এখন সমাজ-প্রচলিত ধর্ম্ম-প্রণালীর প্রতি অনেকের সম্পূর্ণ ঐকান্তিকতা রক্ষা হইতেছে না। গোঁড়া, গণ্ডমূর্খ এবং পরম জ্ঞানী ভিন্ন অপর অনেকেরই মনে সন্দেহের এক আধটু বিষময় ভাব লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। দেশের জল বায়ু বিদূষিত হইয়া উঠিলে যেমন তদ্দেশনিবাসী সকলেরই কিছু না কিছু স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তেমনি সামাজিক ধর্ম্মবিপ্লবের সূত্রপাত হইলে সমাজের অন্তর্গত পরিবার মাত্রেই কিছু না কিছু দোষের সংস্রব হইয়া থাকে। সর্ব্বতোভাবে ঐ দোষ অতিক্রম করিবার কোন উপায়ই নাই।

কিন্তু যদিও সর্ব্বতোভাবে ঐ দোষ অতিক্রম করা আমাদিগের সাধ্যাতীত, তথাপি বিচক্ষণতা সহকারে চেষ্টা করিলে যে, কতক দূর না হয়, এ কথা বলা যায় না। বিশেষতঃ ঐ সকল দোষ নিবারণের জন্য সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সামাজিক ধর্ম্মবন্ধনের শৈথিল্য, কতক আইনের জোরে, কতক শাসনকর্ত্তৃবর্গের প্রভাবে, আর কতক অন্যদীয় মুখাপেক্ষতার বলে, যে কোন রূপে হউক, একপ্রকার সারিয়া

যাইতে পারে; কিন্তু পারিবারিক বন্ধনের যদি কিছু মাত্র শৈথিল্য জন্মে, তবে তজ্জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং তজ্জনিত দুঃখের প্রতীকার ইহজন্মেও হয় না, পরজন্মেও হয় না। সামাজিক ধর্ম্ম-বিপ্লবের দোষ পরিবারের মধ্যে সংক্রামিত না হয়, তাহার উপায় কি?—আমি যতদূর বুঝিয়াছি, সেই উপায়গুলির সোদাহরণ উল্লেখ করিব।

(১ম) ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে চিরন্তন ধর্ম্মেই শুদ্ধ বিশ্বাসবান্ হইয়া থাকিব, এরূপ মনে করিলে চলে না। বুদ্ধিবৃত্তিকে খেলাইতে হয়, এবং যুক্তি সহকারে শাস্ত্রার্থ নিষ্কর্ষ করিতে হয়। নিজ পরিবারের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল তর্কের প্রয়োজন নাই বটে—কিন্তু অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম্য-ব্যাপারের যৌক্তিকতা পরিবারবর্গকে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। উদাহরণ—

"চণ্ডীপাঠ শুনিলে পুণ্য হয়; তাহার কারণ এই যে, চণ্ডীগ্রন্থে মৃত্যুভয়ের প্রকৃতি এবং সেই ভয় নিবারণের এক মাত্র উপায় যে, অবিনাশিনী আদ্যাশক্তিতে শ্রদ্ধা, তাহা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে;—আজি বাটীতে চণ্ডীপাঠ হইতেছে—চল, দুই জনে গিয়া শ্রবণ করি—তোমাকে স্থূল স্থূল তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলিব।" * * * "মৃত্যুভয় মহিষাসুর কত রকমে আকার পরিবর্ত্ত করিয়া আসিল, এবং যেমন একরূপ নষ্ট হইল, অমনি আর একটী রূপ ধারণ করিল, কিছুতেই একবারে গেল না; পরিশেষে তাহার দমন হইয়াই থাকিল।"

(২য়) ধর্ম্মবিপ্লবের সময় যে কোন মতবাদ বাহির হইতে আসিবে, তাহাই গ্রহণ করা উচিত নয়। সমাজের একান্ত বিগর্হিত আচার অবশ্যই পরিবর্জ্জনীয়। উদাহরণ—

"বাপুরে! তোমাকে ইংরাজী লেখা পড়া শিখাইয়া এই হইল যে, তুমি দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি ত্যাগ করিলে; পরে অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং অপেয় পানও করিবে—যেন সে দিন পর্য্যন্ত আমাকে জীবিত থাকিতে না হয়।" * * * * "আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম কখনই অভক্ষ্য ভোজন বা অপেয় পান করিব না—আপনার সাক্ষাতে যাহা খাইতে না পারি, এমন কোন পদার্থ আমার গলাধঃকৃত হইবে না।

(৩) ধর্ম্মবিপ্লবে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের পরস্পর বিরোধ হয়, সে সমুদায় যে ব্যাপকতর মতবাদের অন্তর্ভূত, তাহাই অবলম্বন করা অভ্যাস করিতে হয়। যতদূর পারা যায়, নিজের মনকে বিদ্বেষদূষিত হইতে দিতে নাই। উদাহরণ—

"অপর সকল ধর্ম্মই মিথ্যা—কেবল আমাদের ধর্ম্মই সত্য।" * * * "তাও কি বলিতে আছে?—সকল ধর্ম্মেই ত ভাল মানুষ আছেন? ভাল মানুষের ধর্ম্ম সত্য বই কি মিথ্যা হইতে পারে? ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মানুষকে ভাল করা বই ত নয়?"

(৪) ফল কথা, ভক্তি এবং প্রীতি যে ধর্ম্মবীজ, এবং পূজার প্রকৃত ভাব যে একাগ্রতা, তাহা সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিয়া পরিবারের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইলে বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হয়; সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়; পরিবারবর্গকে মনোগত সন্দেহাদি ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত সাহস প্রদান করিতে হয়; এবং তাহাদিগের সহায়তা অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মভাব অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়।

এই সকল পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ বলিয়াই হউক, কিম্বা সহিষ্ণুতার অভাব নিবন্ধনই হউক, অথবা বিবেচনার ত্রুটিবশতঃই হউক, অনেকানেক সুবোধ, শান্তপ্রকৃতিক, এবং পরিবারের প্রতি বিলক্ষণ স্নেহসম্পন্ন ব্যক্তিও নিজ পরিজনকে ধর্ম্ম-বিপ্লবের অনিষ্টকারিতা হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশে আপনাপন বিশ্বাসের বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া সমাজ-প্রচলিত ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্যকলাপের এমত ভাবে * অনুষ্ঠান করেন, যেন দেশে ধর্ম্ম-বিপ্লব কিছুই উপস্থিত হয় নাই। 'নাই বলিলে সাপের বিষ থাকে না'—উহাঁদিগের যেন সত্য সত্যই সেই বিশ্বাস। বাস্তবিক তাহাও কি হয়? যখন দেশের

---

* গৃহস্বামীর কার্য্য পরিবারবর্গের অনুকরণীয়। অতএব কিছু অনুষ্ঠান তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। ভগবান বলিয়াছেন—"উৎসোদয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং"।

জলবায়ু দূষিত হইয়াছে, তখন কি শুদ্ধ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিলেই পীড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে? তখন ব্যায়ামচর্য্যা, জল সংশোধন, উচ্চাবাস, এবং পবিত্রাহারের সম্যক্ প্রয়োজন হয়।

যাঁহারা ঐরূপ আচার করেন, আমি তাঁহাদিগকে 'ভাক্ত' 'কপট' প্রভৃতি কটু বাক্য বলিয়া গালি দিতে পারি না। তাঁহারা যে তাদৃশ অনৃতাচার নিবন্ধন দুর্ব্বলমনা হইয়া পড়িবেন, সে শঙ্কাও বড় একটা করি না। তাঁহাদিগের চরিত্র যে সারল্য পরিহার পূর্ব্বক ক্রমশঃ কুটিলতা প্রাপ্ত হইবে এ কথাতেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস নাই। আমি এই বলি যে, তাঁহাদিগের অবলম্বিত উপায়ে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। আমি শত শত স্থলে দেখিয়াছি, যাঁহারা পরিবারের মধ্যে অভিনব ধর্ম্মসন্দিগ্ধতার প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারা সংস্কার কার্য্যে একান্ত উদ্ধত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষাও পারিবারিক ধর্ম্ম বিপ্লবের অনিষ্টভোগ করিয়াছেন; তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি একেবারেই ভক্তিমার্গ পরিহার করিয়াছে, এবং অভক্ষ্য ভোজন, অপেয় পান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা যে সকল আভ্যন্তরিক নিরঙ্কুশভাব সূচিত হয়, তাহাতে সর্ব্বতোভাবে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত মনের ভাব সংগোপন করিয়া রাখেন, তাঁহারা সামাজিক উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা অবৈধ। তাঁহারা আপনাদের জীবনকালটী এক প্রকারে কাটাইবার চেষ্টা করেন, এবং মনে করেন, সামাজিক ধর্ম্ম-বিপ্লবের কোন অনিষ্টই ভোগ করিবেন না। কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধির নিদানভূত এবং সাংসারিক সকল সুখের আকরস্বরূপ যে নিজ সমাজ, সে যে দুঃখ পাইতে লাগিল, দিন দিন দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতে লাগিল, সাংঘাতিক পীড়ায় নিরন্তর জর্জ্জরিত হইতে লাগিল, তাহার দুঃখ মোচনের, বলাধানের এবং রোগোপশমের নিমিত্ত তাঁহারা কোন কষ্টই স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা শুদ্ধ আপনাদের সুখের নিমিত্তই নিজ নিজ পরিবারকে ধর্ম্ম-বিপ্লবের দোষ হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য যত্ন করিলেন। তাঁহাদের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি বৈফল্যে পরিণত হওয়াই উচিত, এবং তাহাই হইয়া থাকে।

প্রকৃত দোষ না থাকিলে কখনই কোন বিপ্লবের বীজ সমাজ মধ্যে অঙ্কু-রিত হইতে পারে না। বাস্তবিক, আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মপ্রণালীতে কতকগুলি অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক, অনিষ্টকর ব্যাপার সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের মধ্যে অনেক স্থলেই কেবল আচারের আঁটাআঁটি বাড়িয়া ধর্ম্মভাবের অন্তঃসারশূন্যতা জন্মিয়াছে; আমাদিগের জাতীয় সমুন্নতির প্রতি-বন্ধকস্বরূপ কতকগুলি কুসংস্কার সমাজের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হই-য়াছে। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল দোষ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই কর্ত্তব্য যে, কায়মনোবাক্যে ঐ সকল দোষের উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন। যদি বল, ঐ সকল বিষয়ে যত্ন করিতে গেলেই ত পরিবারের মধ্যে ধর্ম্ম ভেদ জন্মিবে, আমি বলি—সেটী ভ্রম। নিজে বাহাদুরী করিতে না গিয়া পরিবারস্থ সকলকে আপনার সহিত একমত ভাবিয়া চল, তাহাদিগকে আপনার সহায় করিয়া লও—কোন্ দোষটী পরি-হার্য্য, এবং কোন্ গুণটী অনুকরণীয়, বিচক্ষণতা সহকারে এবং পরিষ্কাররূপে তাহার নিরূপণ করিয়া দেও, দেখিতে পাইবে, পরিবারবর্গ বিলক্ষণ উৎ-সাহ সহকারেই তোমার পদচিহ্নে পদক্ষেপ করিয়া চলিবে।

পৃথিবীতে যত পেগম্বর বা নরদেব এ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে মহম্মদকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বোধ হয়। ঐরূপ বোধ হইবার একটী কারণ এই যে, মহম্মদ আপন পরিবারবর্গকেই সর্ব্বাগ্রে নিজ ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ পরিজনদিগের মধ্যে নিজ মতবাদ প্রচার করিয়া কৃতকার্য্য হয়েন—অনন্তর জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং পরিশেষে জন সাধারণের মধ্যে নিজ মতবাদ প্রচার করেন। আমি সকলকেই কিছু মহম্মদ হইতে বলিতেছি না—কিন্তু পবিত্রমনা এবং প্রকৃতদর্শী ধর্ম্ম-সংস্কারকদিগের এটী একটী প্রকৃত লক্ষণ, এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। আমাদিগের মধ্যে এখন যে সকল অনুচিকীর্ষু সংস্কারকের ছড়াছড়ি হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায় না। বাহাদুরী করাটী তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাঁহারা বিজাতীয় রীতির পক্ষপাতী হইয়া আপনাদিগকে

স্বজাতীয়গণের অগ্রণী বলিয়া অন্যকে দেখাইতে চান। তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা স্ব স্ব পরিজনের প্রতি বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন না। আমি শুনিয়াছি, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন স্বীয় গর্ব্ভধারিণীর কোন আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া বলিয়াছিলেন—"মা! আমি কি তোমার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছি?—আমি জগতের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি!!"

ধর্ম্ম-সংস্কার কার্য্যে নিজ পরিজনদিগকে সহায় করিবার চেষ্টা করিলে প্রভূত শুভ ফল উৎপন্ন হয়; সংস্কার কার্য্যে পাদবিক্ষেপটী একটু ধীরে ধীরে হইতে থাকে—সুতরাং প্রকৃত সীমা অতিক্রম করিয়া পড়িবার সম্ভাবনাও অধিক হয় না।

কোন বুদ্ধিমতী এবং ভক্তিমতী হিন্দুমহিলার সহিত এক জন খৃষ্টানীর যেরূপ কথোপকথন শুনিয়াছি, তাহারই উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাব সমাপন করিব।

"দিদি!—তোমাদের মত লোকের আর হিন্দু থাকা সঙ্গত হয় না—তোমরা আলো পাইয়াছ, আর কেন অন্ধকারে থাক?" * * * * *

"সে কি দিদি!—অন্ধকার কোথায়?—ঘরের দোর জানালা সব খোলা আছে—অন্ধকার কৈ?—বাহিরেও বড় একটা বেশী আলো নাই, তবে যথেষ্ট রৌদ্র আর ধূলা আছে বটে।"

পঞ্চত্রিংশ প্রবন্ধ।

আচার রক্ষা।

কোন দ্রব্য, সেটী যতই কেন স্বচ্ছ হউক না, তাহার দ্বারা কিছু না কিছু আলোক সংরুদ্ধ হইবেই হইবে। এই যে আমাদের দেশে ইংরাজী বিদ্যার 'সুবিমল জ্যোতিঃ' বিকীর্ণ হইয়াছে—তাহাতেও অনেকটা সত্যের অপলাপ হইয়া দেশীয় জনগণের অপকার করিতেছে। দেখ, ইংরাজীর প্রাদুর্ভাব হওয়াতে আমাদিগের জাতীয় আচার পদ্ধতির বিলোপসাধন হইতেছে। স্বপ্নেও মনে করিও না যে, তাহাতে সমূহ হানি হইতেছে না। আচার পদ্ধতির লোপে গৃহকার্য্যের শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়াছে, স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, লোক সকলের আয়ুষকাল খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে, এবং আত্মগৌরবের ত্রুটি হওয়াতে জাতিসাধারণের মধ্যে নীচানুকরণ প্রবৃত্তি বাড়িতেছে।

ইংরাজদিগের ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদিগের আচার-প্রণালী ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত হইয়া নাই। তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাল, কি আমাদিগের ধর্ম্মটী ভাল, এই কথা লইয়া যথেষ্ট লড়াই চলিতেছে—তাঁহাদের দ্বৈতবাদ ভাল, কি আমাদের অদ্বৈতবাদ ভাল, ইহার অনেক বিচার হইতেছে। এবং সেই বিচারে আমরা যে যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের সহায়তা পাইতেছি, তাঁহাদিগকেই একেবারে মাথায় তুলিয়া নৃত্য করিতেছি। কিন্তু আমাদিগের আচারপদ্ধতি কিরূপ হওয়া আবশ্যক, তাহাত আর ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলিয়া দিতে পারেন না। সুতরাং কি স্বপক্ষ কি বিপক্ষ কাহারই স্থানে এ দেশের উপযুক্ত আচার শিক্ষার সুবিধা হইতেছে না।

ধন্য য়িহুদী জাতি! সেই জাতির দশা আমাদিগের অপেক্ষাও অপকৃষ্ট

হইয়াছে। আমরা ত আমাদের নিজের দেশে আছি—আমরাত এখনও সকলে একত্র হইয়া আছি—তাহাদের নিজের দেশও নাই, নিজের জাতিও নাই। তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বদেশে নানা জাতীয়ের মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি তাহারা আপনাদিগের আচারপ্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, এবং সেই গুণে য়িহুদীরা যে দেশে থাকুক, তাহারা তত্তদ্দেশ-বাসিদিগের অপেক্ষা সুস্থ শরীর, দীর্ঘায়ুঃ এবং ধনশালী হইতেছে।

আচার-প্রণালীটী সামান্য জিসিস নয়। আমাদিগের 'কৃতবিদ্যেরা' আচার পদ্ধতির প্রতি একান্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নিতান্তই স্বল্প দর্শিতার কাজ করিতেছেন। এক জন বিশিষ্ট কৃতবিদ্যের সহিত আমার কোন সময়ে যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিতেছি।

আমি। ধর্ম্মের বড় বড় কথা লইয়াই আমরা তর্ক করি—কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট যে আচার প্রণালী ছিল, তাহার গুণাগুণ কিছুই বিচার করি না—এটী আমাদের একটী ভ্রম।

তিনি। আচার প্রণালী লইয়া আর কি বিচার করা যাইবে? ও গুলি ত যাজক সম্প্রাদায়ের মনঃকল্পিত ব্যাপার বই আর কিছুই নহে?

আমি। আচার প্রণালী যে যাজকবর্গেরই মনঃকল্পিত বস্তু, তাহা আমার বোধ হয় না। প্রকৃতির সম্যক্ পর্য্যালোচনার দ্বারা যে প্রাকৃতিক নিয়ম সকল জ্ঞানিবর্গের বোধগম্য হয়, আচার পদ্ধতিতে তাহাই নিবদ্ধ হইয়া থাকে। আচার পদ্ধতি সাক্ষাৎ প্রকৃতির আদেশ।

তিনি। প্রকৃতির আদেশ কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত কোন শাস্ত্র-পদ্ধতি শিখিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই বোধ হয় না। কারণ প্রকৃতির আদেশগুলি অতি স্পষ্টাক্ষরেই প্রকৃতির সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অন্যান্য জীবদিগের—গো, মহিষ, বিড়াল, কুক্কুরাদির কোন আচার-পদ্ধতি শিখিবার প্রয়োজন দেখা যায় না।

আমি। তাহা সত্য বটে—কিন্তু সেই জন্যই পশু পক্ষ্যাদির মধ্যে বিধ্বংসের প্রাকৃতিক নিয়মটী অতি বলবদ্রূপে কার্য্যকারী। কত কত

প্রকার পশু পক্ষী পৃথিবীতে জন্মিয়া একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষ সেই যে অতি প্রাচীনকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই অবধি আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে। পশু পক্ষ্যাদি পৃথিবীর দেশ-বিশেষে এবং কাল বিশেষে অবস্থিতি করিতে পারে—মানুষ সর্ব্বস্থানে সকল সময়ে থাকিতে সমর্থ। তাহার কারণ, মানুষ দেশভেদে এবং কালভেদে আপনার আচার ভিন্ন করিয়া লইতে পারে।

তিনি। তবে কি মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মই যথেষ্ট নয়?

আমি। মানুষের পক্ষে মনুষ্য-প্রকৃতির যে নিয়ম তাহা যথেষ্ট—কিন্তু পশু-প্রকৃতির নিয়ম মনুষ্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তিনি। অশন ভোজনাদি ব্যাপারে মনুষ্য-প্রকৃতি কি পশু-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন?

আমি। ভিন্ন বৈ কি?—মনুষ্যের প্রকৃতিতে পরিণামদর্শিতা অতীব বলবতী। মনুষ্য-প্রকৃতিতে ভাবি-সুখেচ্ছা, বর্ত্তমান সুখেচ্ছা অপেক্ষা তেজস্বিনী, মনুষ্যের প্রকৃতিতে কার্য্য কারণ সম্বন্ধবোধ অতি দূর সীমা অতিক্রম করিয়া চলে, এবং মনুষ্যের বাক্শক্তি এবং তজ্জাত ভাষা এবং লিপি-প্রণালী থাকাতে একজন অপর ব্যক্তিকে আপনার অভিজ্ঞতা দান করিতে পারে—এই সকল কারণে মনুষ্য-প্রকৃতি পশু-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। তুমিও যেমন প্রকৃতির অনুসরণ করিতে বল, আমিও তাই বলি; তবে মনুষ্যের পক্ষে বলিতে হইলে আমি বলি, মনুষ্য-প্রকৃতির অনুসরণ কর। প্রজ্ঞাবান শাস্ত্রকারেরাও বোধ হয় সেই জন্য, অর্থাৎ পরিণামদর্শী মনুষ্যপ্রকৃতির অনুসরণ করাইবার জন্য, আচার পদ্ধতির প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যপ্রকৃতির অনুসরণ করিতে গেলেই পরিণামদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতার সমাদর করিতে হয়। যখন যেটা ভাল লাগিল, যাহাতে প্রবৃত্তি হইল, অমনি তাহাই করিতে গেলে, চলে না। এই জন্যই আচার শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমাদিগের দেশের জল বায়ু এরূপ যে এখানে এমন কতক-

গুলি পীড়া হয়, যাহা ইউরোপে হয় না। ইউরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে সে সকল পীড়ার নাম পর্য্যন্ত নাই। এখানে এমন কয়েকটী ব্রতের বিধান আছে, যাহার অনুষ্ঠানে ঐ পীড়াগুলির দোষ-বৃদ্ধি হইতে পায় না। সে ব্রতগুলি আমাদিগেরই শাস্ত্রকারদিগের নির্দ্দিষ্ট। সেগুলি পালন করা কি আবশ্যক নয়? ব্রত করিতে গেলেই উপবাসাদির ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়—কিন্তু ওরূপ ক্লেশ-স্বীকার পশু-প্রকৃতির বিরুদ্ধ। ফল কথা, শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ উভয়ের একটা চিরন্তন ভেদ আছে *— আচার-পদ্ধতি সেই ভেদ অবগত হইয়া কি প্রেয় না হইয়াও শ্রেয়, তাহা বিধিবাক্য দ্বারা দেখাইয়া দেয়। * * *

মতবাদ লইয়া ঝগড়া করায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বাড়িতে পারে। কিন্তু দেশের প্রকৃত্যনুযায়ী আচার রক্ষা করায় শরীর দৃঢ়, মন সবল এবং গৃহ পবিত্র থাকে।

* * * * *

"বৌ মা সাবিত্রী ব্রত করিতে চাহেন—কিন্তু কোলে ছোট ছেলে—সাবিত্রী ব্রত করিতে গেলে অনেক উপবাস করিতে হয়, তাহা ত সহিবে না"? * * "ঠিক কথা—সাবিত্রী যখন ব্রত করিয়াছিলেন, তখন ত তাঁহার বিবাহ মাত্র হইয়াছিল—ছেলে হয় নাই—বৌ মা জন্মাষ্টমীর ব্রত করেন—আমার মানা নাই। তবে সাবিত্রী ব্রতের বদলে প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে স্বামীর মঙ্গল চিন্তনপূর্ব্বক জলগ্রহণ করুন—মা প্রত্যহ বাবার পাদোদক খাইতেন, জান ত! সাবিত্রী ব্রতের বদলে সেই মহাব্রত"। * * *

"অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভেনানার্থে পুরুষংসিনীতঃ।
তয়োঃশ্রেয় আদদানস্য সাধুভবতি হীয়তেঽর্থাদ্য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥
কঠোপনিষৎ।

"তুমি একাদশীর ব্রত কর শুনিয়া সে দিন উমেশের ভগ্নী বড়ই আশ্চর্য্য মানিল—বলিল, এত ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াও ইনি একাদশী করেন—আর আমার ভাই বৎসর কয়েক মাত্র পড়িয়াই একেবারে সাহেব হইয়াছে—কিছুই মানে না"। * * * "একাদশীর ব্রত করা কাহার কাহার পক্ষে বড় ভাল। যাহাদের শরীরে বাত শ্লেষ্মাধিক্যের কোন লক্ষণ থাকে, তাহারা এই ব্রতের বিশেষ উপকার বুঝিতে পারে।" * * * "শ্যামাচরণের মা বিধবা। অত বয়স হইয়াছে—কিন্তু সকলের হাতেই খায়।" * * "ওটা ভাল নয়। যাহারা বিশিষ্টরূপ শুদ্ধাচারে থাকিতে চায়, তাহাদের যার তার হাতে খাওয়া উচিত নয়। সামান্য স্পর্শদোষই খুব দোষ—তাহাতে একজনের শরীরের পীড়া এবং প্রকৃতির দোষ অপরের শরীরে যাইতে পারে। পাকস্পর্শ দোষ তাহা অপেক্ষাও অতি গুরুতর দোষ।——কি আশ্চর্য্য! ইংরাজেরা সামান্য স্পর্শদোষটা খুব মানে, কিন্তু যার তার হাতে খায়—ওরা হাড়ি মেথরের হাতেও খায়।"

———০:০———

ষট্‌ত্রিংশ প্রবন্ধ।

গৃহে ধর্ম্মাধিকরণ।

এক একটী পরিবার এক একটী রাজ্য। তবে রাজকার্য্যে বহিঃশত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে হয় এবং অভ্যন্তরেও শান্তি সংস্থাপন করিতে হয়, পরিবারের কর্ত্তাকে বহিঃশত্রু লইয়া ততটা মারামারি করিতে হয় না। চোর, তস্কর, সাহসিক, ফেরেব্বাজ প্রভৃতির দৌরাত্ম্য হইতে সমাজ-শাসন এবং তাহারই প্রতিভূ স্বরূপ রাজশাসন, পরিবাররূপ রাজ্যগুলিকে রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু পরিবারের আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষা গৃহস্বামীরই কর্ত্তব্য—উহাতে সামাজিক শাসনের বা রাজশাসনের বড় একটা হাত নাই। ছেলেয় ছেলেয় ঝকড়া, মেয়েয় মেয়েয় ঝকড়া, ছেলেয় বুড়োয় ঝকড়া, শাশুড়ি বৌয়ে ঝকড়া—এই সকল কাণ্ডে গৃহের আভ্যন্তরিক শান্তির সর্ব্বদাই ব্যাঘাত হয়। অতএব ঐ সকল কষ্টকর ব্যাপার যাহাতে আদবেই হইতে না পায় এবং অধিক না হইতে পায়, হইলে সত্বর নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং সমধিক পরিমাণে অশুভ ফল প্রসব না করে, তাহার জন্য যত্নবান্ এবং সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

পারিবারিক শান্তিরক্ষার মূল সূত্রও যাহা, সামাজিক শান্তিরক্ষার মূল সূত্রও তাহাই—অকৃত্রিম অপক্ষপাতিতা। যে পরিবারের কর্ত্তা বিনা পক্ষপাতে ঝকড়া থামাইতে পারেন এবং দোষীর তিরস্কার ও নির্দ্দোষীর পুরস্কার করিতে পারেন, তিনি পরিজনদিগকে শান্তিসুখে রাখিয়া শুদ্ধ আপনি সুখী হইতে পারেন এমত নহে ; তিনি পরিবারবর্গের মধ্যে ধর্ম্মের সকল বীজই বপন করিয়া আপনার জীবদ্দশা সফল করিতে পারেন। দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য, বিনয়, কার্য্যতৎপরতা প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণ, সকলেরই মূলে

ন্যায়ানুগামিতা থাকা আবশ্যক। পরিবারের মধ্যে সেই ন্যায়ানুগামিতার অভাব হইলে সমাজেও উহার অভাব হইবে এবং সত্যনিষ্ঠার ও শ্রদ্ধার হ্রাস হওয়াতে সমাজও হীনবল হইয়া পড়িবে।

আমাদিগের এই দুঃস্থ, অধঃপতিত দেশে ক্ষমা, দানশীলতা প্রভৃতি কোমল সদ্‌গুণ সকলের যত গৌরব, ন্যায়পরতা, সত্যাচার, বাঙনিষ্ঠা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি কঠোর সদ্‌গুণ সকলের গৌরব তেমন অধিক নহে। কিন্তু যেমন স্ত্রী পুরুষের মিলনেই সংসারের উৎপত্তি এবং সুখ, তেমনি ঐ কোমল এবং কঠোর উভয় প্রকার গুণের মিলনেই সংকার্য্যের উৎপত্তি এবং ধর্ম্ম। কোমল গুণগুলি কঠোর গুণগুলির অভাবে প্রকৃত পথে থাকিতে পারে না। এই জন্য অনেক স্থলেই আমাদিগের দয়া, বাক্যমাত্রে, ক্ষমা অশক্তিতে, এবং দানশীলতা কেবলমাত্র মনে মনে থাকিয়া যায়—উহারা ক্রমেই বন্ধ্যা হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা যেরূপ তাহাতে উভয় কঠিন এবং কোমল সদ্‌গুণ সকলের যথাযথ সাধন হইতে পারে। কেবল মাত্র পারিবারিক কার্য্যের প্রতি একটু নিবিষ্টমনা হইতে হয়। প্রাচীনেরা যেমন 'দূর হউক গে আর পারি না' বলিয়া ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক আলস্য সুখভোগ করেন, তেমন করিলে হয় না, এবং নব্যেরা যেমন 'এ সকল আমাদিগের সামাজিক নিয়মের দোষ' বলিয়া আত্ম সমাজকে গালি দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তাহা করিলেও চলে না। পারিবারিক সকল কার্য্যেই বিশেষ মনোনিবেশ করিতে হয়। পরিবার এমন কোন অলৌকিক যন্ত্র নয় যে, বিনা যত্নে উহা আপনা হইতে অবিকল চলিয়া যাইবে এবং আপনা হইতেই সুখ, শান্তি, ধর্ম্ম প্রসব করিতে থাকিবে।

ছেলের ছেলের ঝকড়া—ঐ কি এত সামান্য ব্যাপার যে তুমি ঐ ঝকড়ার নিদান কিছুই বুঝিবে না, উহার ক্রম কিরূপ, তাহা দেখিবে না এবং উহার চরম ফল কি হইবে, তাহা ভাবিবে না? ছেলেদিগের ঝকড়ার নিদান প্রধানতঃ তিনটী, (১) উহাদিগের অসীম স্বার্থপরতা

(২) প্রহার করায় ও কামড়ানয় এবং আঁচড়ানয় উহাদিগের স্নায়ু এবং পেশী-সঞ্চালন জন্য সুখানুভূতি (৩) উহাদিগের আপনাপন পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি বয়োধিকদিগের পরস্পর আন্তরিক বিদ্বেষভাবের অনুকরণ। এই তিনের মধ্যে প্রথম দুইটী কারণ হইতে যে সকল বিবাদ, বিষম্বাদ, মারামারী, পেটাপিটি জন্মে; সেগুলি ছেলেরা একটু বড় হইয়া উঠিলে, তাহাদের কিছু জ্ঞান জন্মিলে, প্রায় আপনা হইতেই কমিয়া যায়। শৈশব হইতে সেগুলির নিবারণের প্রকৃত চেষ্টা করিতে পারিলে ছেলেদের স্বভাব বিশেষরূপেই ভাল হয়—কিন্তু না পারিলেও নিতান্ত অধিক দুষ্ট হয় না। কিন্তু তৃতীয় কারণ হইতে যে সকল বিবাদের উদ্রেক হয়, সেগুলিকে মূলেই দমন করা আবশ্যক। ঐ সকল বিবাদ প্রায়ই সহোদরদিগের মধ্যে হয় না। খুড়তুতা, জ্যেঠতুতা, মামাতুতা পিশতুতা,প্রভৃতি জ্ঞাতিসম্পর্কীয় ভাই ভগিনীদিগের মধ্যেই সংঘটন হইয়া থাকে। যখন ঐরূপ বিবাদ পুনঃ পুনঃ হইতেছে দেখিবে, অথবা ক্রীড়াকালে বিভিন্ন সোদরবর্গ বিভিন্ন দলস্থ হইয়া খেলা করিতেছে দেখিতে পাইবে, তখনই নিশ্চয় জানিও যে পরিবারের অভ্যন্তরভাগে অপ্রকটরূপ বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মিয়া আছে। বয়সা ভাব ছেলেদের স্বাভাবিক ভাব; তাহা না হইয়া সহোদার্য্য ভাব প্রবলতর হইলে, একটু জ্ঞাতি বিবাদের সূত্রপাত হইতেছে, বুঝিতে হয়। তখন আর মুহূর্ত্ত মাত্র উদাসীন থাকিও না। ছেলেদের ঝকড়া হইলেই, কেন উহা হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা চাই; এবং একেবারে পক্ষপাত-পরিশূন্য বিচারে যে ছেলেটী দোষী সপ্রমাণ হইবে, তাহাকে অবশ্য অবশ্য দণ্ড দেওয়া চাই। বয়সের হিসাবে দণ্ডের ন্যূনাতিরেক হইবে; কেহ বা সামান্য অনাদর পাইবে, কেহ বা ধমকানি খাইবে, কেহ বা মার খাইবে। দণ্ডটী যেন এরূপ হয় যে, বাটীর ছেলে, চাকর, চাকরাণী সকলেই দোষীর নিন্দা করিয়া দণ্ডের ঔচিত্য ব্যাখ্যা করে। যে বাটীতে সহোদরদিগের মধ্যেই অধিক ঝকড়া হয়, বিশেষতঃ যদি বড়টী ছোটটীর পীড়ন করে,

ভাবে অন্তর্ভূত পক্ষপাতিতাদোষ সূচিত হয়। ছেলেদের বাপ অথবা মা কিম্বা উভয়েই কোন ছেলেকে অধিক কাহাকেও অল্প ভাল বাসেন, ইহাই বুঝা যায়। সে বিবাদও পূর্ব্বরূপে অতি সত্বর নিষ্পন্ন হওয়া আবশ্যক, এবং দণ্ডও পূর্ব্বরূপ হওয়া উচিত। বাপ মা ছেলেদের মধ্যে পক্ষপাত করিয়া থাকেন, এ কথা প্রকাশ করিয়া না বলাই অধিক স্থলে শ্রেয়ঃ।

বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের ঝকড়ার কথা বাটীর কর্ত্তাকে না শুনিতে হইলেই ভাল হয়। কারণ সকল কথা কর্ত্তার কাণে উঠিলে স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাশীলতা ন্যূন হইয়া যায়। কিন্তু যদি গৃহিণী বুদ্ধিমতী, সহনশীলা এবং পক্ষপাতপরিশূন্যা হয়েন, তাহা হইলেই কর্ত্তার না শুনা চলে, নচেৎ তাঁহাকে অবশ্যই শুনিতে হয় এবং ঠিক বিচার করিয়া নিন্দা, ভৎর্সনা, দুঃখপ্রকাশ এবং ক্রোধপ্রকাশের দ্বারা দণ্ডদান করিতে হয়।

ছেলেয় বুড়ায় ঝকড়া—যে বাটীতে ইহা হয়, অর্থাৎ যুবক যুবতীরা বৃদ্ধ বৃদ্ধার সহিত ঝকড়ায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং তাঁহাদিগের কথার রূক্ষ উত্তর প্রদান করেন, সে বাটী অতি জঘন্য। সে বাটীতে ধর্ম্মের মূল বীজ যে ভক্তি তাহারই একান্ত অভাব। কিন্তু যদিই দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন বাটীর কর্ত্তৃত্ব তোমার হাতে পড়িয়া থাকে, তবে কি করিবে, সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচারপূর্ব্বক যুবক যুবতীর দোষ হইলে তাহাদিগের সম্ভবমত কঠিন দণ্ড দিবে, বৃদ্ধ বৃদ্ধার দোষ হইয়া থাকিলে, তাঁহাদিগেরও নিন্দা করিবে; বৃদ্ধ বৃদ্ধার অভিমানের ভয় করিবে না, অবুঝ অপরাপর লোকদিগেরও নিন্দার ভয় করিবে না। কিন্তু আপনি যে উচিত বিধান করিয়াছ, তাহাও কাহার নিকটে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইবে না—বয়োধিকদিগের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিতে হইয়াছে বলিয়া সঙ্কুচিত ভাবে থাকিবে এবং তদ্বিষয়ে অল্প কথাই কহিবে। কিন্তু আর একটী কথা আছে। যদি বৃদ্ধ বৃদ্ধারা নিতান্ত

বয়োধিকতাবশতঃ অথবা পীড়াবশতঃ বাস্তবিক ক্ষীণবুদ্ধি হইয়া গিয়া থাকেন, তবে যে যুবক বা যুবতী তাঁহাদিগের প্রতি রুক্ষ উত্তর দান করিয়াছে, সেই প্রকৃত দোষভাগী। সে স্থলে তাহাদিগেরই দণ্ডবিধান উচিত হইবে।

বয়সের এবং সম্পর্কের গৌরব রক্ষা করিয়া চলা আমাদিগের জাতীয় উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। পরিবারের মধ্যে এই ধর্ম্মটীর সম্যক্ পালন হওয়া আবশ্যক। ঐ মর্য্যাদাটী রক্ষা করিয়াও গৃহ-বিবাদের মীমাংসায় পক্ষপাতশূন্য বিচার হইতে পারে—প্রত্যুত ঐ মর্য্যাদা রক্ষা করিলেই প্রকৃত প্রস্তাবে পক্ষপাতশূন্য বিচার হয়।

বিধবা শাশুড়ী তাহার পুত্রবধূর সহিত যে ঝকড়া করে, তাহা থামানই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। একটী উদাহরণ দিতেছি। 'মা! আজি অত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বকিতেছিলে কেন?—বাহিরবাটী হইতে শুনা যাইতেছিল যে।' * * "সাধে চেঁচাই! বৌ যে খুব চোপা করিতে শিখিয়াছে, কোন কথাই ত আর শুনিতে চায় না।" * * * "কি কথা শুনে নাই।" * * * "তোর আর সে সকল খবরে কাজ কি?" * * * "আমার কাজ আছে বই কি মা!—এই দেখ বাড়ীর ভিতরে অত গোলমাল—সেটা কি ভাল? লোকে নিন্দা করিবে যে। আর দেখ, বিবাদে অনেক দোষ হয়, ছেলে-পিলে খারাপ হয়, খাওয়া দাওয়া মন্দ হয়, সংসারে মনের সুখ থাকে না—আর ঘর লক্ষীছাড়া হয়।" * * "বটে!! থাক্ তোর ঘরের লক্ষী নিয়ে তুই থাক্—আমার যেম্‌নে দুই চক্ষু যায় আমি চলিয়া যাইব—হা বিধাতা! আমার কপালে এই ছিল * * * *" "মা!—আমি আর এখন এখানে থাকিব না। বাহিরে যাই। খাবার সময়ে ডাকিলে আসিব। কিন্তু বাহির হইতে যেন চেঁচাচেঁচি শুনিতে না পাই।"

* * * * *

"মা! ভাত খাইতে ডাকিলে আসিলাম—কি হইয়াছিল, এখন

বল।" * * * "আর সে কথায় কাজ নাই—হবে আবার কি?—তুই খা, খা।" * * * "তাই বল বেটি! কেবল চেঁচিয়ে হাট্ করে ছিলি। আর যারা সব আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছিল, সবাই ঐ গোল শুনে আমাদের বাড়ীর নিন্দা করে গেল। বলিল তোর মা বৌকে দেখতে পারে না।" "তা বলবে বই কি?—ওদের বাড়ীতে বুঝি কোন চেঁচাচেঁচি হয় না?" * * * "হয় হউক্‌গে মা! কিন্তু আমাদের বাড়িতে হবে না।" * * "তুই খা খা—আর ওসব কথায় কাজ নেই।"

* * * * *

"আজি সকালবেলা মা তোমাকে বক্‌ছিলেন। কেন বক্‌ছিলেন তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না—তুমি কোন কথার জবাব দেও নাই ত।" "না" * * * "লক্ষ্মী আমার।" * * * "কেন মা! আজি তোমার বৌ অত কাঁদিতেছে কেন! আমি ঘরে যাইয়াই দেখিলাম বড়ই কাঁদিতেছে, কি হইয়াছে? * * * তুমি জান, আমি উহাকে এমন সকল বিষয়ে কখন কিছু জিজ্ঞাসা করি না, আর আপনা হইতেও কখন কিছু বলে না। * * * তুমি বল তোমার বৌ অত কাঁদছে কেন? * * * বলিবে মা? তবে (ভগিনী) উমাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানি—এমন সকল কাণ্ডে চুপ করিয়া থাকা ভাল নয়।—"উমা!——কি হয়েছিল রে!—বৌ অত কাঁদচে কেন?" উমা বলিল—"মা আজি বৌকে বড় শক্ত গালাগালি দিয়াছেন—ভাইখাকী বলিয়াছেন।" * * * "মা! আমার একটী কথা শুন—তুমি গালিটী মনের সহিত দাও নাই বটে—কারণ তুমি আমার শ্যালাদের বেশ ভালবাস, কিন্তু কথাটা শুনিতে বড়ই কটু। ভেবে দেখ, তোমার মেয়ের শাশুড়ী যদি তাহাকে ভাইখাকি বলিয়া গালি দেয়, তবে তোমার মনটী কেমন হয়?—ভাল কাজ কর নাই বাছা!—এ রকম করলে বড়ই নিন্দা হবে—আর

অকারণে মনে নির্ঘাত দুঃখ দেওয়া—তা কি ছেলের, কি মেয়ের, কি পড়সীর, কি বৌয়ের, বড়ই পাপ।" * * * *

যে বাটীতে শাশুড়ী বৌয়ের মধ্যে ঐরূপে ন্যায় রক্ষিত হইয়াছিল, দুই বৎসরের মধ্যে সেই বাটী নির্ব্বিবাদ শান্তিময় নিকেতন হইয়া উঠিল। প্রতিবেশী মাত্রেই বলিত, কোন শাশুড়ী বৌকে অমন আপনার পেটের মেয়ের মত ভালবাসিতে পারে না।

আর একটী বাটীর কথা বলি। এ বাটীতেও বিধবা মা, ছেলে কর্ত্তা। ছেলে লেখা পড়া শিখিয়াছেন, মাতৃভক্তি করিতে হয় শুনিয়াছেন, মায়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলাই পরম ধর্ম্ম স্থির করিয়া লইয়াছেন। মা বলিলেন—"বাবা!—আমার হাড় ভাজা ভাজা হইল। তুমি এমন সোণার চাঁদ, তোমার কপালে এমন একটা পেঁচা যুটিল। আমিও তোমার সংসার লইয়া সুখী হইব বলিয়া যে আশা করিয়াছিলাম, সে সব নিস্ফল হইল। বাবা! তুই আর একটী বে কর—আমি বৌ নিয়ে ঘরকন্না করিয়া সুখী হই।" ছেলে চুপ করিয়া রহিলেন—বলিলেন না যে, এই বিবাহ তাঁহার পিতা দিয়া গিয়াছেন—ঐ পত্নী ত্যাগ করায় সেই পিতার অবমাননা করা হয়—মনে করিলেন না যে, স্ত্রী কি দোষ করিয়াছে, তাঁহার মায়ের মনে ধরে নাই এই বই ত নয়, তাহার জন্য কি নিরপরাধিনী একবারে ভাসিয়া যাইবে, ভাবিলেন না যে পত্নী সেই সময়ে অন্তঃস্বত্ত্বা, কোথা তাহাকে হৃষ্টচিত্ত ও সুস্থ রাখা তাঁহার কর্ত্তব্য, না তাহার হৃদয়ে শল্য বিদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইলেন। মাস কয়েকের মধ্যে মাতৃভক্ত পুত্র দ্বিতীয়দার পরিগ্রহ করিয়া সসত্ত্বা প্রথমা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু সেই অবধি মায়ের আব্দা বড়ই বাড়িয়া গেল—ছেলে তাঁহার কথায় সকল কাজই করিতে পারে, এই ভাবিয়া তিনি নানা প্রকার ফাই ফরমাইস্ করিতে লাগিলেন—নিজেও একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া দাঁড়াইলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে মাতা পুত্রের মুখ দেখাদেখি রহিল না, দুই জনের অন্ন পৃথক এবং আবাস বাটী পৃথক হইল—বড় টানে সব ছিঁড়ে

গেল। দ্বিতীয় পত্নী কোথায় গেলেন তাহার ঠিকানা হইল না। প্রথমাই গৃহলক্ষ্মী এবং কর্ত্রী হইয়া উঠিলেন।

ফল কথা, মাতৃভক্তিই বল, আর যাহাই বল, ন্যায়ানুগামিতার সহিত থাকিলেই সব রক্ষা পায়। উহাই ধর্ম্ম—উহাই সকলকে ধারণ করে। অতএব পরিবারের মধ্যে ন্যায়পরতার একটী উচ্চতম আসন স্থাপন করিয়া রাখ।

সপ্তত্রিংশ প্রবন্ধ।

গৃহকার্য্যের ব্যবস্থা।

আমাদিগের সমাজ মধ্যে এমন কতকগুলি পরিবর্ত্ত ঘটিয়া যাইতেছে, যাহা পারিবারিক ব্যবস্থারও অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া অনেকটা বিশৃঙ্খলা জন্মাইয়া দিতেছে। সদ্বিবেচক গৃহস্থের কর্ত্তব্য, যতদূর পারেন, ঐ দোষের প্রতিবিধান করিয়া চলিবেন। যে সামাজিক পরিবর্ত্তের প্রতি লক্ষ করিয়া আমি এই কথা বলিতেছি, অল্প কথায় বলিতে গেলে তাহাকে বাবুয়ানা বা চৈক্কণ্য-লালসা বলা যায়। আমাদের দেশে এক প্রকার চিক্কণাই বা বাহ্য বাবুয়ানা বড়ই বাড়িতেছে এবং বাড়িয়া সর্ব্বনাশের উপক্রম করিতেছে। পূর্ব্বের অপেক্ষা দেশের ধন কম হইয়া যাইতেছে—পূর্ব্বে যাহারা দোল দুর্গোৎসব করিত, তাহারা অনেকে এক্ষণে নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে, প্রতিদিন দুই বেলা দুই বার পেট ভরিয়া খাইতে পায় এমন লোকের সংখ্যা বর্ষে বর্ষে ন্যূন হইয়া যাইতেছে, পূর্ব্বে যে ব্যবসায় বাণিজ্য দেশীয়দিগের হস্তগত ছিল, তাহা ক্রমেই বিদেশীয়দিগের আয়ত্ত হইয়া পড়িতেছে, পূর্ব্বে যাহারা হাজার, দশ হাজার, লক্ষ টাকা প্রতিবর্ষে সঞ্চয় করিতে পারিত, তাহারা এক্ষণে আর সঞ্চয়ের মুখ দেখিতে পায় না, ঋণদায়ে জড়িত হইতেছে, যে সকল প্রদেশে ভদ্র লোকেরা নিত্য পুরি রুটি খাইত, তাহারা এখন কেবল ভাত খাইতেছে।

কিন্তু দেশের দৈন্যদশায় এই সকল লক্ষণ সত্ত্বেও দেশীয় লোকের মধ্যে এক রকম চিক্কণাইয়ের চাইল প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে।

এইরূপ হইবার কারণ দুইটী। এক, ইংরাজদিগের অনুকৃতি। দ্বিতীয়, ইংরাজদিগের প্রবর্ত্তিত সাম্যবাদের বহুল বিস্তার। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা বলিলেন—"আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র দল ভারতবর্ষে রাজ্যশাসন করিবে; অতএব বাবুয়ানা-ভক্ত ভারতবর্ষীয়দিগের চক্ষে যাহাতে উহাদের গৌরবের ত্রুটি না হয়, এমত দৌলতমন্ত এবং খোসপোষাকী হইয়া উহাদিগের চলা উচিত।" এই বলিয়া তাঁহারা সিবিলিয়ান দলের এমনি বেতন বৃদ্ধি করিলেন যে, পৃথিবীর কোন দেশে কস্মিন্‌কালে রাজকর্ম্মচারীদিগের অমন বড় বেতন আর হয় নাই। এখন দিন দিন বর্দ্ধিত-দারিদ্র ভারতবর্ষীয়েরা আর সিবিলিয়ানদিগের বাবুয়ানাকে হাত বাড়াইয়া নাগাইল পায় না। এখন যত বড় বাড়ী, তেজী ঘোড়া, সকলই সিবিলিয়ানদিগের; তাঁহাদের নিজের হইলেও তাঁহাদের, আর দেশীয় রাজা রাজড়াদিগের হইলেও, তাঁহাদের। ইংরাজদিগের এই ভয়ানক নবাবী দেখিয়া দেশীয়েরা তাহার অনুকরণ চেষ্টা করিতেছে। যে দুই জন, দশ জন পারিতেছে, তাহারা বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া, সাজ, লেবাস, পোষাক সকলই ইংরাজী ধরণের করিতেছে; আর মধ্যবিত্তেরা যেন তেন প্রকারেণ কোঠা বাড়ী, আফিস-যান গাড়ী, কোন এক রকম ঘড়ি, পান্টালুন, কোট, ক্যাপ, এবং চুরোটের চেষ্টা দেখিতেছে। ছোট লোকেরাও ঠিক ইহাদের লেজ ধরিয়া যাইতেছে—পেটের ভাত থাক আর নাই থাক, একটু ওয়লাঁয়ওয়ালা ধুতি এবং পিরাণ পরিতেছে, এবং পেট ভরিয়া মুড়িমুড়কি জলখাবার না খাইয়া এক পয়সার জিলাপি বা এক পয়সার বরফ জিহ্বাগ্রে দিয়া বাবুয়ানা করিতেছে! এ সকল হওয়াতে কোন কোন অর্থ-শাস্ত্রিকদিগের মতে বড়ই উপকার! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাতে উপকার কিছুই নাই *। তবে দেশে ধনাগম থাকিলে কথঞ্চিৎ ইহা সহ্য হইতে পারে,

* "Luxury supports a state as the hangman's rope supports a criminal"

Laveleye.

মারা পড়িতে হয় না। কিন্তু দরিদ্রের কতো বাবুয়ানা বড়ই সাংঘাতিক। শরীরের শোণিত বৃদ্ধির সহিত চৈকণ্যের বৃদ্ধি হইলে স্বাস্থ্য বুঝা যায়, শোণিত লাঘবের সহিত যে চৈকণ্য জন্মে সেটী মারাত্মক ক্ষয়রোগ। আমাদের সমাজ মধ্যে এই রোগের সঞ্চার হওয়াতে পারিবারিক প্রণালীর মধ্যেও অনেকটা দোষ প্রবেশ করিয়াছে। আমরা ইংরাজ মাত্রকেই খুব খোস-পোষাকী বাবু হইয়া বেড়াইতে দেখিতে পাই। উহাঁরা স্বদেশে কি ভাবে থাকেন তাহার কিছুই জানিতে পারি না। সুতরাং যে এক অনুকরণ শক্তি আমরা খাটাইয়া থাকি, পারিবারিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে, আমাদিগের সে শক্তিটাও আর পূর্ণমাত্রায় খাটিতে পায় না। আমরা কেহই স্বচক্ষে দেখিতে পাই না, ইংরাজেরা কিরূপে আপনাদিগের গৃহকার্য্য সকল নির্ব্বাহ করেন। আমরা দেখিতে পাইনা যে, উহাঁরা স্ত্রী পুরুষে নিত্য নৈমিত্তিক খরচের খাতা রাখেন —উহাঁদের বিবিরাও ঘর ঝাঁইট দেন—রসুই করেন—বাসন মাজেন—কাপড় কাচেন—কাচিয়া ইস্তিরী করেন--ছুঁচের কাজত করেনই—আর পল্লীগ্রামে মেয়েমর্দ্দে ক্ষেতে খাটেন—গোয়াল কাড়েন। এ সকল ব্যাপার আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। আমাদের মধ্যে কয়জন জানেন যে, রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং রন্ধনাগারে গিয়া নিত্য কি কি ব্যঞ্জন পাক হইবে স্বয়ং তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং রন্ধন কার্য্যের কতকটা সাক্ষাৎ পর্য্যবেক্ষণ করেন। কয় জন জানেন যে, উহাঁর কন্যা এলিস্, এক জন বড় কুলীনের ঘরে বিবাহিতা হইয়া অর্থকৃচ্ছ্র নিবন্ধন তিন চারিটী ছেলের মা হইয়াও একটী মাত্র বৃদ্ধা দাসী ভিন্ন অপর পরিচারিকা রাখিতে পারেন নাই? একটী দুগ্ধবতী গাভী রাখিতে পারিলে তাঁহার ছেলে গুলির পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ যুটিত, তাঁহার ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। রাজকুমারী এলিস্ স্বহস্তেই সমুদায় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু শুদ্ধ যে তিনিই দুঃখিনী হইয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ করিতেন, তাহা নহে। ইউরোপখণ্ডের সকল দেশের, কি গৃহস্থ, কি বড় মানুষ, সকল ঘরের স্ত্রীলোকেরাই স্ব স্ব হস্তে এবং স্ব স্ব শরীরের বল প্রয়োগে আপনাপন গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। উহাঁদের দাস দাসীর সংখ্যা তত অধিক নয়, এক এখনও ঘর ঝাঁইট প্রভৃতি গৃহকার্য্য গুলি দাসীর সহযোগে সম্পন্ন হয় না।

ইংরাজদিগের দেখাদেখি বাহ্য আড়ম্বর এবং চৈক্কণ্যের প্রতি লালসা হওয়ায়, ইংরাজদিগের স্বদেশের ব্যবহার কিরূপ তাহা অপরিজ্ঞাত থাকায়, ইংরাজদিগের গৃহকার্য্যের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা না জানায়, আর ইংরাজদিগের মৌখিক সাম্যবাদে উন্মত্ত হওয়ায়, আমাদিগের অপরাপর যে সমূহ ক্ষতি হইতেছে, তাহার ত ইয়ত্তা নাই – গৃহাভ্যন্তরে বড়ই বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে। ছেলেরা ইংরাজি শিখিয়া সাহেব হইলেন। মেয়েরা ইংরাজি না শিখিয়াই বিবি হইতে বসিল। যে বাটীতে মাসে এক শত টাকা আসিল, সে বাটীর স্ত্রীলোকেরা আর ভাত রান্ধে না, ঘর ঝাঁইট দেয় না, বিছানা শুকায় না, তোলে না, পাতে না, বাটনা বাটে না, কুটনা কুটে মাত্র, আর সব কাজ [illegible] চাকরাণীতে করে—উহাঁরা বহি পড়েন, কার্পেট বুনেন, তাস খেলেন। ফল কি হয়?—গৃহ এবং গৃহোপকরণ অপরিচ্ছন্ন থাকে, খাওয়া খারাপ হয়, শরীর মাটী হইয়া যায়—যে সকল সন্তান প্রসূত হয় তাহারা ক্ষুদ্রাকার, স্বল্পবল, রুগ্নদেহ হইয়া জন্মে, সর্ব্বদাই পীড়িত হয়, স্বল্পায়ুঃ হইয়া থাকে, অথবা অকালেই চলিয়া যায়।

দেশে অনেক রকম সংস্কারের আন্দোলন হইতেছে, বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষার উল্লেখ ত সর্ব্বদাই হইতেছে—কিন্তু অযথা অনুকরণজাত এই সমূহ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য স্ত্রীলোকদিগের যে মহতী শিক্ষাটুকু ছিল, তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না, কখন যে শুনিতে পাওয়া যাইবে তাহা বলিয়াও বোধ হয় না। তবে যাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়াছেন, যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ ইংরাজ পরিবারের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা বুঝিয়া থাকেন এবং এদেশে সেই বিবরণ প্রচারিত করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রকৃত বিষয়ের উপলব্ধি হওয়াতে কতকটা উপকার দর্শিতে পারে। যতদিন তাহা না হইতেছে এবং ইংরাজের যথাযথ অনুকরণের পথ প্রকাশ না হইতেছে, অন্ততঃ সেই পর্য্যন্ত একটু স্থির থাকিয়া গৃহকার্য্যের পূর্ব্ব প্রচলিত দেশীয় ব্যবস্থাগুলি রক্ষা করাই বিধেয়। এখনকার দিনে সেই ব্যবস্থা রক্ষার এবং প্রত্যানয়নের জন্য যে সকল সদুপায় করা যাইতে পারে, নিম্নে তাহারই কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) গৃহকর্ত্তা যদি বৃদ্ধ না হয়েন, তবে প্রতিদিন স্বহস্তে কতকটা গৃহকার্য্য করিবেন।

(২) বাটীতে ছুতার এবং রাজ-মিস্ত্রির অত্যাবশক দুই চারিটী যন্ত্র থাকিবে। গৃহোপকরণের এবং গৃহের ছোট খাট মেরামতগুলি, বাটীর প্রৌঢ় পুরুষেরা স্ব স্ব হস্তেই সম্পন্ন করিতে শিখিবেন এবং করিবেন।

(৩) গৃহ কার্য্যের পরিমাণ বুঝিয়া ঐ কার্য্যের কতকটা, বাটীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিভাজিত করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ যদি বাটীতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প এবং খাবার লোকের সংখ্যা অধিক হয়, তবে বেতন-গ্রাহী পাচককে পাক-কার্য্যের ভার দিবার প্রয়োজন হইবে বটে, কিন্তু তথাপি কতকটা কাজ বাটীর স্ত্রীলোকদিগের হাতেই থাকিবে। স্ত্রীলোকেরা ঘর ঝাঁইট, বাটনাবাটা, বাসন মাজা প্রভৃতি সকল কাজই কিছু কিছু করিবেন। চাকর চাকরাণীর সংখ্যা বাড়াইবে না—স্ত্রীলোকেরা যতটুকু পারেন না, কেবল সেই টুকু করিবার জন্য বেতন গ্রাহী লোক থাকিবে।

(৪) প্রত্যেক বেতনগ্রাহীর কাজ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে; যদি সেই নির্দ্দিষ্ট কাজ অপেক্ষা কাহাকেও কিছু অধিক বা বিশেষ ফরমাইস্ করিতে হয়, তাহা গৃহকর্ত্রী ভিন্ন অপর কোন স্ত্রী পুরুষ কেহই করিতে পারিবেন না।

(৫) বাটীর অপরাপর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া গৃহকর্ত্রীর ভার। তিনি উঁহাদিগের শরীরের অবস্থা এবং বয়স বিবেচনা করিয়া কার্য্যের ভার দিবেন এবং যতদূর পারেন একই কাজ একজনকে নিত্য দিবেন না।

(৬) গৃহকর্ত্রীর নিজের কাজ——সব। তিনি গোয়াল ঘরে গিয়া দেখিলেন, গাভী গোবরের উপর দাঁড়াইয়া আছে। অমনি স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া লইবেন। ঠাকুর ঘরে গিয়া দেখিলেন, শ্বেত চন্দন

ঘষা হইয়াছে, রক্তচন্দন ঘষা হয় নাই। তৎক্ষণাৎ স্বয়ং রক্তচন্দন ঘষিয়া যথাস্থানে তুলিয়া রাখিবেন। তিনি বাটনার কাছে গিয়া হরিদ্রা বাটা একটু হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, বেশ বাটা হয় নাই একটু খিচ আছে। অমনি স্বয়ং বসিয়া বাটিয়া দিবেন। কুটনার কাছে গিয়া দেখিলেন, আলুগুলা বড় ডাগর ডাগর হইয়াছে, ঝোলের যোগ্য হইয়াছে, ডালনার যোগ্য হয় নাই। তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে খানকতক কুটিয়া দেখাইয়া দিবেন। পাকগৃহে গিয়া দেখিলেন, দুই তিনটা ব্যঞ্জন চড়িয়াছে—একটা উনানে কিছুই চড়ে নাই। সেটীতে একটা ব্যঞ্জন স্বয়ং রাঁধিবেন। সব ঘরে বেড়াইবেন—যে ঘর সুপরিষ্কৃত হয় নাই, যাহার বিছানা বালিস নোঙরা, অমনি তাহাকে ডাকিয়া যথোচিত আদেশ প্রদান করিবেন। কর্ত্তা গৃহকর্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া সকল কাজের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। তাহার মধ্যে কার্পেট বুনা, হার্মোনিয়ম বাজান, বহি পড়ার এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে পড়াইবারও সময় নিরূপিত থাকিবে।

(৭) অন্তর্বাটীর ভোজনে বাটীর স্ত্রীলোকেরাই পরিবেশন করিবেন, এবং গৃহস্বামিনী স্বয়ং অথবা স্থলবিশেষে অপর কেহ কথা-প্রসঙ্গে বলিবেন কে কোন্ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়াছে।

(৮) গৃহিণী দেখিবেন যেন খাওয়া হইয়া গেলেই স্থান পরিষ্কৃত হয়, পাতে যাহা পড়িয়া থাকে তাহা লইয়া কাকে ডবাডবি না করে, এবং যাহারা উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে তাহারা উহা লইয়া যায়।

পরিশেষে বক্তব্য একটী কথা আছে। আমি যে ভাবে গৃহকার্য্যের ব্যবস্থা করিতে বলিতেছি, সে ভাবে চলিতে গেলে একটু দূরদর্শী শাসনকর্ত্তার ন্যায় কিছু কঠোর হইয়া চলিতে হয়। তোমার অর্থাগম এরূপ যে, তুমি বিনা ক্লেশে দুই চারিটা অধিক চাকর চাকরাণী এবং দুই একটা অতিরিক্ত পাচক পাচিকা রাখিতে পার। হয় ত, তোমার ঘোড়া গাড়ী আছে, তাহাতে সহিস, কোচমান, ঘেষেড়া প্রভৃতি

বেতনভোগী নিযুক্ত রহিয়াছে। এ সকল সত্বেও বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করাইলে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। সেই অসন্তোষ নিবারণের উপায়, তাঁহাদিগকে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াই হইতে পারে, কতকটা তুমি নিজে কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রমের কাজ নিয়ত নির্ব্বাহ করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেও হইতে পারে, কতকটা বেতনভোগীর সংখ্যা অল্প করাতে যে টাকা বাঁচিবে সেই টাকা ধর্ম্ম কার্য্যাদিতে ব্যয় করিলে হইতে পারে, আর কতকটা ঐ টাকা হইতে উহাঁদিগের অলঙ্কারাদি পুরস্কার প্রদানের দ্বারাও হইতে পারে। সকল বাটীতে ইহার সকল উপায় খাটিবে না। যে বাটীর স্ত্রীলোকদিগের যেমন শীল এবং শিক্ষা, সে বাটীতে ইহার কোন উপায় অধিক, কোনটী অল্প কার্য্যকারী হইবে, এবং কোনটী বা অকিঞ্চিৎকর হইবে। শেষের উপায়টী সর্ব্বনিকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার একটী গুণ আছে—উহা অতি সত্বরে প্রতিবেশিনীদিগের মনে লাগিবে এবং তাহা হইলে, তাঁহাদিগের বাটীতেও তোমার বাটীর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

অষ্টত্রিংশ প্রবন্ধ।

কাজ করা।

অনেক কালের কথা মনে হইল—আমার সমাধ্যায়ী কোন ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন—“ও হে! যদি সত্য সত্যই ভাল করিয়া ইংরাজি শিখিতে চাও, তবে, আমি যেমন করিয়াছি তেমনি কর—ইংরাজি পড়, ইংরাজি লেখ, ইংরাজিতে কথা কহ, ইংরাজিতে চিন্তা কর

এবং ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখিতেও শিখ”। যিনি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তিনি, আমরা যে শ্রেণীতে পড়িতাম, তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার ঐ উপদেশ বাক্যের অনুযায়ী হইয়া চলি নাই। আমি ইংরাজি বহি পড়িতাম এবং ইংরাজিতেই পত্রাদি লিখিতাম বটে, কিন্তু ইংরাজ ভিন্ন অপর কাহার সহিত, ইংরাজিতে কথা কহিতাম না। আর ইংরাজিতে চিন্তা করিবার নিমিত্ত ত কখনই চেষ্টা করি নাই—প্রত্যুত যদি চিন্তাকালীন পাপড়ি ভাঙ্গা ইংরাজি গৎ মনে হইতেছে জানিতে পারিতাম—তৎক্ষণাৎ নিজ মাতৃভাষায় সেই ভাবগুলির পুনরালোচনা করিয়া বুঝিতাম, ভাবগুলি যথাযথ কি না। এইরূপ করায় ইংরাজিতে চিন্তা করা এবং ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখা আমার ভাগ্যে কখনই ঘটে নাই।

কিন্তু আমাকে অনেক কাজকর্ম্ম ইংরাজিতেই করিতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ইংরাজিতে চিন্তন অভ্যাস না করায় ইংরাজি লেখায় আমার বড়ই কষ্টানুভব হইত, এবং যাহা ইংরাজিতে লিখিলাম তাহা বিশুদ্ধ হইল কি না, তাহাতে অনর্থক শব্দবিন্যাস রহিল কি না, কোন কথা যেরূপে লিখিলাম সেই কথা তদপেক্ষা সংক্ষেপে এবং বিশদরূপে লেখা যায় কি না, এই সকল বিষয় পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া দেখিতে হইত—সুতরাং ইংরাজি লেখা আমার তেমন শীঘ্র সরিত না। অন্যে, এমন কি আমা হইতে যাঁহারা অল্প ইংরাজি জানেন তাঁহারাও যত শীঘ্র ইংরাজি লিখিয়া যাইতে পারেন, আমি কখনই তাহা পারি নাই। ইংরাজি লিখিতে আমার বিলম্ব হয়; এবং কাগজে অনেক কাট কুট হয়।

কিন্তু আমাকে অনেক কাজ কর্ম্মই ইংরাজিতে করিতে হইয়াছে, অনেক বড় বড় চিঠি এবং রিপোর্ট ইংরাজিতেই লিখিতে হইয়াছে, প্রতিদিন গড়ে ৫০। ৬০ খানি পত্রের জবাব ইংরাজীতে দিতে হইয়াছে, এবং অন্যের লিখিত ইংরাজির দোষ সংশোধন করিয়া অনেক স্থলেই লইতে হইয়াছে। কিন্তু আমি শীঘ্র শীঘ্র ইংরাজি লিখিতে পারি না।

ইংরাজিতে চিন্তা করিবার অনভ্যাস-রূপ মহৎ অন্তরায় সত্বেও যেমন রূপে ঐ সকল কাজ সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলাম, এবং ঐ সকল কাজ ভাল করিয়াছি বলিয়া প্রশংসা লাভও করিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি।

কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে অপর একটী কথা বলিয়া রাখি। আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব যিনি যখন আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, যতই কেন কাজ হাতে থাকুক না, আমি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহাদের সহিত বসিয়া বাক্যালাপ করিতাম। অনেক কাজ পড়িয়া আছে বলিয়া তাঁহাদের কথা বার্ত্তায় অন্যমনস্কতা বা চাঞ্চল্যপ্রদর্শন করিতাম না। তাঁহাদের কাহাকেও পাইলে কাজ কর্ম্ম একেবারে ভুলিয়া গিয়া আলাপ করিতাম। তাঁহারা জানিতেন, এত কাজ থাকিতেও যে ওরূপে সময়াতিপাত করিতে পারি, তাহার কারণ কার্য্যে লঘু-হস্ততা।

ফল কথা, তাহা নহে। আদৌ কোন বিষয়েই আমার ক্ষিপ্রকারিতা গুণ নাই। ক্রমে বহু কালের অভ্যাস বশতঃ কোন কোন বিষয়ে একটু লঘু-হস্ততা জন্মিয়াছে বটে—কিন্তু সে সামান্য বিষয়ে এবং অতি সামান্য মাত্রায়, এবং ইংরাজি লেখায় কিছুমাত্র নহে।

তবে ইংরাজিতে এত কাজ কেমন করিয়া করিতাম? কাজে অনেক সময় দিতাম। এত সময় কোথা হইতে পাইতাম? এক্ষণে তাহাই বলিতেছি।

কিন্তু সে কথাও বলিবার পূর্ব্বে আর কয়েকটী কথা বলিয়া রাখি। আমি কাজ কর্ম্মে বিশেষ আনন্দলাভ করিতাম। আমি কখনই মনে করিতাম না যে পরের কাজ করিতেছি। যাহা করিতেছি তাহা আপনারই কাজ। কৈফিয়ৎ দিতে হইলে পাছে পরের কাজ বোধ হইয়া যায় এবং আনন্দের ত্রুটি হয়, এইজন্য যাহাতে কৈফিয়ৎ দিতে না হয়, এমন করিয়াই কাজ করিতাম। ইংরাজ মনিবের কাছে কাজ করিয়া মনের এই ভাব রক্ষা করা বড়ই কঠিন। উঁহারা প্রায়ই দেশীয় লোকের

মনের তাদৃশ ভাব রক্ষা করিতে দেয় না। এতই মনিবানা ফলায় যে কাজটী তাঁহাদিগের, আমরা তাঁহাদিগেরই অনুজ্ঞাপালক চাকর মাত্র, এই ভাবটী ক্রমে ক্রমে দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে ঐ বিষয়ে সাবধান হইতে পরিয়াছিলাম বলিয়াই হউক, অথবা স্বভাদৃষ্ট বশতঃই হউক, আমি কখন ঐরূপ দুর্ভাগ্যে পড়ি নাই। আমার কাজ চিরকালই আমার নিজের কাজ এবং স্বদেশের কাজ ছিল।

আর একটী কথা এই। বাল্যাবধি আমার সংস্কার যে, ভোগে প্রকৃত সুখ নাই, কর্ম্ম সম্পাদন করাতেই সুখ। কেমন করিয়া এই সংস্কার হইয়াছিল তাহা ঠিক বলিতে পারিনা। তবে এই মাত্র মনে পড়ে পিতৃঠাকুর আমার পঠদ্দশায় সর্ব্বদা বলিতেন "ছাত্রানামধ্যয়নং তপঃ" আর আমার বয়প্রাপ্তির পর, দীক্ষাগ্রহণ হইলে প্রতি প্রত্যূশে অন্ততঃ একবার করিয়া শুনাইতেন "যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনং"। আমার দৃঢ় বিশ্বাসও তাই, একাগ্রচিত্তে;কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত পরিশ্রম করাই প্রকৃত পূজা। এখন কাজ করিবার নিমিত্ত আমার সময় সংগ্রহ কিরূপে হইত তাহা বলি।

(১) আমি দ্রব্যাদি সমস্ত এবং কাগজ পত্রাদি বেশ গুছাইয়া রাখিতে জানি—কাগজটী, কলমটী, কালির দোয়াতটী এবং যে সকল পত্রের উত্তর লিখিতে হইবে, সে গুলি যথাস্থানেই থাকে—ও গুলি খুঁজিয়া বেড়াইতে আমার সময় যায় না।

(২) আমি ইংরাজি পুস্তকাদিতে যাহা যাহা পড়িতাম, মনে মনে তাহা মাতৃভাষায় অনুবাদ না করিয়া ছাড়িতাম না। সুতরাং কোন বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করা বিধেয়, তাহার অনেকটা আমার স্থির থাকিত। অভিমতি স্থির করিবার নিমিত্ত আমার অল্প সময়ই যাইত। কয়েকখানি পুস্তক ভিন্ন, ইংরাজি বহিগুলিতে এত শব্দের আধিক্য এবং পৌনরুক্ত্যের বাহুল্য যে, মাতৃভাষায় তাহাদিগের মানসিক অনুবাদ করা নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপে একবার ঝাড়িয়া না লইলে তুষের ভাগ অধিক

এবং তণ্ডুলের ভাগ নিতান্ত অল্প হইয়া থাকে। ফলতঃ মাতৃভাষার অনুবাদরূপ শূর্প দ্বারা ইংরাজি গ্রন্থগুলিকে ঝাড়িয়া লইবার পরামর্শ আমি সকল ইংরাজী পাঠককেই দিতেছি।

(৩) আমি কখনই ইংরাজির শব্দবিন্যাস-পারিপাট্য শিখিবার জন্য ভাল ভাল ইংরাজি শব্দ বা ইংরাজি গৎ অভ্যাস করি নাই। ইহাতে উপকার কি অপকার হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তবে ইংরাজি শব্দবিন্যাসের উপর কিছুমাত্র নেসা না থাকায় কাজের সময়, অর্থাৎ পত্রাদি লিখিবার সময়, শব্দ খুঁজিতে আমার অল্প সময়ই যাইত, এ কথা বলিতে পারি।

উপরের (২) এবং (৩) চিহ্নিত কথাগুলির দ্বারা আমার বক্তব্য এই যে, কোন বিষয়ে কি বলিতে বা করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া লওয়ার পক্ষে অভ্যস্ত ইংরাজি শব্দ এবং ইংরাজি গৎরূপ যে বিষম অন্তরায় আছে, আমার সে অন্তরায় ছিল না, এবং সেই জন্য মতলব স্থির করিতে অল্প সময়ই যাইত। কেমন করিয়া মতলবটা প্রকাশ করিব—ইহা লইয়াই যত কষ্ট এবং যত মারামারি। সেই মারামারি করিবার সময়, অনেকটা নিদ্রা হইতে, কতকটা ভোজন হইতে এবং এক আধটুকু পরিজনদিগের সহিত আলাপের কাল হইতে, সংগ্রহ করিতাম। তদ্ভিন্ন, আমাকে ত ঘরের কোন খুটি নাটি লইয়া বিব্রত হইতে হইত না, সে জন্যও অনেকটা সময় পাইতাম। এইরূপে সময়ের সংগ্রহ করিয়া ধীরে সুস্থে বসিয়া আস্তে আস্তে ইংরাজী লিখিতাম—কি লিখিতাম তাহা মনে মনে আর এক জন হইয়া, প্রায়ই নিজের প্রতিপক্ষ পক্ষ হইয়া, পড়িতাম। সেই কল্পিত প্রতিপক্ষের চক্ষু দিয়া ভুল ধরিতাম—আপনার চক্ষু দিয়া ভুল সুধরাইতাম—যথেষ্ট কাটকুট হইত—কোন কোন পত্রাদি ফিরাইয়া ফিরাইয়া দুই তিন বার করিয়া লিখিতে হইত।

একবার কোন সুদূর স্থানে গিয়াছিলাম। বাটীতে আসিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি কাগজপত্র জমা হইয়া আছে। অমনি কাগজগুলি লইয়া

বসিলাম। পড়িতে পড়িতে যেগুলির জবাব তদ্দণ্ডে দেওয়া যাইতে পারে বোধ হইল, সেগুলির একটী স্বতন্ত্র তাড়া করিলান, যেগুলির উত্তর বিশেষ ভাবিয়া অথবা অন্য কাগজ পত্র দেখিয়া দিতে হইবে বোধ হইল, তাহার দ্বিতীয় তাড়াবন্দি করিলাম। প্রথম গুলির উত্তর লিখিলাম। যতক্ষণ সে কাজটী শেষ না হইল, ততক্ষণ উঠিলাম না। "অনেক বেলা হইয়াছে—খাওয়া দাওয়ার পর কাগজ পত্র লইয়া বসিলেই ভাল হয়।" "তা ত হয়—কিন্তু ঐ কাগজের মোট বিদায় না হইলে ত খাইতে বসিয়াও কোন সুখ হইবে না"?—বাটীর ভিতরে এরূপ কথোপকথন প্রায়ই শুনিতে পাইতাম।

"আজি বিকালে অমুকের আসিবার সম্ভাবনা আছে; কতকটা কাজ বাকি রহিয়াছে, না সারিয়া রাখিলে কথোপকথনের সুখোপভোগ হইবে না; তোমারও যদি কোন কাজ বাকি থাকে তাহা এই সময়ে সারিয়া লও"। * * "রাত দুপুরে বসে ও কি হচ্চে?—খাওয়া নাই, ঘুম নাই—অসুখ করিবে।" "না, অসুখ হবে না, আমি ত এক বার ঘুমাইয়াছিলাম। আর এইটা না লিখিলেই নয়—কালি না পাঠাইতে পারিলে"—"কি হবে?" "একটু বাহাদুরির ত্রুটি"—"হউক গে"। সে রাত্রিতে কিছুই লেখা হইল না সত্য, কিন্তু অন্যান্য রাত্রিতে হইত।

—:o:—

উনচত্তারিংশ প্রবন্ধ।

একান্নবর্ত্তিতা।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং বিহার প্রদেশে মিতাক্ষরানুযায়ী এবং বাঙ্গালায় দায়ভাগানুযায়ী ব্যবহার প্রচলিত। মিতাক্ষরায় এবং দায়ভাগে একটী অতি গুরুতর বিষয় লইয়াই মতভেদ আছে। মিতাক্ষরায় পৈত্রিক ধন-সম্পত্তিতে জাতাজাত সমস্ত সন্তান সন্ততির এক প্রকার স্বত্ব স্বীকৃত হয়। দায়ভাগে ওরূপ স্বত্ব স্বীকৃত হয় না—দায়ভাগের মতে ধন-সম্পত্তিতে পিতারই নির্ব্যূঢ় স্বত্ব—তিনি স্বেচ্ছাতঃ উহার দান বিক্রয়াদি করিতে পারেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ব্যবহারিক স্মৃতিশাস্ত্র দুইটীতে এরূপ প্রভেদ কি জন্য ঘটিয়াছে, তাহার সর্ব্ববাদিসম্মত কোন একটী মীমাংসা করিতে পারা যায় না। তবে মোটামুটি এরূপ বলা যাইতে পারে যে, বাণিজ্যবৃত্তির বাহুল্যে ধন-সম্পত্তির বিভাগানুকূল ব্যবস্থা ঘটিয়া থাকে, এবং বাঙ্গালা প্রদেশে সুনাব্য নদী সকলের প্রাচুর্য্যবশতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং বেহার প্রদেশ অপেক্ষায়, এখানে বহুকাল হইতে বণিক্‌বৃত্তির অধিক সুবিধা এবং প্রাদুর্ভাব হইয়া আসিয়াছে। আজি কালি এ দেশের সমস্ত ব্যবসায় ইউরোপীয়দিগের হস্তগত হইয়া গেলেও, ও সকল প্রদেশের অপেক্ষা বাঙ্গালায় বণিকবৃত্তিপরায়ণ দেশীয় লোকের সংখ্যা অধিক। এই তথ্যের সহিত আমাদিগের দায়ভাগের ব্যবস্থার, কার্য্যকারণরূপ কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে বাঙ্গালীর ব্যবস্থাশাস্ত্র ঐরূপ হওয়ায় তাঁহাদিগের মধ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগের সুবিধা হইয়াছে এবং তাহা হওয়াতে

ভাই ভাই পৃথগন্ন হইবারও প্রথা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানে অধিক প্রচলিত হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর মধ্যেও পৃথগন্ন হওয়ায় যে লোকনিন্দা না হয় এমত নহে—কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে এবং বিহারে উহার যত নিন্দা এবং অন্তরায়, বাঙ্গালায় তত নয়। বস্তুতঃ দায়ভাগকার মনুসংহিতার একটী বচন* ধরিয়া অতি স্পষ্টাক্ষরেই পৃথগন্ন হইয়া থাকিবার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের এই একপ্রকার প্রশংসারূপ উত্তেজনা সত্বেও বাঙ্গালীরা পৃথগন্ন হইতে ইচ্ছা করেন না, এবং পৃথগন্নবর্ত্তী পরিবারের নিন্দা করিয়া থাকেন। এরূপ হইবার কারণ—আর যাহাই থাকুক, এতদ্দেশীয় জনগণের দারিদ্র্য দশা যে একটী তাহার মধ্যে মুখ্য, তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ হয় না। যদি বাঙ্গালীদের প্রতি পরিবারে একজনমাত্র কৃতী এবং উপায়ক্ষম না হইয়া অনেকেই কৃতী এবং উপায়ক্ষম হইত, তাহা হইলে পৃথগন্ন হইয়া থাকিতে কষ্ট অল্প হইত, দায়ভাগকার যেরূপ কহিয়াছেন সেরূপ ধর্ম্ম্য কার্য্যেরও আধিক্য হইত, এবং পৃথগন্নবর্ত্তিতা, পরিবারের সম্পত্তি-শালিতা এবং বলবত্তার পরিচায়ক বলিয়া নিন্দনীয় না হইয়া বিশেষ প্রশংসার যোগ্য বলিয়াই পরিগণিত হইত। বস্তুতঃ পৈতৃক ধনবিভাগের সৌকর্য্য, সকল ভাইগুলির কিছু কিছু উপার্জ্জনক্ষমতা, তাঁহাদিগের পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার অধিকার—এ গুলি দেশের মঙ্গল এবং উন্নতির পক্ষে অতীব প্রার্থনীয়। এই সকল ভাবিয়া আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকে পৃথগন্নবর্ত্তিতার নিন্দা না করিয়া বরং তাহার প্রশংসাই করিতে শিখে।

কিন্তু একান্নবর্ত্তিতারও অনেকটা গুণ আছে। কৃষিপ্রধান দেশে এবং দরিদ্রতার বাহুল্যে যে, একান্নবর্ত্তিতার একান্ত প্রয়োজন এবং অবশ্যম্ভাবিতা আছে, সে কথার কোন উল্লেখ না করিয়াও, একান্নবর্ত্তী

---

* এবং সহবসেয়ুর্ব্বা পৃথগ্ বা ধর্ম্মকাম্যয়া।
পৃথগ্ বিবর্দ্ধতে ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্ম্যা পৃথক্ ক্রিয়া॥

পরিবারের মধ্যে যে অনেকানেক ধর্ম্মভাবের বিশেষ উন্মেষ এবং সংরক্ষণ হয় তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। প্রধানের নিকট বশ্যতা অতি বড় গুণ। ইহা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে সুশিক্ষিত হয়। পরার্থে নিজের উপার্জ্জিত ধনাংশের নিয়োগে যে স্বার্থসঙ্কোচের অভ্যাস হয়, সেটীও সামান্য গুণ নহে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে এই গুণটীরও অভ্যাস হয়। ফলতঃ বশ্যতা; ত্যাগশীলতা, সমদর্শিতা প্রভৃতি অনেকানেক মূল ধর্ম্মের শিক্ষা একান্নবর্ত্তিতার ফল, এবং ঐ সকল ফল জন্মে বলিয়াই আমাদিগের দেশে উহার এতটা প্রশংসা হইয়া আসিয়াছে।

ঐ প্রশংসার অভ্যন্তরে আরও একটী প্রবল কারণ থাকিতে পারে। এ দেশে পরিবার সমস্ত একান্নবর্ত্তী বলিয়া লাইফ ইন্ সুর্যান্স বা জীবন-বীমার প্রয়োজন নাই 'পুয়রল' বা দরিদ্র পালন আইনেরও আবশ্যকতা হয় নাই। অথবা এরূপেও বলা যায় যে, ইউরোপীয়দিগের অনুমোদিত ঐ সকল ব্যবস্থার অভাবে এদেশে যদি একান্নবর্ত্তী পরিবার না থাকিত তবে দুঃখ কষ্টের পরিসীমা থাকিত না। পরিবার সমস্তের একান্নবর্ত্তিতা এদেশে উল্লিখিত ব্যবস্থা সকলের কার্য্য অতি সুন্দর রূপে সংসাধিত করিয়া দেয়।

তবেই দেখা গেল যে, পৃথগন্নবর্ত্তিতার শুভ ফল কতকগুলি, এবং একান্নবর্ত্তিতারও শুভ ফল অপর কতকগুলি। উভয় প্রকার শুভ ফলের একত্র সমাবেশ করিতে পারিলেই ভাল হয়। এবং আমার বোধে যদি বিজাতীয় রীতি নীতির প্রাদুর্ভাব বশতঃ আমাদিগের জাতীয় ধর্ম্মভাবের ক্রটি না হয়; তবে উল্লিখিত বিবিধ শুভ ফলের একত্র সমাবেশ হইতে পারে। বিশেষতঃ যখন দেশ এত দরিদ্র এবং দেশের জনগণও একান্নবর্ত্তিতার পক্ষপাতী, তখন জাতীয় ধর্ম্মভাবের সংরক্ষণ-পূর্ব্বক একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকাই বিধেয় বলিয়া বোধ হয়। যেরূপে একান্নবর্ত্তিতা রক্ষা করা যাইতে পারে, এবং তাহার অশুভ ফল অধিক

পরিমাণে প্রসূত না হইয়া শুভ ফলই অধিক হয়, তাহার উপায়—

প্রথমতঃ—সুস্থকায় ব্যক্তিমাত্রেরই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করা উচিত। এক জনকে অপর এক জনের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে নাই।

দ্বিতীয়তঃ—আপনাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে বাটীর কর্ত্তা করিয়া মান্য করা এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী হইয়া চলা আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ—যাহাকর্ত্তৃক যাহা উপার্জ্জিত হইবে, তাহা সমুদায় কর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য।

চতুর্থতঃ—কর্ত্তার উচিত (১) সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করা। (২) খরচ পত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব রাখা। (৩) সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হওয়া।

এই নিয়ম গুলি যথাযথরূপে প্রতিপালিত হইলেই ভ্রাতৃগণ একান্নবর্ত্তী হইয়া স্বধর্ম্মে থাকিতে পারে। কিন্তু এক্ষণে কাল যেরূপ পড়িয়াছে তাহাতে আরও একটী নিয়ম রক্ষা করিলে ভাল হয়। সে নিয়মটী—

পঞ্চমতঃ—পারিবারিক সমস্ত ব্যয় সমাধা করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা আয়ের অনুসারে ভ্রাতৃগণের নিজ নিজ বিশেষ সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

রাম, হরি এবং কৃষ্ণ তিন ভাই—রামের বার্ষিক আয় ৩ হাজার, হরির ৪ হাজার এবং কৃষ্ণের ২ হাজার, সর্ব্বশুদ্ধ ৯ হাজার। ইহাদিগের বাটীর বার্ষিক ব্যয় ৪ হাজার, সুতরাং ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত ৫ হাজার। ঐ পাঁচ হাজারের মধ্যে—,

(১) ৯: ৫:: ৩: ১$\frac{৬}{৯}$=১$\frac{২}{৩}$ হাজার, রামের নিজ সম্পত্তি।

(২) ৯: ৫:: ৪: $\frac{২০}{৯}$=২$\frac{২}{৯}$ হাজার হরির নিজ সম্পত্তি।

(৩) ৯: ৫:: ২: $\frac{১০}{৯}$=১$\frac{১}{৯}$ হাজার, কৃষ্ণের নিজ সম্পত্তি।

যে পরিবারে আর্য্যধর্ম্ম-প্রণালীর প্রতি মর্য্যাদা অধিক, সে পরিবারে উল্লিখিত নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিলেই সকল দিক বজায় থাকিবে—একান্নবর্ত্তিতার সমস্ত শুভফল ফলিবে, এবং পরবর্ত্তী পুরুষদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের মূল অল্প হইবে।

কিন্তু একটী কথা আছে। এটী ধর্ম্মবৃদ্ধির উপযোগী ব্যবস্থা। ইহাকে সম্যক রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে অপর একটী বিষয়ে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। কোন ভাইয়ের উচিত নয় যে, আপনার আয় অন্যাপেক্ষার নিতান্ত ন্যূন থাকিতে আপনার পরিবারের (স্ত্রী সন্তানাদির) সংখ্যা সম্বর্দ্ধিত অথবা নিজ খরচ পত্রের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেন। তাহা করিতে গেলেই তিনি নিজ ভার অন্যের উপর ক্ষেপণ করিয়া গলগ্রাহিতা দোষে দূষিত হইলেন।

"আমাদের এই দরিদ্র দেশে কোন ব্যক্তিরই কুড়ে, অকর্ম্মণ্য এবং উপার্জ্জনে অক্ষম হওয়া উচিত নহে।" * * * "তবে যদি কেহ টাকা রোজগার করিতে না পারে সে কি মারা যাইবে?" * * * "তার মারা পড়িয়া কাজ নাই—কিন্তু সন্তানাদি উৎপন্ন করিয়া অন্যের বোঝা ভারি করায় তাহার অধিকার নাই।—ভিখারীকে ব্রহ্মচারী হইতে হয়।" * * * "তাই মনে করিয়াই কি যত দিন চাকরী না হইয়াছিল নিজ হাতে কাঠচেলা করিতে আর বাহিরে থাকিতে?" * * * "হতে পারে যে এমনি একটা কিছু মনে উঠিয়া ছিল।"

চত্বারিংশ প্রবন্ধ।

অর্থসঞ্চয়।

আমাদিগের দেশ বড়ই দরিদ্র। ইহা যে কত দরিদ্র, তাহা অনেকেই মনোমধ্যে ধারণ করিতে পারেন না। 'উনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে,' 'দেশের উন্নতি হইতেছে' ইংরাজদিগের এই সকল কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া কৃত-বিদ্যেরা শুক পক্ষীর ন্যায় ঐ শব্দগুলির উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দী'ও ইংরাজের—'উন্নতি'ও ইংরাজের; ঐ সকল উক্তির সহিত তোমার আমার কোন সম্পর্কই নাই। যত কাল যায়, সকল জাতী-য়েরই উন্নতি হয়, ইতিহাস এমন কথা বলে না। যেমন বয়োবৃদ্ধি সহকারে বালকের দেহ পুষ্ট হইতে থাকে বটে, কিন্তু বর্ষীয়ানদিগের তাহা হয় না—তেমনি ইংরাজের উন্নতি উনবিংশশতাব্দীতে হইতেছে বলিয়া আমাদিগেরও সে উন্নতি হইতেছে না—আমাদের অবনতিই হইতেছে।

সমাজের অবনতির চিহ্ন অনেকগুলি*—এবং সকলগুলিই দারিদ্রের সূচক। অতএব এক দারিদ্রকেই অবনতির লক্ষণ বলিয়া ধরা যায়। পণ্ডি-তেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৮৮০ অব্দে ব্রিটন দ্বীপে প্রতি ব্যক্তির গড়ে বার্ষিক ৩৩০, ফ্রান্সে ২৯০, পর্টুগালে ৮০, তুরুস্কে ৪০, এবং ভারতবর্ষে ২৭ টাকা বই নয়। ঐ সকল দেশের মধ্যে কোনটীর সম্বন্ধেই এমন কথা কেহ বলেন না যে, সেখানকার লোকেরা দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, এখানকার ৫ কোটী লোক, অর্থাৎ সমস্ত জনসংখ্যার পঞ্চমাংশ অর্দ্ধাশনে কালাতিপাত করে।

---

* জন্ম সংস্কার বিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায় কর্ম্মণঃ।
হ্রাস দর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাং॥

এই বুভুক্ষাপীড়িত নিরন্ন দেশে দানধর্ম্মের বড়ই সমাদর। এখানকার লোকেরা যেন শুষ্ককণ্ঠ চাতকপক্ষীর ন্যায় সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বিন্দুপাতের প্রত্যাশা করিয়া থাকে এবং কথঞ্চিৎ কোথা হইতে কণামাত্র প্রাপ্ত হইলেই আনন্দ-কোলাহল করিয়া উঠে। এ দেশে দানধর্ম্মের যে এতটা প্রশংসা, তাহার কতকটা ঐ চাতক পক্ষীদিগের সহর্ষ কল কল ধ্বনি।

কিন্তু সকলটা তাহাই নয়। এতদ্দেশীয় জনগণের প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবও ঐ প্রশংসার কতক কারণ। এ দেশের লোকের হৃদয়ে পরকালে শ্রদ্ধা এত দৃঢ় যে, ইঁহারা ইহলৌকিক কার্য্যকলাপকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরই জ্ঞান করিয়া থাকেন। পৃথিবী ত চিরকালের বাসভূমি নয়—সাংসারিক সুখ দুঃখ ত অধিক কাল স্থায়ী হয় না —অতএব পার্থিব বিভব সঞ্চয় করিতে গিয়া অনর্থ কষ্ট পাইবার আবশ্যক কি; যদি কাহারও দান করিবার ক্ষমতা হইয়া থাকে, সে হাতের সুখে এবং মনের আনন্দে দান করিয়া লউক; লোকে যশ গাহিবে, পরকালেও দিব্য গতি হইবে; যক্ষের ন্যায় টাকার পুটুলি চৌকী দিয়া কি জন্য থাকিব? চক্ষু মুদিলে ত কেহ কাহার নয়—কোথায় বা পুত্র—কোথায় বা কলত্র!

তবে কি আর্য্যজাতীয়দিগের মধ্যে পারিবারিক স্নেহ মমতা অন্যান্য জাতীয়দিগের অপেক্ষা ন্যূন? তাহা ত কোন ক্রমেই নহে। তবে সেই স্নেহ মমতা বিবেচনার দোষে পূর্ণমাত্রায় কার্য্যকারী হইতে পায় না। যেমন "লাইফ ইনস্যুর" করা থাকিলে, কাহার কাহার মিতব্যয়িতা কমিয়া যায়, সম্মিলিত পরিবারের মধ্যে বা সন্নিবন্ধন আমাদিগেরও এক প্রকার "লাইফ ইনস্যুর" হইয়া থাকে, এবং আমরা খরচপত্রের তত আঁটাআঁটি করিয়া চলিতে শিখি না। যদি মরে যাই, রোজগারী দাদা অথবা ভাই আছেন, অবশ্যই আমার কন্যাদের বিবাহ, আমার পুত্রদিগের শিক্ষা এবং আমার পরিবারের ভাত কাপড় দিবেন। এই ভাবটী কোথাও পরিস্ফুট, কোথাও অপরিস্ফুটরূপে আমাদিগের অনেকেরই মনে থাকে। এই জন্য কন্যা পুত্র

কলত্রাদির প্রতি সমূহ স্নেহবান্ হইয়াও এতদ্দেশীয় জনগণের পক্ষে সঞ্চয়শীলতা অপেক্ষা ব্যয়শীলতাই সমধিক প্রশংসার বস্তু হইয়া আছে। স্মিলিত পারিবারিক ব্যবস্থাতে স্ত্রী পুত্রাদির মোটা ভাত কাপড়ের ঠিকানা রহিল—শাস্ত্রের শাসন, স্থূল দৃষ্টিতে, ইহলোক অপেক্ষা পরলোকের প্রতি অধিকতর আস্থা জন্মাইয়া দিল. এবং দারিদ্র-প্রপীড়িত সমাজ নিরন্তর দান ধর্ম্মের প্রতি উত্তেজনা করিতে লাগিল, এই সকল কারণে আর্য্যসন্তান অপরাপর জাতি সমূহ অপেক্ষা অধিক ইন্দ্রিয়-সংযমশীল, আসব ব্যবহার-বিবর্জ্জিত,, শান্ত-স্বভাব এবং পরিণামদর্শী হইয়াও ক্রমে ক্রমে সঞ্চয়শীলতা গুণ পরিহার করিতেছেন। এই জন্যই দেখিতে পাই, কেহ বহু বৎসর ধরিয়া ৪|৫ শত টাকা মাহিয়ানা পাইয়াও লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য চাঁদার বহি বাহির হয়। এই জন্যই দেখিতে পাই, কোন আয়বান ব্যক্তি একখানি প্রকাণ্ড বসতবাটীর কতকদূর প্রস্তুত করিয়া মৃত হইলে তাঁহার ছেলেদিগকে ঐ বাটীর ইট কাঠ বেচিয়া খাইতে হয়। এই জন্যই দেখিতে পাই, খুব সচ্ছল পুরুষ যাই গেলেন, অমনি দেনার দায়ে তাঁহার ঘটী, বাটী, স্ত্রীর খোঁপা বাঁধিবার দড়ি গাছিটী পর্য্যন্ত, নিলামে উঠে! এই জন্যই প্রশংসাবাদ শুনিতে পাই—"অমুকের অত আয়, কিন্তু সঞ্চয় এক কড়াও নাই"—"অমুক স্বয়ং ঋণগ্রস্ত হইয়াও দান করিয়া থাকে"—"অমুক যাহা পান, তাহাই খরচ করিয়া ফেলেন—বলেন, ছেলেদের জন্য কিছু না রাখাই ভাল; ধনবানের পুত্রেরা প্রায়ই মন্দলোক এবং অকর্ম্মণ্য লোক হয়"

আমার বিবেচনায় অমিতব্যয়িতার প্রশংসাবাদ সমাজের মঙ্গলকর নহে, যাহা কিছু আয় হয়, সকলই ব্যয় করিয়া ফেলা গৃহস্থ ধর্ম্মের অনুকূলাচরণ নহে, এবং সম্মিলিত পারিবারিক প্রণালীর প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধের সূচক নহে।

দানধর্ম্মের প্রশংসায় যদি অমিতব্যয়িতা বাড়িয়া যায়, তবে দান করিতে সক্ষম এমন লোকের সংখ্যা ক্রমেই ন্যূন হইয়া যায়; আত্মসংযম, ভবিষ্য-

দুর্শন, উপায়োদ্ভাবন প্রভৃতি অনেকানেক উন্নত শক্তির খর্ব্বতা হইয়া পড়ে। কৃপণদিগের অনেক দুঃখ এবং অনেক দোষ বটে। কিন্তু তাহারা প্রায়ই সংযতাচারী, অবিলাসী এবং বাঙ-নিষ্ঠ হয়। পক্ষান্তরে খরচে লোকেরা প্রায়ই বিলাসী এবং অনেক স্থলে অনৃতবাদী হইয়া পড়ে। যে সমাজে শক্তি সঞ্চারের প্রয়োজন, তাহাতে কৃপণ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি ভাল, খরচে লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি ভাল নয়। এতদ্দেশীয় যতগুলি সমাজের কথা আমি জানি, তাহার মধ্যে মাড়বারী জৈনদিগের প্রণালীই অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহারা সচরাচর অতি দীন দরিদ্রের ভাবেই থাকে—উহাদিগের স্ত্রীলোকেরাও স্বহস্তে সকল গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করে। উহাদিগের মধ্যে মোটা কাপড় পরিতে, জলে ভিজিতে, পায়ে চলিতে ক্রোরপতিরও অপমান বোধ নাই। উহারা যে ব্যবসায়ে হাত দেয়, তাহাতেই সফলতা লাভ করে। ইহারা সহজে কেহ কিছু চাহিলে দেয় না। কিন্তু এমন মাড়বারী বণিক্ নাই বলিলেই হয়, যাঁহার সহায়তাবলে আর দুই তিনটী মাড়বারী নিরন্ন দশা ইইতে উত্থিত হইয়া সচ্ছল অবস্থাপন্ন না হইয়াছে। ইহাঁরা দানধর্ম্ম এবং সঞ্চয়শীলতা দুইটীকে মিলাইতে জানেন, ইহাঁদের ঘরে লক্ষ্মী পুরুষানুক্রমে থাকেন। তবে আজি কালি দেখিতে পাই যে, উহাঁদিগের মধ্যেও সংসর্গ দোষ সংক্রামিত হইয়া কোন কোন মাড়বারী বণিকের পুত্র বিলাসী, অমিতাচারী এবং লক্ষ্মীছাড়া হইতেছে।

গৃহস্থকে যে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে হয়, এ কথা সকল দেশের বিজ্ঞ লোকেই বলিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ দার্শনিক বেকন্ বলিয়াছেন, যত আয় হইবে, তাহার অর্দ্ধেক সঞ্চয় করিবে। ইংরাজ জাতীয়েরা খুব উন্নতিশীল। উহাঁদের প্রাচীন দার্শনিক যে বিধি দিয়া গিয়াছেন, নব্য ইংরাজেরা তাহা অপেক্ষা অনেক বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। এ দেশের মাজিষ্ট্রেট বা কমিশনর প্রভৃতি কোন কোন ইংরাজ এমনি সঞ্চয়শীল যে, তাঁহাদের মাসিক বেতন ২|৩ হাজার টাকা হইতে ১ শত, ১৷৷০ শত,—বড় জোর ২ শত মাত্র—খরচ করেন। আমি স্বদেশীয়দিগকে অতদূর করিতে বলি না। আমি

স্বদেশীয়দিগকে বলি, তোমাদের শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছে, তোমরা সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলেই যথেষ্ট হইবে। শাস্ত্রে বলিয়াছে* ভবিষ্যৎ কালের জন্য আয়ের সিকি রাখিবে, অর্দ্ধেকে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ করিবে, আর এক আনা ধার দিয়া সুদে বাড়াইবে। ভগবান মনু বলিয়াছেন, তিন বৎসর খরচের যোগ্য অথবা এক বৎসরের যোগ্য, তিন দিনের যোগ্য, অন্ততঃ এক দিনের যোগ্য ধান্য সঞ্চয় করিবে।† বাস্তবিক সকল লোকের পক্ষে সমপরিমাণ সঞ্চয় সম্ভবে না। যে ব্যক্তির আয় প্রতি পলে ১০ টাকা (যথা ভাণ্ডরবেণ্টের) তাহার প্রতি পলে খরচ ৫ টাকা হয় না— তাহার সঞ্চয় অর্দ্ধেকের অপেক্ষা অধিক হয়। যে কমিশনর সাহেবের বেতন ত্রিশ দিনে তিন হাজার টাকা তাঁহার দৈনিক আয় ১০০ টাকা, খরচ বড় জোর ৬৭ টাকা মাত্র; সুতরাং সঞ্চয় অর্দ্ধেকের অনেক বেশী হয়। কিন্তু এক জন মুন্সেফ, কি ডেপুটী, কিমাষ্টার যাঁহার বেতন তিন শত টাকা, তাঁহার কাচ্চা বাচ্ছা এত, তাহার উপর জ্ঞাতি কুটুম্বের ভার এত এবং তাঁহার বাসা খরচ এবং ঘর খরচ দুয়ে জড়িয়ে এত যে, তিনি কোন মতেই তিন শতের ভিতর হইতে দুই শত খরচ না করিয়া চালাইতে পারেন না—২০৷২৫ টাকার আমলা, মুহুরি বা মাষ্টার আপনার পরিজনের মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান করিতেই বিব্রত, তিনি ঐ সামান্য আয় হইতে অর্দ্ধেক বা সিকি কেমন করিয়া বাঁচাইবেন? তাহার পর, ধর দোকানদার এবং কারিগর; ইহাদেরও আয় ১০।১৫ টাকা, তাহা হইতে খরচ পত্র করিয়া কত

পাদেন তস্য পারক্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয় মাত্মবান্।
অর্দ্ধেন চাত্মভরণং নিত্যনৈমিত্তকং তথা॥
পাদস্যার্দ্ধার্দ্ধ মর্থস্য মূলভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ।
এব মারভতঃ পুংস শ্চার্থঃ সাফল্য মৃচ্ছতি॥
কুশূল ধান্যকো বাস্যাৎ, কুম্ভীধান্যক এববা।
ত্র্যহৈহিক্যো বাপি ভবে দশ্বস্তনিক এববা॥

বাঁচাইবে?—আর যাহারা মজুরদার, তাহাদিগের ত দিনের আয় হইতে দিনেই সঙ্কুলান হয় না। অতএব যত আয় হইবে তাহার অর্দ্ধেক বা তৃতীয়াংশ বা সিকি বাঁচাইবে, বলিয়া যে উপদেশ, তাহা জন সাধারণের প্রতি খাটে না। এই জন্যই বোধ হয়, মনুসংহিতায় ওরূপ কোন নিয়ম বলিয়া দেওয়া হয় নাই—কেহ বা তিন বৎসরের জন্য সঞ্চয় করিবে; কেহ বা এক দিনের আহারের উপযুক্ত সঞ্চয় করিবে। আমিও তাহাই বলি—সকলকেই কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে হইবে। যে দিন আনে, সে প্রতিদিন সঞ্চয় করিবে; যে মাসে আনে, সে প্রতিমাসে সঞ্চয় করিবে; যে বর্ষে আনে, সে প্রতি বর্ষে সঞ্চয় করিবে। কিন্তু কিছু সঞ্চয় সকলকেই করিতে হইবে। আর একটী নিয়ম এই যে, খরচের পূর্ব্বভাগে সঞ্চয় করিবে, খরচের শেষ ভাগে নয়। মনে কর, তুমি আজি দুই সের চাউল মজুরি পাইয়াছ; উহা হইতে কিছুই রাখিতে পার না। রান্না হইলে সকল ভাতগুলিই ফুরাইয়া যাইতে পারে। তবু এক মুঠা চাউল ঐ কলসিটাতে রাখিয়া দাও—বাকী চাউল রন্ধন হউক। আর তুমি মাসে দশটী টাকা পাও, খরচে কুলায় না; তবু দুই আনার পয়সা কোন মহাজনের কাছে গচ্ছিতরূপে কিম্বা সেবিংবেঙ্কে রাখিয়া বাকী হইতে খরচ চালাও। এইরূপে যে যাহা রাখিতে পারিবে, তাহা আগেই রাখিয়া দিবে। আর একটী নিয়ম আছে। যাহা সঞ্চিত হইল পার্য্যমাণে তাহা ভাঙ্গিয়া খরচ করিও না। সঞ্চিত অর্থকে কদাপি নিজের মনে করিতে নাই। বাস্তবিক উটী কাহার সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব নহে। তুমি যাহা রোজগার করিতেছ, তাহাতে তোমার পরিজনের অংশ আছে—তুমি যাহা সঞ্চয় করিতেছ, তাহাতেও উঁহাদের অংশ আছে। তুমি সঞ্চয়ের ধন যদি পারিবারিক বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন খরচ করিয়া ফেল, তবে কিয়ৎ পরিমাণে পরস্বাপহারী হইবে। এই জন্য কর্ম্মশীল ব্যক্তির চক্ষে সম্মিলিত পরিবারের ব্যবস্থা অমিতব্যয়িতার প্রতিকূলরূপেই প্রতীত হয়।

সঞ্চয়শীলতা বৃদ্ধির নিমিত্ত গৃহস্থ লোকের পক্ষে নিম্নবর্ত্তী নিয়ম কয়েকটী যত্নপূর্ব্বক পালনীয়—

(১) সকলকেই কিছু সঞ্চয় করিতে হয়।

(২) সঞ্চয় করা খরচের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য, খরচের পরে নয়।

(৩) সঞ্চিত ধন হইতে সহজে খরচ করিতে নাই।

(৪) যে দ্রব্যে প্রয়োজন নাই এমন কোন দ্রব্য ক্রয় করিবে না।

(৫) যাহা ক্রয় করিবে তাহা নগদ মূল্য দিয়া কিনিবে, ধারে কিনিবে না।

(৬) আয় ব্যয়ের একটী হিসাব নিজ হাতেই রাখিবে।

একচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

চিনিতে পারিলেন না।

আমার সমাধ্যায়িগের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন বিষয় অধিক পরিমাণে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিতেন। রাজারাম যে ইতিহাস গ্রন্থখানি একবার পড়িত, তাহার বর্ণিত ঘটনাবলীর তারিখগুলি প্রায় সকলেই তাহার মনে থাকিত—মধুসূদন যে বহি পড়িত, তাহার ভাল ভাল পদবিন্যাস কখনই ভুলিত না—বঙ্কবিহারী যাহা পড়িত, তাহার যেন একখানি ছবি আপনার মনে উঠাইয়া লইত—পুস্তকের কেমন স্থানে কোন কথা আছে তাহা বেশ বলিতে পারিত; এবং কোথায়

কিরূপে কোন ঘটনার সংঘটন হইয়াছিল তাহাও অবিকল বর্ণন করিতে পারিত। এরূপ দেখিয়া তখন মনে করিতাম যে, যাহার যে দিকে অভিরুচি, তাহার স্মৃতিশক্তি সেই দিকে বিশেষ কার্য্যকারিণী হয়। এখনও তাই মনে করি—কিন্তু একটু ভিন্নরূপে। এখন বিভিন্ন ব্যক্তির কি জন্য বিভিন্ন বিষয়ে অভিরুচি জন্মে, তাহারও যেন একটী কারণ দেখিতে পাই বলিয়া বোধ হয়। এখন জানিয়াছি যে, চিন্তন-মননাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা যেই হউক, তাহার করণ মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক মূল হইতে স্নায়ুরূপ শাখা সমস্ত নির্গত হইয়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয় স্বরূপ পত্র পুষ্পে পরিণত হইয়া আছে। ঐ স্নায়ুরূপ শাখাগুলি যেটী যেমন পুষ্ট এবং সবল তাহার সীমান্ত দেশে বিকসিত পত্র পুষ্পরূপ ইন্দ্রিয়গুলিও তেমনি পুষ্ট বা সবল হয়। পক্ষান্তরে, সবল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনায় যেমন সুখের অনুভব হয়, দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনায় তেমন সুখ বোধ হয় না। এই জন্য যাহার যে ইন্দ্রিয় অথবা ইন্দ্রিয়ের অবলম্বরূপ স্নায়ু, প্রবল, তাহার সেই স্নায়ুর কার্য্যে সুখানুভূতি অধিক—এবং তাহাতেই অভিরুচি হয়। যাহার 'শ্রাবণ স্নায়ু' ভাল, শব্দ সকল তাহার মস্তিষ্কে নীত হইয়া বিশেষ সুখকর ব্যাপার জন্মায়—যাহার দর্শন-স্নায়ু উত্তম, তাহার চক্ষুতে দৃষ্ট বস্তুর যে প্রতিবিম্ব পড়ে, মস্তিষ্কে তাহার প্রতিবিম্বজাত কার্য্য, বিশেষ সুখের হেতু হইয়া থাকে। সকল ইন্দ্রিয়ের পক্ষেই এইরূপ হয়। স্নায়ুগুলির পুষ্টতার ইতরবিশেষ হইবার কারণ—অধিক পরিমাণেই পৈতৃক, এবং কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষার ইতরবিশেষ।* যাঁহার পিতার শ্রাবণ স্নায়ু ভাল নয়, তাঁহার নিজেরও ঐ স্নায়ু ভাল না হইবার সম্ভাবনা—কিন্তু তিনি যদি ঐ স্নায়ুর বিশেষ পর্য্যালোচনা করেন অর্থাৎ সঙ্গীত বিদ্যাদি শিক্ষা করেন, তবে পৈতৃক দোষ কতক শুধরাইয়া যায়, এবং হয় ত তাঁহার পুত্র অপেক্ষাকৃত সবল শ্রাবণ স্নায়ু পাইয়া জন্মগ্রহণ করে। ফলতঃ এ বিষয়ে "প্রারব্ধ" এবং "পুরুষকারের" এই

মর্য্যাদা নিরূপিত হইয়া আছে, এবং শিক্ষার ফল চিরস্থায়ী হইতে পারে, ইহা প্রতিপন্ন হওয়াতে উৎকর্ষ লাভের পথও উন্মুক্ত রহিয়াছে।

ও কথা এই পর্য্যন্ত থাকুক। সকল লোকের সকল ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়-স্নায়ু সমান সবল হয় না, এবং এক ব্যক্তিরও সকল ইন্দ্রিয় এবং তন্মূলক স্নায়ু সমান হয় না। এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয়ে অভিরুচি, এবং এক ব্যক্তিরও কোন এক বিষয়ে যেমন অভিরুচি অন্য বিষয়ে তেমন নয়। কিন্তু এই কারণে যে শুদ্ধ অভিরুচিরই ভেদ হয়, তাহা নহে। মস্তিষ্কশক্তিরও যথেষ্ট তারতম্য হইয়া থাকে। মস্তিষ্কশক্তির নামই স্মৃতি। এই জন্যই দেখা যায় যে, কেহ কোন বিষয় অধিক বা অল্প স্মরণ রাখিতে পারে।

চক্ষু, এবং ত্বক্ উভয় ইন্দ্রিয়ের সম্মিলিত কার্য্য দ্বারা দ্রব্যের আকৃতি জ্ঞান হয়। পরে শুদ্ধ চক্ষুদ্বারাও উহা হইয়া থাকে। চক্ষুস্নায়ুর মূলে যে মস্তিষ্ক ভাগ আছে, তাহার দ্বারাই আকৃতির সংস্মৃতি হইয়া থাকে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। চক্ষুঃ চক্ষুঃস্নায়ু, অথবা সেই স্নায়ুর মূলস্থিত মস্তিষ্কভাগ ইহাদিগের কোন একটীতে বা দুইটীতে কিম্বা সকলগুলিতে দৌর্ব্বল্যের কোন হেতু থাকিলে দ্রব্যের আকৃতি গ্রহণ সহজে হয় না, এবং আকৃতি গ্রহণ হইয়াও তাহার ধারণা তেমন দৃঢ় হইতে পারে না।

আমার শরীরে কোথাও ঐরূপ কোন দোষ আছে বোধ হয়। দ্রব্যের আকৃতির ধারণায় আমার বিলম্ব হয় কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু আকৃতির স্মরণশক্তি আমার বড়ই অল্প। ছেলে বেলায় যদি কোন নূতন পথ দিয়া আমাকে কেহ লইয়া যাইত, আমি পথ চিনিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিতাম না। বহুবার একটী দ্রব্য দেখিয়াও তাহার আকার প্রকার ভুলিয়া যাইতাম, কিন্তু তাহার নাম এবং তৎসম্বন্ধীয় কোন কথা শুনিলে সেই সকল কথা বেশ মনে থাকিত। বেশ মনে পড়িতেছে, পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের সময় বাবা আমাকে লইয়া সময়ে সময়ে একটী বাগানে যাইতেন, এবং তি

ভিন্ন গাছ ও তাহাদের পাতা, ফুল, ফল দেখাইয়া গাছের নাম বলিয়া দিতেন। যে নামটী একবার শুনিতাম, তাহা মনে থাকিত ; কিন্তু যদি দুই প্রকার বৃক্ষের বা পত্রের বা পুষ্পের কতকটা সাদৃশ্য থাকিত, তাহা হইলেই আর ঠিকঠাক নাম বলিতে পারিতাম না, প্রায়ই গোলমাল করিয়া ফেলিতাম।

বয়স বৃদ্ধির সহিত ঐ দোষ কতকটা কমিয়া গিয়াছে, এখন আর তেমন স্থূল বিষয়ে ভুল হয় না। কিন্তু তবুও অনেক সময়ে ভুল হয় এবং তজ্জন্য বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইতে হয়। * * "তুমি মকরের সঙ্গে একটী কথাও কহিলে না কেন ? তুমি কথা কহিলে না বলিয়া ও রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।" * * "ঐ যে বসিয়াছিল, ঐ কি মকর ?" * * "তা নয় ত আর কে ? এই সে দিন ওর সঙ্গে অত কথা কহিলে, আজ একবারে চিনিতে পারিলে না—ওর কিন্তু বড়ই দুঃখ হবে।" * * * * "ছেলেকে ছবি আঁকিতে শিখাইবার ইচ্ছা হইল কেন ?" —কোন আত্মীয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলাম * * * "নিজের আকৃতি গ্রহণ এবং ধারণাশক্তি কম ; ছেলের সেই দোষটা না হয়, এই জন্য উহাকে দুই তিন বৎসর ছবি আঁকিতে শিখাইব।" "তোমার আকৃতি গ্রহণ এবং ধারণাশক্তি কম ! এত কখনই মনে করি নাই—তুমি নানা স্থানে বেড়াও, অনেক লোকের সহিত আলাপ পরিচয় কর—কেহ কি কখন বলিয়াছেন, তুমি তাহাকে চিনিতে পার নাই ?— আকৃতি গ্রহণ এবং স্মরণ ক্ষমতা অল্প হইলে, অবশ্যই ওরূপ কথা উঠিত।" "আমি প্রায়ই মানুষ চিনিতে পারি না—কিন্তু তাহা না পারাতে বড়ই বিষম হয় জানিয়া ঐ দোষের একটা প্রতিবিধানের উপায় করিয়া রাখিয়াছি। যেখানে যাঁহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ হয়, একখানি বহিতে তাঁহার নামাদি টুকিয়া রাখি, এবং সেই স্থানে পুনর্ব্বার যাইতে হইলে ঐ বহি খানি দেখিয়া নামাদির পুনরালোচনা করিয়া লই। এই তোমার এখানে আসিবার পূর্ব্বে এখানে যাহার যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সমুদায় আকৃতি

করিয়া আসিয়াছি—তাই ঐ যে ভবানী বাবু এবং শ্রীনাথ বাবু আসিলেন, অনায়াসে তাঁহাদের নাম লইয়া কথোপকথন করিতে পারিলাম”। “তবে ত দেখিতেছি লোকে যে অমুক আমাকে চিনিতে পারিলেন না বলিয়া অভিমান করে, সেটী বড় অন্যায্য অভিমান ?” “কিছু অন্যায্য বৈ কি—আমার সম্বন্ধে ত খুবই অন্যায্য, তাহার সন্দেহ নাই—এবং আমার মত যে চোখ থাকিতেও কাণা লোক অনেক আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। এই সে দিন অমুক সাহেব আমার পুত্রের নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অমুক স্থানে সাক্ষাৎ হইলে তোমার বাপ আমাকে চিনিতে পারেন নাই”। “তাই ত, তুমি এত সাবধান হইয়াও ঐ ‘চিনিতে পারিলেন না’ অভিমানটার হাত এড়াইতে পার নাই ?” * * * “অনেকটাই পারিয়াছি।”

দ্বিচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

গৃহে মৃত্যুঘটনা।

সংসারে থাকিতে গেলেই কখন না কখন মৃত্যুঘটনা দর্শন করিতে হয়—সুহৃদ্‌বিয়োগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। এরূপ দুর্ঘটনা অনিবার্য্য—এ দুঃখ হ্রাসের একমাত্র উপায় কালাত্যয়।

আমার অদৃষ্টে ঐ দুর্ঘটনা ভোগ অনেক বারই ঘটিয়াছে। আমি অপঘাতে স্বজনের মৃত্যুঘটনা দেখিয়াছি—আমি চিকিৎসার দোষেও প্রীতিভাজনদিগকে হারাইয়াছি—আমি অচিকিৎস্য ব্যাধি পীড়ায় প্রিয়জনের

বিয়োগ দুঃখ ভোগ করিয়াছি—আমার কোন কোন সুহৃজ্জন ক্রমে ক্রমে হীনশক্তি হইয়া পঞ্চত্বে মিলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া নিরন্তর মনস্তাপে দগ্ধ হইয়াছি—আমার প্রিয়তমকে হঠাৎকারে রোগাক্রান্ত হইয়া একেবারে উবিয়া যাইতে দেখিয়াছি, এবং বজ্রাহতবৎ চেতনাশূন্য হইয়াছি। আমার নিবারণ সত্ত্বেও পরিবারবর্গের অমনোযোগিতায় শিশুদিগকে পীড়িত এবং বিনষ্ট হইতে দেখিয়া হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হইয়াছি। আমি অনেক দিন ধরিয়া বাঁচিয়া আছি—মৃত্যু অনেকরূপেই আমাকে দেখা দিয়াছে।

কিন্তু আমার ঐ সকল দুর্ঘটনার বর্ণন করিয়া কাহাকেও কষ্ট দিবার ইচ্ছা নাই। সংসারাশ্রমে থাকিয়া যে কোন স্ত্রী পুরুষ যখন কোন যমযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইবেন, তাঁহাদিগকে আমি কয়েকটী উপদেশমাত্র প্রদান করিব। (১) তাঁহারা যেন আপনাদের দুঃখের অবস্থায় নিজ পরিচিত অপরাপর স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহারা ঐ প্রকার যাতনা পাইয়াছে, তাহাদিগকে বিশেষরূপে স্মরণ করেন। (২) যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে যদি তাঁহার অপেক্ষা অধিক অথবা সমান পরিমাণে অপর কেহ পরিতপ্ত হইয়া থাকে, তবে যেন সেই ব্যক্তির সান্ত্বনা কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন, তাহাতে নিজের দুঃখ ন্যূন হইবে এবং শাস্ত্রের আদেশও প্রতিপালিত হইবে। (৩) পুত্রশোকে তাহার গর্ব্ভধারিণীর বা জনকের দুঃখ, পত্নীবিয়োগে পুত্র কন্যাদিগের দুঃখ এবং নিরাশ্রয়তা, মাতৃবিয়োগে পিতার কষ্ট, বন্ধুবিয়োগে বন্ধুর পরিবারবর্গের কাতরতা—এই সকল দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যথাসাধ্য সেই সকল দুঃখে সহানুভূতি করাই বিধেয়। তাহা করিতে গেলেই যাহার বিয়োগযন্ত্রণায় পীড়িত হইতেছ, তাহারই প্রতিনিধিত্ব পাইবে। (৪) নিজের দুঃখের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করিলে কর্ত্তব্যসাধন হইবে না। দুঃখের ভারই বাড়িবে, অস্থির এবং অধীর হইবে, অলৌকিক, অধর্ম্ম্য এবং অশাস্ত্রীয় অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিবে।

ত্রিচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

ডাক্তার দেখান।

আমার বাটীতে যখন যে ডাক্তার দেখিতেন, সকলেই অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক ঔষধাদি ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপ হইবার মূল কারণ এই যে, বাটীর সকলের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করা আমি আপনার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতাম এবং ডাক্তারকে আপনারই প্রতিনিধি বলিয়া জানিতাম। এরূপ মনে করিয়া চলাতে, বাটীর কাহার পীড়া হইলে আপনাকে স্বচক্ষে তাহার শরীরের অবস্থা দর্শন করিতে হইত, স্বহস্তে তাহার কতকটা সেবা শুশ্রূষা করিতে হইত, সুতরাং পীড়ার ভাব গতিক নিবিষ্ট মনে বুঝিবার প্রয়োজন এবং সুযোগ হইত। ডাক্তারেরাও ক্রমে ক্রমে বুঝিয়াছিলেন যে, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পীড়ার প্রকৃত লক্ষণাদি, তাঁহারা অনায়াসে জানিতে পারেন। এই জন্য আমার বাটীর চিকিৎসক ডাক্তারেরা আমার সহিত পরামর্শ করা উচিত বলিয়াই মনে করিতেন।

কোন সময়ে আমার বাটীর চিকিৎসক কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, এবং একটী বালকের অতি কঠিন জ্বর-বিকার রোগ উপস্থিত হইয়াছিল। অগত্যা এক জন ইংরাজ ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিতে হইল। তিনি আসিয়া ছেলেটীকে দেখিলেন, এবং ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। আমার অভ্যাস, ডাক্তারকে পীড়ার অবস্থা এবং ঔষধ প্রয়োগের ফল জিজ্ঞাসা করা। সেই পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ ইঁহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম—রোগটীর প্রকৃতি কি—এবং যে ঔষধের ব্যবস্থা হইল, তাহার সেবনে কি ফল হইবে। ইংরাজটী প্রথমতঃ একটু অবজ্ঞা-

হুচক হাস্য করিলেন, পরে আমার মুখাবয়বে বিশিষ্ট কষ্টের লক্ষণ দেখিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, একটু কোমল স্বরে বলিলেন, "পরে বলিব"।

ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রটী দাওয়াইখানায় পাঠাইয়া ঔষধ আনাইলাম। আনাইয়া ঔষধের এক মাত্রা স্বয়ং খাইলাম, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ঔষধের অর্দ্ধমাত্রা ছেলেটীকে খাওয়াইলাম। দিবাবসানে ডাক্তার সাহেব আসিলেন। রোগীর নাড়ি দেখিলেন, ঘড়ী বাহির করিলেন, আবার নাড়ি দেখিলেন—মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহার কয়বার শৌচ হইয়াছে। আমি বলিলাম পাঁচ বার। "পাঁচ বার!!—প্রতিবারে ভেদ অধিক হইয়াছিল কি?"। "সর্ব্বশুদ্ধ দুই সের এক ছটাক"। "দুই সের এক ছটাক!—ভেদের ওজন কেমন করিয়া এত ঠিক জানিলে?" "আমি মাপিয়াছিলাম—ঐ যে শরাব রহিয়াছে দেখিতেছেন, ঐরূপ শরাবে মল গ্রহণ করাইয়া ঐ তৌল দাঁড়িতে ওজন করিয়া দেখিয়াছি।" ডাক্তার সাহেব একটু গম্ভীরমুখ হইলেন—এবং রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"ভেদ হওয়াতে মন্দ হয় নাই, অনেকটা দোষ বাহির হইয়া গিয়াছে—এক্ষণে অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিব"। ***"ভেদ ইহা অপেক্ষা আরও অধিক হইলে কি ভাল হইত?"*** "না—ইহাতেই একটু দুর্ব্বল হইয়াছে—আর অধিক হওয়ার প্রয়োজন নাই"। * * * "তবে যে পূর্ণমাত্রায় ঔষধ না খাওয়াইয়া অর্দ্ধ মাত্রায় খাওয়াইয়াছি, তাহা ভালই হইয়াছে"? * * * "কি বলিলে?" * * * "এই ঔষধের শিশি-দেখুন—আমি চারি বার ঔষধ খাওয়াইয়াছি—কিন্তু তিন মাত্রার অধিক ফুরায় নাই। ঐ তিন মাত্রার এক মাত্রা আমি স্বয়ং খাইয়াছি, অপর দুই মাত্রা অর্দ্ধেক করিয়া দিয়া চারি বারে ছেলেকে খাওয়াইয়াছি।" * * * "তুমি আপনি খাইলে কেন?" * * * "ঔষধের বীর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য।" "বীর্য্য কি বুঝিলে?" * * * "আধ ঘন্টার

মধ্যে আমার রোগাপ হইল, প্রস্রাব বেগে নির্গত হইল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল—আমার শরীরে এত দূর করিল দেখিয়া বালককে অল্প মাত্রায় ঔষধ দিলাম।” ডাক্তার সাহেব নতশির হইয়া একটু চুপ করিয়া থাকিলেন, আমি সেই সময়ে বলিলাম, “আমার পত্নী বালকটীর নিকটেই সমস্ত দিন ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বালকটী ছয় ঘণ্টার মধ্যে আট বার কাশিয়াছে। উহার কি ফুস্ফুসে বা শ্বাস-নালীতে দোষ হইয়াছে” ?।—ডাক্তার সাহেব বলিলেন, “এ প্রকার জ্বর একেবারে না হউক, কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রায় সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কিছু না কিছু আক্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু উদ্বেগের কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই—আর আজি অবধি যে ঔষধের ব্যবস্থা করিব অগ্রেই তাহার ফল আপনাকে বলিয়া যাইব”। ডাক্তার সাহেব যে সময়ে এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, সেই সময়ে আমার বাটীর চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং ঐ কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন—“আমি তাহাই করিয়া থাকি—উনি স্বচক্ষে সকল দেখেন—স্বহস্তে রোগীকে ঔষধ খাওয়ান, এবং তাহার সেবা করেন; উহাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া উহাঁর বাটীতে চিকিৎসা করায় চিকিৎসার বিশেষ সুবিধাই হয়। বিশেষতঃ উনি ত আপনার একটা মত বাহির করিয়া বাহাদুরী করিতে যান্ না? উহাঁর মনের কথা এই —চিকিৎসক স্বয়ং সমুদায় দেখুন, আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহা শুনুন, তাহার পরে ব্যবস্থা করুন—এবং সেই ব্যবস্থার ফল কি হইবে মনে করেন আমাকে বলিয়া যাউন।—এমন লোকের সহিত পরামর্শ করাই বিধেয়।” ডাক্তার সাহেব বলিলেন “আমি এ পর্য্যন্ত কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী কাহার ঘরে কোথাও রোগীর সেবায় এত যত্ন ও মনোযোগ দেখি নাই—তুমি যেরূপ বলিলে এখানে সেইরূপেই কাজ করা উচিত।” ডাক্তার সাহেব খুব সজোরে সেক্‌হাণ্ড করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং যত দিন বাঁচিয়াছিলেন আমার প্রতি বিশিষ্ট অনুকূল দৃষ্টিই করিতেন।

চতুশ্চত্বারিংশ প্রবন্ধ।

রোগীর সেবা।

যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল না হয়, সে বাটী ভাল নয়। সে বাটীতে স্নেহ, মমতা, কম—স্বার্থপরতা, বেশী—আত্মত্যাগশক্তি, ন্যূন—বিলাসিতা অধিক। সে বাটীর স্ত্রী পুরুষেরা সহজেই ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কখন কোন উন্নত জীবনের অধিকারী হইতে পারে না।

যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল হয়, সে বাটীর অনেকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে, তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি।

(১) সে বাটীতে গৃহোপকরণের মধ্যে এমন কতক দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী এবং প্রয়োজনীয়।— যথা, জল গরমের কেটল, ফ্লানেল্ এবং মলমল কাপড়ের টুকরা, খল বাটি, হামানদিস্তা, মেজর-গ্লাস, উষ্ণ জলে না ফাটিয়া যায় এমন বোতল, ভাল নিক্তি; সোর্ণা, বেডপ্যান্, ক্লিনিকাল-থর্ম্মোমেটর এবং ঔষধের একটী বাক্স বা আলমারি।

(২) সে বাটীতে কি পুরুষ কি স্ত্রী, কাহার কোন পীড়া হইলে তাহা যতই সামান্ত হউক, বাটীর কর্ত্তা তাহার তৎক্ষণাৎ সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন।

(৩) সে বাটীতে যদি কোন কঠিন পীড়া উপস্থিত হয়, তবে বাটীর ছেলেরা পর্য্যন্ত তাহার জন্ত বিশিষ্টরূপে আদিষ্ট হয়।

(৪) অধিক পীড়ায়, সমস্ত বাটী উপশান্তভাব ধারণ করে—কেহই কাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয় না—কেহই উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে না— বাটীর কর্ত্তাবিয়োরাও সাহেবী চাইলে মস্‌মস্ করিয়া চলেন না—ছেলেরাও আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া চলে।

(৫) রোগীর নিকটে থাকিবার জন্ত, পাহারা বদলের ন্যায়, দিবারাত্রির মধ্যে পারিবারিক স্ত্রী এবং পুরুষদিগের নিয়োগ হইয়া যায়। যাহার সেবায় নিযুক্ত হয়, অপরে তাহাদিগের তাৎকালিক করণীয় গৃহকার্য্য সমস্ত আপনাদের মধ্যে বিভাজিত করিয়া লয় এবং সমস্ত গৃহকার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিতে থাকে—বাসনের ঠন ঠনানি, গৃহোপকরণের হড়হড়ানি, কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না।

(৬) রোগীর পথ্য এবং ঔষধ যথাসময়ে প্রদত্ত হইতে থাকে, তাড়াতাড়িও নাই বিলম্বও নাই—বিন্দুমাত্রে কোন বিপর্য্যয় নাই। বাটীর অনেকেই রোগীকে পথ্যাদি প্রদান কার্য্যে সক্ষম হয়।

(৭) রোগের লক্ষণ দেখা এবং চিকিৎসককে তাহা অবগত করাও পরিবারের মধ্যে অনেকের সাধ্য হইয়া থাকে।

(৮) রোগের চিকিৎসায় ব্যয়কুণ্ঠতার নামগন্ধও থাকে না।

রোগীর সেবায় পরিবারবর্গের যে কতদূর করা উচিত, আমি তাহার কোন বিশেষরূপ ইয়ত্তা করিতে পারি নাই। এই বিষয়ে আমাদিগের সম্মিলিত পরিবারের গুণবত্তা আমার চক্ষে অপরিসীম বলিয়াই বোধ হইয়াছে। ঐ সময়ে মিলিত পরিবারবর্গের টাকা এক এবং মন এক হইয়া যায়। আমি স্বচক্ষে পীড়িতাবস্থ ইংরাজের সেবা এবং চিকিৎসা দেখিয়াছি। পীড়িত ব্যক্তির পত্নী যদি একটু রাত্রি জাগরণ করিলেন, যদি ঠিক সময়ে স্বয়ং হাজিরা না খাইলেন, তবেই তাঁহার টি টি প্রশংসা হইল। পীড়িতের ভ্রাতা যদি তাঁহার বাটীতে আসিলেন এবং ভ্রাতা কেমন আছেন, পরিচারককে দিনের মধ্যে দুই চারি বার জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ডাক্তারের সঙ্গে পীড়াসম্বন্ধীয় দুই একটা কথা কহিলেন, তাহা হইলেই তিনি ভ্রাতৃকর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিলেন। প্রতিবেশী ইংরাজ যদি বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া নিজ নামাঙ্কিত কার্ড রাখিয়া গেলেন, তাহা হইলেই সামাজিক নিয়ম রক্ষার দায় হইতে খোলসা হইলেন। এই বিদেশে ত ইংরাজদিগের পীড়ার সময় বেতনভোগী খানসামা প্রভৃতি দ্বারা যতদূর সেবা হইবার তাহাই হইয়া

থাকে। উহাদিগের স্বদেশেও পরিবারবর্গের মধ্যে কাহাকেও বড় একটা কিছু করিতে হয় না। বেতনগ্রাহিণী ধাত্রী অথবা দয়াবতী উদাসিনীগণ মুখ্যতঃ উহাদিগের রোগের সেবা করিয়া থাকে।

এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি। আস্তবলে যদি একটা ঘোড়া পীড়িত হইয়া পড়ে, তবে আস্তবলের সকল ঘোড়া পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে—গোশালায় একটা গোরু রুগ্ন হইয়া পড়িলে আর যে গোরু তাহাকে দেখিতে পায় সেই উব লেজ করিয়া দৌড়াইতে চায়—কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, ময়না, টিয়া, চটক প্রভৃতি সকল পশু পক্ষীরই এই ব্যবহার। প্রায় কেহই স্বজাতীয় পীড়িতের সমীপে গমন করিয়া তাহার গা ঝাড়িয়া বা চাটিয়া দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করে না। অতএব পীড়িতের সুশ্রূষা পাশবধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য। যে মনুষ্য জাতির মধ্যে পাশবভাব অল্প, সেই জাতীয়ব্যক্তি পীড়িতের সেবায় তত অধিক যত্নশীল হইয়া থাকে। অতএব রোগ সেবা সম্বন্ধে ইংরাজের রীতি আমাদিগের অনুকরণীয় নহে।

যদি রোগীর সেবার কোন সীমা থাকে, তবে সে সীমা বাহির হইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার নয়। সে সীমা সেবার উদ্দেশ্য কি, ইহাই বিচার করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সেবার উদ্দেশ্য পীড়িতকে রোগমুক্ত করা। রোগীর মনে ভয় সঞ্চার হইলে রোগ-মুক্তির চেষ্টা বিফল হইতে পারে। এই জন্য এমন ভাবে সেবা করা আবশ্যক, যাহাতে রোগী মনে না করিতে পারে যে, তাহার জন্য পরিবার অতি ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি স্ত্রী, কি পুত্র, কি ভ্রাতা, রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইয়া আছ—তোমার আহার করিবার সময় হইল, আর যে ব্যক্তি তোমার স্থান গ্রহণ করিবে, সে রোগীর ঘরে আসিল—তোমাকে খাইতে যাইবার অবসর দিল—তুমি যাইতে চাহ না। ইহাতে রোগী কি ভাবিবে? তুমি তাহার পীড়ার অতিশয়ে ভীত হইয়াছ ইহাই বুঝিবে না কি? এবং তাহা বুঝিলে স্বয়ং ভীত হইবে না কি? অতএব ওরূপ করিও না। ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আহার করিতে

যাও। আর তুমি মা, শিশু পীড়িত হইয়া তোমার ক্রোড়ে শয়িত—তুমি রাত্রি দিন তাহার মলিন মুখ মণ্ডলের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছ। খাইতে যাও না, শুইতে যাও না, একেবারে শরীর পাত করিতেছ। যদি শিশু তোমার দুধ খায়—তবে তোমার শোক বিহ্বল হৃদয়-শোণিত দূষিত হইতেছে—তোমার দুগ্ধ, যাহা উহার সর্ব্বাপেক্ষা সুপথ্য, তাহা বিষবৎ হইয়া উঠিতেছে, তুমি অধীরা হইয়া শিশুর ত কোন উপকারই করিতে পারিতেছ না, উহাকে দূষিত স্তন্যরূপ বিষপান করাইয়া তাহার সাক্ষাৎ বধভাগিনী হইতেছ। মনে কর, উটি যেন কচি নয়—তোমার ক্রন্দনের, হা হতাশের, উপবাসের এবং অনিদ্রার, প্রকৃত হেতুই বুঝিতে সমর্থ। তাহা হইলে ত ও বড়ই ভীত হইত। কিন্তু যাহাতে রোগী ভীত হইতে পারে এমন কাজ করিতে নাই। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আপনার শরীরকে সুস্থ রাখ, শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ্যটি নষ্ট করিও না। এই জন্যই প্রাচীনা গৃহিণীরা বলিতেন, পীড়িত ছেলেকে কোলে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে নাই।

তবে কি রোগীর নিকট হাস্য কৌতুক বিদ্রূপাদি করিয়া দেখাইব যে, আমি তাহার পীড়ায় কিছুই ভীত হই নাই? বরং এ পক্ষ অবলম্বন করা ভাল, তথাপি অধীর এবং ভয়বিহ্বল হওয়া ভাল নয়। কিন্তু এরূপ কৃত্রিম ব্যবহারেও অনেক দোষ আছে। যাহা কৃত্রিম এবং মিথ্যা তাহার সমগ্র ফল কখনই উত্তম হইতে পারে না। রোগী ঐ কৃত্রিমতার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরক্ত হইবে—অথবা যদি প্রবেশ করিতে না পারে, তোমাকে নির্দ্দয় এবং হৃদয়-শূন্য মনে করিবে—অথবা স্বয়ং হাস্য পরিহাসে যোগ দিতে গিয়া নিজের নাড়ী চঞ্চল এবং স্নায়ুমণ্ডল বিলোড়িত করিয়া তুলিবে। অতএব ওরূপ কৃত্রিমতাও দূষ্য।

রোগীর সেবক সর্ব্বদা রোগীর প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিবেন—তাহার কি কষ্ট হইতেছে তাহা বিনা কথনে এবং বিনা ইঙ্গিতেও বুঝিবেন এবং সেই কষ্ট নিবারণের বা উপশমের যে উপায় আছে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ

করিবেন। কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখাইবেন না—স্বয়ং ধীর, শান্তমূর্ত্তি হইয়া পীড়িতরূপ দেবতার পূজা করিতে থাকিবেন।

পীড়িতের সেবকে আর দেবতার সাধকে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সাধককে স্থিরাসন হইয়া থাকিতে হয়। চুলবুলে লোকেরা, যাহারা সর্ব্বদাই এ পাশ ও পাশ হইয়া বসিতে থাকে, একভাবে স্থির থাকিতে পারে না, তাহারা ভাল সেবক হয় না। সাধককে নিশ্চল দৃষ্টি হইতে হয়। তাহার হৃদয়ে ধ্যান গম্য ইষ্টমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে। সেবককেও পীড়িতের পূর্ব্বমূর্ত্তি এবং পূর্ব্বভাব দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখিতে হয়। তাহা হইলেই ব্যাধিজনিত লক্ষণবিপর্য্যয়, তাঁহার লক্ষ্য মধ্যে আইসে। সাধকের পক্ষে তন্মনস্ক হওয়া অত্যাবশ্যক। সেবককেও পীড়িতের প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিতে হয়। তাহা না থাকিলে তিনি উহার কোন্ সময়ে কি প্রয়োজন হইতেছে; তাহা বুঝিতে পারেন না—রোগীকে কথা কহিয়া অথবা ইঙ্গিত করিয়া আত্ম প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে হয় এবং রুগ্ন ব্যক্তিরা তাহা করিতে পারেও না এবং চাহেও না; যদি করিতে হয়, বড়ই বিরক্ত এবং দুঃখিত হয়। যে সেবক বা সেবিকাতে সাধকের এই সকল গুণ বিদ্যমান, তিনি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেই রোগীর প্রফুল্লতা জন্মে। তিনি আসিয়াই যেন জানিতে পারেন—একটু জল চাই—কি দুই চারিটা দাড়িম্বের দানা চাই —গায়ের চাদরটা একটু পায়ের দিকে টানিয়া দিতে হইবে—বালিসটা একটু উচ্চ করিয়া দিতে হইবে, ফুলগুলি সরাইয়া একটু দূরে বা নিকটে রাখিতে হইবে—শীতল হস্তটা কপালে দিতে হইবে—ঠিক একটুকু চাপিয়া বা আলগা করিয়া দিতে হইবে,—ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি আস্তে আস্তে নিজে ঐ কাজগুলি করিতে থাকেন, পীড়িতের বদনমণ্ডলে মৃদু হাস্যের আভা দেখা দেয়—সেবক কৃতার্থ হয়েন।

পরিজনগণ উল্লিখিতভাবে রোগীর সেবা করিবে। গৃহস্বামী সকলকে সতর্ক করিয়া দিবেন, যেন পীড়িতের বিছানা, বালিস, বস্ত্রাদি বাটীর অপর কাহার বস্ত্রাদির সহিত না মিশে—তাহার মল, মূত্র, শ্লেষ্মাদি বাটী হইতে অধিক

দূরে নিক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কৃত হয়—তাহার ব্যবহৃত পাত্রাদি বাটীর সাধারণ পাত্রাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকে—এবং সেবকেরা যতদূর পারেন, যে কাপড়ে রোগীর ঘরে থাকেন, সে কাপড় না ছাড়িয়া বাটীর অপর লোকের বিশেষতঃ বালক বালিকাদিগের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে না আইসেন। গৃহস্বামী পীড়ার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া এই সকল আদেশ দিবেন এবং সমস্ত পরিজন সেই আদেশ পালন করিবে। গৃহস্বামীর আদেশ যে পরিজনেরা পালন করিবে, সে কথা দৃঢ়রূপে বলিবার প্রয়োজন এই যে, স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ পীড়িত ছেলের মায়েরা, এই বিষয়ে একটু ভ্রমান্ধ। তাঁহারা ছেলের গু, মূতে ঘৃণা করা অকল্যাণকর মনে করিয়া ঐ সকল আদেশ পালনে শিথিলযত্ন হইয়া থাকেন। বাস্তবিক পীড়িতের মল মূত্রে ঘৃণা করা অকল্যাণকর বটে, এবং তাহা করিতেও নাই। কিন্তু এ স্থলে ঘৃণা প্রদর্শন হইতেছে না, কেবল মাত্র সংস্রব-দোষ নিবারণের উপায় বিধান হইতেছে। ছেলের মায়েরা যেন কথনই না ভুলেন যে, এক মাতৃগর্ভসম্ভূত সন্তানদিগের পীড়া আপনাদিগের মধ্যে বড়ই সহজে সংক্রামিত হয়, আর ডাগরদিগের পীড়া ছোটদিগকে যত ধরে, ছোটর পীড়া ডাগরকে তত ধরে না। যুবা এবং প্রৌঢ়দিগের পীড়াও সংক্রামক-ধর্ম্মী হইয়া থাকে। বৃদ্ধের পীড়াই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সংক্রামক।

———

পঞ্চচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

ভোজনাদি।

পারিবারিক যাবতীয় কার্য্যের মধ্যে ভোজন একটা প্রধান কার্য্য। ভোজনের ব্যবস্থা অনেকটা বিচার করিয়া করিতে হয়। এই কার্য্যেও দিব্য ভাব আনিতে হয়। বস্তুতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ইহাও নিত্য যজ্ঞ, এবং গৃহাশ্রমী যাবতীয় ব্যক্তি এই যজ্ঞের পূর্ণাধিকারী।

এই নিত্যযজ্ঞের দেবতাগণ শরীরী, সাক্ষাৎ পরিদৃশ্যমান, সন্তোষাসন্তোষ প্রকাশে সক্ষম এবং বাধ্য। অশরীরি দেবতারা, নিবেদিত হোম নৈবেদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া তাহা গ্রহণযোগ্য মনে করিলেন কি না, বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু ভোজনরূপ নিত্যযজ্ঞ যাঁহাদের প্রীত্যর্থে উৎসৃষ্ট হয়, তাঁহারা উহার দোষ গুণ বলিয়া দিতে পারেন।

গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য তিনি গৃহপ্রস্তুত যে খাদ্য সামগ্রী ভোজন করিবেন, যেন অবশ্য অবশ্য তাহার দোষ গুণ বলিয়া দেন। তিনি যদি না বলেন, তবে কখনই তাঁহার বাটীর রান্না ভাল হইবে না। এ বিষয়ে আমার অতি আত্মীয় কোন এক ব্যক্তির সহিত এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, আপনার বাটীর রান্না উৎকৃষ্ট হয়, কিন্তু তথাপি দেখিতে পাই— যদি কখন একটা ব্যঞ্জন কিঞ্চিন্মাত্র স্বাদহীন হয়, আপনি তৎক্ষণাৎ সেই ব্যঞ্জনটার যে দোষ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন। আমি ওরূপ করিতে পারি না। বৌ, ঝি, গৃহিণী প্রভৃতি যাহারা রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তাহারা কতটা পরিশ্রম করে, স্মরণ করুন; উহারা যতদূর সাধ্য তাহা ত করে—উহাদের কার্য্যে প্রশংসা না করা কি একটু নৈষ্ঠুর্য্য নয়? আমায় ত যা দেয়, আমি তাহাই ভাল বলিয়া খাই। আমি বলিলাম—আমার

প্রণালীতে একটু নৈষ্ঠুর্য্য আছে বই কি ?—কিন্তু শিক্ষা প্রদান কাজটা যে বিষয়েই প্রযুক্ত হউক, তাহাতে একটু কঠোরতা থাকেই থাকে। যদি বাটীর রান্না ভাল করিতে চাও, তবে ঐ কঠোরতা প্রয়োগে অত ভীত হইও না। যে কাজ করিব. তাহা ভাল করিয়া করিব, এ সংস্কারটী নিজের থাকা ভাল, আর পরিবারের মধ্যেও উহা বদ্ধমূল করা আবশ্যক। উহা একটী ধর্ম্ম-বীজ।

আমার দৃঢ় সংস্কার এই যে, যে বাটীর রান্না ভাল নয়, সে বাটীও ভাল নয় ; অর্থাৎ সে বাটীর স্ত্রী পুরুষদিগের যজ্ঞ করা অভ্যস্ত হয় নাই—তাহারা কিছু অলস-প্রকৃতিক, কিছু অযত্নপর, কিছু সুখ্যাতি-বিমুখ এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুখ দুঃখ বোধে কিছু অনুভূতি-শূন্য হইয়া থাকে। যে বাটীর রান্না ভাল, অর্থাৎ যে বাটীতে নিত্যযজ্ঞের ব্যাপার পরিপাটীরূপে অভ্যস্ত, সে বাটীর নৈমিত্তিক যজ্ঞও, অর্থাৎ অতিথিসৎকার, ব্রাহ্মণসজ্জনের ভোজনাদি, অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হয়।

রান্না ভাল করিবার উপায় গৃহস্বামীর শিক্ষাদানে প্রবণতা। তাহাতেই অনেকটা হয়, কিন্তু যদি রন্ধন বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার কিছু ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হয়। পুরুষের নিকট রন্ধন বিষয়ে শিক্ষা পাইতে হইলে স্ত্রীলোকেরা বড়ই লজ্জিতা হয়, তাহারা সত্বরেই সযত্ন হইয়া আপনারা উত্তমরূপে রন্ধন করিতে শিখে। যে বাটীর কর্ত্তা বাটীর রন্ধন-কার্য্যের প্রতি মনোযোগী, কিরূপে নূতন নূতন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতে হয়, বলিয়া দিতে পারেন, সে বাটীর স্ত্রীলোকেরা রন্ধনকার্য্যটীকে গৌরবসূচক মনে করেন, এবং তাহার উৎকর্ষ এবং পারিপাট্য সাধন করিতে পারেন।

বাটীর রন্ধন ভাল হইবার আর একটী অন্তরায় আছে। সেটীও বাটীর কর্ত্তাকে যত্ন করিয়া নিবারণ করিতে হয়। রন্ধনের দ্রব্য সামগ্রী ভাল হওয়া চাই। বজীর দ্রব্য অতি যত্নপূর্ব্বক আহরণ করা বিধেয়। আজি কালি কিন্তু এতই ভেজাল দেওয়া অভ্যাস হইয়া পড়িতেছে যে, বিনা ক্লেশে ভাল জিনিস আয়ত্ত হইয়া উঠে না। তৈল, ঘৃত, দুগ্ধাদি প্রায়ই ভাল

পাওয়া যায় না। আনাজ তরকারিও যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া না কিনিলে ভাল মিলে না। অতএব দ্রব্যাহরণ সম্বন্ধে কর্ত্তার দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

দেশাচার এই যে, রন্ধন কার্য্য শুচি হইয়া করিতে হয়। যজ্ঞীয় দ্রব্য শুচি হইয়া প্রস্তুত করা শাস্ত্রের আদেশ। স্নান করিয়া অথবা হাত পা মুখ ধুইয়া এবং কাপড় ছাড়িয়া রন্ধনশালায় যাইতে হয়। ইহাতে রন্ধন কার্য্যের প্রতি বিশেষ একটী শ্রদ্ধা জন্মে, এবং রন্ধনও ভাল হয়। আর্য্যেতর জাতি-দিগের রন্ধনকার্য্যে আর যত গুণ থাকুক, উহার শুচিতা রক্ষার নিমিত্ত কোন যত্নই থাকে না। অতি বড় ইংরাজেরও বাবুর্চিখানায় প্রবেশ করিবামাত্র ঘৃণা জন্মে। পাচকদিগের হস্ত, পদ, মুখ, বস্ত্রাদি অতিশয় ক্লিন্ন, ঘরের দুর্গন্ধ অসহ্য, ভোজন পাত্রাদি পরিষ্কার করিবার প্রণালী অতি জঘন্য। খাদ্য সামগ্রী সকল রন্ধনশালায় প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিলে পর, তবে পরিবেষ্টৃ-গণ ফিটফাট হয় এবং দ্রব্যাদি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আমা-দিগের শাস্ত্রে অন্নকে প্রজাপতি এবং ব্রহ্ম বলিয়াছেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল সময়েই উহার সম্যক্ পবিত্রতা রক্ষা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

ইংরাজদিগের ভোজন-প্রণালী হইতে আমাদিগের শিক্ষণীয় অধিক কিছুই নাই। উঁহারা নিত্য মাংসভোজী। ইংরাজেরা যত মাংস খান, অপর কোন ইউরোপীর জাতীয়েরাও অত মাংস খায় না। এদেশে অত মাংস খাওয়া সহ্য হয় না। ইংরাজেরা তীব্র সুরা পানে অনুরক্ত। কিন্তু ২৫-বৎসর পূর্ব্বে উঁহারা যত তীব্র সুরা সেবন করিতেন, এখন আর তত করেন না। আমা-দিগের দেশে সুরা সেবনে আয়ুঃশেষ হয়। ইংরাজেরা পচা মাংস এবং পচা মাছ খাইয়া থাকেন—মাংস এবং মৎস্য কিছু না পচাইয়া উঁহারা প্রায়ই খান না। আমাদের শাস্ত্রে টাটকা বই পচা খাইতে একবারে নিষিদ্ধ। ইংরাজেরা চিনের বাসন এবং কাঁচের গ্লাস বাটি ব্যবহার করেন ঐ গুলি বেশ ঝকঝকে জিনিস। ভাবিয়া দেখিলে ও গুলি কৃত্রিম প্রস্তর আমার বোধ হয় যে, দেশাচার ঐ সকল পাত্রের ব্যবহার ক্রমশঃ প্রচলিত হইতে দিবে। তবে ওগুলি দেশীয় কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইলে

ভাল হয়। ইংরাজেরা টেবিল পাতিয়া চেয়ারে বসিয়া খান। উঁহাদের খাদ্য সামগ্রী অধিকাংশই শুষ্ক। কিন্তু যখন কোন ঝোল কিম্বা তরকারি খান, তখন পাছে কাপড় নোওরা হয় এই ভয়ে শরীরের সম্মুখভাগটা একটি তোয়ালে রুমাল দিয়া ঢাকেন—তখন চেয়ারে বসার শোভাটা আর তত চিত্ত আকর্ষণ করে না। আমাদের খাবার জিনিস অধিকাংশই সরস এবং সজল, এবং এদেশে তাহাই হওয়া চাই। সুতরাং আমাদের পক্ষে টেবিলে বসার বিশেষ সুবিধা নাই। ইংরাজেরা চামচ ব্যবহার করেন—হাতে করিয়া খান না। ঐ ব্যবহারটীও মন্দ বলিয়া আমার বোধ হয় না। প্রত্যুত, ঐ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়াই ভাল বলিয়া বোধ হয়। তবে আমাদিগের ভোজনে কাঁটা ছুরি নিষ্প্রোজন। ইংরাজেরা স্ত্রী পুরুষে একত্র ভোজন করেন। আমার বিবেচনায় ঐ প্রথা ভাল নয়। উহাতে স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত হয়। তবে যজ্ঞীয় দ্রব্য ভক্তি এবং প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদন করা শাস্ত্রীয়। অতএব ভোজনকালে বাটীর স্ত্রীলোকেরা নিকটে বসিয়া খাওয়াইবেন, এবং বাটীর স্ত্রীলোকেরাই পরিবেশন করিবেন। পরিবেশন হাতে করিয়া করিতে নাই। যজ্ঞীয় হোমাদি যেমন স্রুবের দ্বারা প্রদান করিবার বিধি, পরিবেশনও সেইরূপ চামচ, হাতা, বাটী প্রভৃতির দ্বারা করিতে হয়। শিশুগণ নিকটে বসিয়া খাইবে। নিত্য ভোজনের এইরূপ ব্যবস্থা হইলে খাওয়া তাড়াতাড়ি হয় না, খাওয়ার মধ্যে অনেক কথা বার্ত্তা, গল্প গুজব হয়, হাসি তামাসাও আইসে, রাক্ষস ভাব থাকেনা, মুখের বিকৃতি এবং শব্দ হয় না, ভোজনপাত্র নোওরা হয় না, অঙ্গুলির দুই পর্ব্বের অধিক খাদ্য সামগ্রীতে সংলগ্ন হয় না, এবং কতকটা পথ্যাপথ্যের বিচার করিয়াও চলিতে হয়।

পথ্যাপথ্য বিচার ইংরাজি গ্রন্থ সকল হইতে কতকটা হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত হয় না। উঁহাদের বিচার-প্রণালী রসায়নিক শাস্ত্র সম্মত, প্রকৃত প্রস্তাবে শারীর-শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্ভূত নয়। উঁহাদিগের মধ্যে একজন পণ্ডিত দেখিলেন গোধূমে এত অমুক পদার্থ, এত তমুক পদার্থ, এত অমুক

পদার্থ আছে; আর একজন দেখিলেন, তণ্ডুলে ঐ ঐ পদার্থের এত এত অংশ আছে, আর একজন দুগ্ধের, আর একজন মাংসের, ঐরূপ মূল সকল বাহির করিলেন। কিন্তু ঐ প্রণালীতে বাস্তবিক পথ্যাপথ্য নিরূপণ হয় না। প্রথমতঃ ঐ প্রণালীর পরীক্ষা-বিধান বড়ই দুরূহ। অতি বিখ্যাত পণ্ডিত-দিগেরও দুই জনের মত ঠিক এক হয় না। দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যের পাক-যন্ত্রস্থ হইয়া খাদ্য সামগ্রীর যেরূপ বিশ্লেষণ হয়, এবং তাহা হইতে শরীর পোষণো-পযোগী যে সকল গুণ জন্মে, সামান্য রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা উহাদিগের সে সকল গুণ জানিতে পারা যায় না। তৃতীয়তঃ এতদ্দেশজাত এবং প্রচ-লিত খাদ্য সামগ্রী সকল ইউরোপজাত খাদ্য সামগ্রী হইতে কতকটা ভিন্ন। এই জন্যও ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা-বিধান হইতে আমাদিগের সকল খাদ্য সামগ্রীর গুণাগুণ জনিবার যো নাই। ফল কথা, যেমন ঔষধের গুণাগুণ ঔষধ খাইয়াই প্রকৃতরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ খাদ্য সাম-গ্রীর গুণাগুণও, যাঁহারা তাহা খাইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থতঃ জানিতে পারেন। আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র হইতেই পথ্যাপথ্য বিচার পূর্ব্বক যে সময়ে যাহা যাহা খাইতে বিধি আছে, তাহা খাইবে, যাহার বিধিও নাই নিষেধও নাই, তাহাও খাইবে, আর যাহা খাইতে নিষিদ্ধ, তাহা খাইবে না *।

---

* ১। গ্রীষ্ম পথ্যাপথ্য।

পুরাতন চাউল, পুরাতন গোধূম, পুরাতন যব, কৃষ্ণমুগের দাইল।

জাঙ্গল পশু পক্ষীর মাংস।

যবের সক্তু (ছাতু) শীতল জলে খুব তরল করিয়া গোলা।

দুগ্ধ, গব্য বা মাহীষ (চিনি মিশ্রিত)।

কলা, কিস্‌মিস্‌, কাঁটাল, আম্র।

লঘুপাক, স্বাদু, স্নেহ (ঘৃত তৈলাদি) প্রস্তুত দ্রব্য।

নির্ম্মল লঘু শীতল জল।

পথ্যসেবী হওয়া একটী ব্রত। যাঁহাদিগের এই ব্রত বাল্যাবধি অভ্যস্ত হইয়াছে, তাঁহারা রোগযন্ত্রণা হইতে অনেকটা মুক্ত থাকেন, দীর্ঘায়ুঃ হয়েন, এবং চিরকাল কর্ম্মক্ষম শরীর ধারণের সুখভোগ করিতে পারেন। যাঁহারা মনে করেন যে, পথ্যসেবীদিগের ভোজনসুখ অল্প, তাঁহারা ভ্রান্ত। পথ্যসেবীদিগকে যে নিতান্ত পুতু পুতু করিয়া খাইতে হয়, অথবা বিস্বাদ সামগ্রী খাইতে হয়, তাহা নহে। প্রকৃত পথ্যের একটী বিশেষ গুণ আছে। উহা

দিবানিদ্রা।

পাখার বাতাস।

২। বর্ষা পথ্যাপথ্য।

পুরাতন চাউল, গোধূম, যব, সোণামুগের দাইল।

শুষ্ক দেশবাসী পশু পক্ষ্যাদির মাংস।

মাংস-রস।

লঘু আহার।

দিব্যাম্বুঃ (আকাশের জল)। সিদ্ধ জল।

উচ্চ স্থানে শয়ন।

ঠাণ্ডা বাতাস, দিবা-নিদ্রা, নদীজল, এবং অধিক জলীয় দ্রব্য নিষিদ্ধ।

৩। শরৎ পথ্যাপথ্য।

চাউল, গোধূম, সোণামুগ, ছোলা'র দাইল।

মরুদেশীয় পশু পক্ষীর মাংস। মাংস-রস।

ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, ইক্ষু, আমলকী, পটোল।

অংশূদক, অর্থাৎ যে জলে সূর্য্য এবং চন্দ্রকিরণ বিশেষরূপেই লাগিয়াছে।

পিত্ত-প্রকোপ জনক দ্রব্য এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ।

স্বল্প মাত্র অভ্যাসে অতিশয় সুস্বাদু হইয়া উঠে। উহার গ্রহণে ভোজনসুখ এবং আনন্দ অধিক হয়। উহা পুষ্টও করে এবং হৃষ্টও করে। আর একটী কথা আছে। সকল লোকের পক্ষে সকল সময়ে পথ্যাহার এক প্রকার হয় না। ধাতুভেদে এবং কার্য্যভেদে পথ্যের ভেদ হয়। এক ব্যক্তির পক্ষেও সকল সময়ে একই পথ্য হয় না। যাঁহারা বহুকাল পথ্যসেবী, তাঁহারা কোন্ সময়ে কি খাইলে ভাল থাকিবেন, তাহা সংস্কারগুণেই বুঝিয়া লইতে পারেন।

আহার গ্রহণ উদরপূর্ণ করিয়া করিতে নাই। পরন্তু পথ্যসেবীদিগের প্রায়ই অতিভোজন দোষ ঘটে না। তাহারা ভোজনের গূঢ়তম সর্ব্বাঙ্গীন

৪। ৫। হেমন্ত, শিশির পথ্যাপথ্য।

গোধূম—তজ্জাত পিষ্টকাদি, ক্ষীর এবং ইক্ষুরসজাত দ্রব্যাদি, বসাবহুল দ্রব্যাদি, আনুপ পশু পক্ষীর মাংস, বিলেশয় জন্তুর মাংস স্নেহপূর্ণ উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য। উষ্ণগৃহে বাস।

অতি শীতল জল নিষিদ্ধ।

দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ।

৬। বসন্ত পথ্যাপথ্য।

বিশিষ্টরূপ ব্যায়াম, বিশিষ্টরূপ উদ্বর্ত্তন এবং স্নান।

পুরাতন গোধূম, যব, চাউল।

জাঙ্গল মাংস।

ঘৃত, মধুর পানা, শুঁঠ মিশ্রিত সরবত।

তিক্ত, কটু, কষায়াদি দ্রব্যের বিশিষ্ট সেবন

দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ।

সুখের এতই পক্ষপাতী হইয়া থাকেন যে, সুদ্ধ রসনার তৃপ্তিতে তাঁহাদের সম্যক্ সুখানুভব হয় না।

দৈহিক কার্য্যমাত্রেরই সময় নির্দ্দিষ্টথাকা আবশ্যক। আহার গ্রহণের পক্ষেও সেই নিয়ম। ব্রতাচারীদিগের কথা ভিন্ন। কিন্তু সাধারণতঃ গৃহস্থ লোকের ভোজনকাল চারিটী। এক, প্রাতে, দ্বিতীয়, মধ্যাহ্নে; তৃতীয় সায়ংকালে; চতুর্থ, রাত্রি এক প্রহরের পর। কিন্তু চাকুরির দায়ে আর স্কুলের দায়ে আজি কালি ঐ সকল সময়ের খুব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। প্রাতরাশ আর মাধ্যাহ্নিক ভোজন মিলিয়া গিয়া সহর অঞ্চলে বেলা নয়টার ভাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিক রাত্রি করিয়া আহার করা ভাল নয়। কারণ আহার গ্রহণের পর ২॥০ ঘণ্টা বা ৩-ঘণ্টা জাগিয়া থাকা উচিত; অধিক রাত্রিতে আহার করিলে ঐ নিয়ম পালন হয় না—সুতরাং স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্ভাবনা হয়।

ইংরাজেরা ভোজনের পর তাম্বূল চর্ব্বণ করেন না। প্রত্যুত তাম্বূল চর্ব্বণটা রোমন্থকদিগের যাবর কাটার সহিত তুলনা করেন, এবং তাহা করায় নব্যেরা আর তাম্বূল চর্ব্বণে সাহস করিতে পারেন না। কিন্তু ভাত, রুটি প্রভৃতি শস্যভুক্‌দিগের পক্ষে পান খাওয়া সুব্যবস্থা। অতএব ভোজনান্তে উত্তমরূপে আচমন করিয়া দুই চারিটা পান খাইবে, এবং তাহার পর আবার ভাল করিয়া পুনরাচমন করিবে। শাস্ত্রেরও বিধি এই।

ভোজন সম্বন্ধে আর একটা বড় মোটা রকম ভ্রম হইয়া উঠিয়াছে। নব্যেরা যে কারণেই হউক যেন মনে করেন, নিদ্রাবস্থায় আহারের পরিপাক জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা ভাল হয়, এবং সেই জন্ম তাঁহারা রাত্রির আহারটাই গুরুতর করিয়া থাকেন। বাস্তবিক নিদ্রাবস্থায় সকল স্নায়ুশক্তিই দুর্ব্বলা থাকে—তখন কোন শারীরিক কার্য্যই সতেজে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, আহার পরিপাকও সত্বরে হয় না। এই জন্ম দিবার আহার অপেক্ষা রাত্রির আহার গুরুতর করিতে নাই। কিন্তু আজি কালি মাংস এবং পোলাও খাবার ব্যবস্থাটা রাত্রিকালেই করা হইয়া থাকে।

সুস্থ এবং সবল শরীর ব্যক্তির পক্ষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান একটু

প্রত্যুষে হওয়াই ভাল। শয্যা হইতে উঠিয়াই মলত্যাগ, দন্তধাবন, স্নান-প্রভৃতি শরীরের নির্ম্মলতাসাধক কার্য্যগুলির অভ্যাস করা উচিত। তাহার পরেই ব্যায়াম করিবে—যথা ডন্, মুদ্গর, ওঠবোস্ প্রভৃতি। একবারে অধিক ব্যায়াম করা ভাল নয়—কিন্তু অল্পে অল্পে উহা কতকদূর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া যাইতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে। আমাদিগের দেশে ব্যায়াম-চর্য্যার প্রকৃত কাল প্রাতঃকাল। কিন্তু ইংরাজী স্কুল ও কলেজের ছেলেরা অনেকেই সায়াহ্নে ব্যায়ামচর্য্যায় আদিষ্ট হইয়া থাকেন।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও ব্যায়ামচর্য্যা আবশ্যক। কিন্তু যে সকল ব্যায়াম কার্য্যে শরীরের কোমলতা নষ্ট হয়, সে সকল কার্য্য তাঁহাদের পক্ষে বিধেয় নহে। নিয়মিতরূপে গৃহকার্য্য করিলেও অনেকটা ব্যায়ামের কাজ হইয়া যায়। উদুখলে বা ঢেঁকিতে চাউল কাঁড়ায়, যাঁতায় কলায় ভাঙ্গায়, ঘরদ্বার ঝাঁইট দেওয়ায়, বাটনা বাটায় বিলক্ষণ শারীরিক পরিশ্রম হইয়া থাকে। সময়বিশেষে এবং শরীরের অবস্থা বিশেষে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কি ব্যায়াম, কি অপর কোন অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম সকলই নিষিদ্ধ।

ষষ্ঠচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

শয়ন এবং নিদ্রাদি।

কতকটা সময় বিশ্রামের জন্য না পাইলে শরীর টিকে না। কিন্তু বিশ্রামেরও অনেকটা ইতর বিশেষ আছে। যে দৌড়িতেছে বা অনেক ক্ষণ ধরিয়া পাদচারণ করিতেছে, সে স্থির হইয়া বসিলে বা শুইলেই বিশ্রাম লাভ করে। যে হস্তচালন দ্বারা কাষ্ঠের রেঁদা করিতেছে বা কাপড় বুনিতেছে, ঐ ঐ কার্য্য হইতে ক্ষণকালের জন্য হাত গুটাইয়া রাখিলেই তাহার শ্রম-

জনিত ক্লান্তি দূর হয়—অর্থাৎ শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন জন্য যে পরিশ্রম, তাহা সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কার্য্য হইতে অপসারিত করিলেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের অভ্যন্তরবর্ত্তী যে স্নায়ুমণ্ডল তাহার সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিদ্রা ব্যতীত আর কিছুতেই হয় না। যে ব্যক্তি যত অধিক কাজ করে, অর্থাৎ নড়ে চড়ে, এবং চিন্তা করে, তাহার তত অধিক নিদ্রার প্রয়োজন হয়। শিশুরা অধিক চঞ্চল, এবং উহাদেব স্নায়ুমণ্ডলে কার্য্য অধিক হয়, এই জন্য উহারা অধিক নিদ্রা যায়। বৃদ্ধের নড়া চড়া কম, মস্তিষ্ক কার্য্যও অনধিক অথবা পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ অনধিকরূপেই প্রতীয়মান, এই জন্য বৃদ্ধের নিদ্রা অল্প। কিন্তু এই কথার ভিতরে আর একটী কথা আছে। নড়া চড়া যত বাড়াইবে, ততই যে নিদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, সে কথা ঠিক নয়। যেমন ব্যায়াম অধিক করিলে ক্ষুধা অধিক হয় এবং পরিপাক শক্তি বাড়িয়া উঠে, এ কথার একটী সীমা আছে, তেমনি অধিক নড়িলে চড়িলে নিদ্রা অধিক হয়, এ কথারও একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। আমি দেখিয়াছি, অতিরিক্ত ব্যায়ামের পর ক্ষুধাবৃদ্ধির কথা দূরে থাকুক, একবারে আহার মাত্র গ্রহণে অরুচি জন্মিয়া যায় এবং পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি না হইয়া উহার হ্রাস হইয়া পড়ে; সেইরূপ অতিরিক্ত চলা ফেরা করায় এবং অতিরিক্ত চিন্তনে বা মস্তিষ্ক চালনে একবারেই নিদ্রা আইসে না—অনিদ্রাই একটী রোগ হইয়া দাঁড়ায়। শরীর পোষণ এবং পালনের পক্ষে ব্যায়ামাদি পরিমিতরূপ হওয়াই আবশ্যক, এবং ঐ পরিমাণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন।

সুনিদ্রার নিমিত্ত যেমন পরিমিতরূপ পরিশ্রমের প্রয়োজন; তেমনি কতকগুলি বাহ্য বন্দোবস্তের আবশ্যকতা আছে। প্রথমতঃ শয়নের ঘর এটী শীতল হইবে এবং ইহাতে বায়ু ও আলোকের উত্তম প্রবেশ থাকিবে কিন্তু শয়নের এবং নিদ্রার সময় অধিক আলোক বা বায়ুর সমাগম অবৈধ শয্যা হইতে কিছু দূরে বায়ু সঞ্চালনের পথ অনবরুদ্ধ থাকিবে, এবং কেরোসিনের কিম্বা গ্যাসের কটকটে আলো ঘরের ভিতর জ্বলিবে না। পত্র পুষ্প

ভিতর ঘরে থাকিবে না। ঘরটী যত খোলসা থাকে ততই ভাল; কিন্তু উহাতে আর যাহা কিছু থাকুক বা না থাকুক, কোন খাদ্য সামগ্রী উহাতে রাখিতে নাই। খাদ্য সামগ্রী রাখিলেই তাহার গন্ধে বায়ু দূষিত এবং পিপীলিকা, মাছি এবং মশার উপদ্রব অধিক হয়।

দ্বিতীয়তঃ শয্যা। শয্যা পরিষ্কার এবং কোমল হইবে। কিন্তু অতি কোমল শয্যা ভাল নয়। এক ঘরে একটী শয্যা থাকাই উচিত। যদি পতি পত্নীর দুইটী শয্যাই এক ঘরে রাখিতে হয়, তথাপি ঐ শয্যা দুইটী ঘরের ভিন্ন ভিন্ন দিকে থাকিবে। এক শয্যায় শয়ান হইয়া দুই জনের নিদ্রা যাওয়া ভাল নয়। ছেলেদিগের বিছানাগুলি পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটী ঘরে হওয়াই আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ স্ত্রী-সংসর্গ। য়িহুদীদিগের শাস্ত্রে ঋতু বিরত হইবার কাল পাঁচ দিন ধরিয়াছে। সেই পাঁচ দিনের পর আর সাত দিন বাদ দিয়া স্নান এবং স্বামী শয্যা গমন তাহাদের শাস্ত্রের বিধি। এই নিয়ম যে অতি উৎকৃষ্ট, তাহা এক্ষণে সকলেরই অবধারিত হইয়াছে। য়িহুদী জাতীয় সন্তানের অকাল মৃত্যু অপর সকল জাতির অপেক্ষা অল্প হয়। আমাদিগের মধ্যে তিন রাত্রি অতীত করিবার ব্যবস্থা *। বিজ্ঞান দ্বারা এ পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে অনুমান মাত্র এই যে, সামান্যতঃ রজঃসংযমের পূর্ব্বে যদি সংসর্গ হয়, তবে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কতকগুলি পীড়া সংঘটন হইতে পারে।

গর্ভগ্রহণ এবং দানের প্রশস্ত কাল রাত্রি ভোজনের ৩-ঘণ্টা ৩৷৹ ঘণ্টার পর। উদরে আহার্য্য দ্রব্য অপক্ক থাকিতে স্ত্রী-সংসর্গ নিষেধ। স্ত্রী পুরুষ কাহারও শরীরে কোন গ্লানি থাকিলেও স্ত্রী-সংসর্গ নিষেধ। আর দিবাভাগে স্ত্রীসংসর্গ অত্যন্ত নিষিদ্ধ। দিবা সংসর্গে সমূহ দোষ হয় বলিয়া চির প্রসিদ্ধি আছে। †

* স্নানের ব্যবস্থা চতুর্থ দিনেই আছে। কিন্তু ব্যক্তিভেদে ঐ ব্যবস্থা ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। রজঃসংযত হইয়া গেলেই স্নান করা উচিত, তাহার পূর্ব্বে স্নান করা অবৈধ।

† প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে। প্রশ্নোপনিষৎ।

পর্ব্বাহে—অর্থাৎ পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী, চতুর্দ্দশী এবং অষ্টমী স্ত্রী-সংসর্গ নিষেধ। এই শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপোষক কয়েকটী যুক্তি আছে বলিয়াই আমার বোধ হয়। কিন্তু সকল যুক্তির উল্লেখ না করিয়া এ স্থলে কেবল একটী মাত্রের উল্লেখ করিব। স্ত্রী পুরুষ অন্যোন্যের অভিলাষ পূরণেচ্ছায় অনেক সময়ে পরস্পর সংসর্গী হইয়া থাকেন। উভয়ের মনে, এই যে পরার্থবোধটী জন্মিয়া প্রবৃত্তির উত্তেজক হয়, তাহা অনেক সময়েই ভ্রমমূলক। কিন্তু ঐ ভ্রম সহজে ভাঙ্গে না। সুতরাং বিধি প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে নিবৃত্তি অভ্যাস করাই ভাল। শাস্ত্র সেই বিধির সৃষ্টি করিয়া দিয়া স্ত্রীপুরুষকে অতি ধর্ম্ম্য এবং হিতজনক পথই দেখাইয়া দিয়াছেন। ফল কথা, রেতঃক্ষয়ে আয়ুঃক্ষয় হয় বলিয়া ভগবান ব্যাসদেব হইতে নব্য দার্শনিক প্রবর ডারউইন্ সাহেব পর্য্যন্ত সকলেরই দৃঢ় প্রতীতি—সুতরাং মাসের মধ্যে যত রাত্রি বিনা সংসর্গে যায় ততই ভাল। রুগ্ন, দুর্ব্বল, ক্ষীণজীবি মনুষ্যদিগের মধ্যেই আসঙ্গ-লিপ্সা অধিক বলবতী হইয়া থাকে—বিশিষ্ট সবলকায় ব্যক্তিদিগের মধ্যে কামাতুর্য্য অপেক্ষাকৃত অল্প হয়।

অজাতরজা কুমারী গমন অতি মহাপাতক। গর্ভিনী স্ত্রী গমনেও সমূহ দোষ।

আমি শুনিয়াছি, কেহ কেহ বলেন যে, স্ত্রী-সংসর্গ হইতে একান্ত নিবৃত্ত থাকিলে, বিশেষ বিশেষ পীড়া জন্মে। এটী সম্পূর্ণ মিছা কথা। যদি মনে কামভাবের উদ্রেক হইলে তাহার দমন না করিয়া তদ্বিষয়ক চিন্তাতেই অনুরক্ত হও, এবং ক্রমে ক্রমে উহাকে অতিবর্দ্ধিত করিয়া তুল, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ দুই এক স্থলে পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, নচেৎ কেবল মাত্র সংসর্গবিরতিতে কোন পীড়াই হয় না। প্রত্যুত শরীর দৃঢ় হয়, শীতাতপের দ্বন্দ সহিষ্ণুতা জন্মে, পরিশ্রম-শক্তি বাড়ে, রোগের আক্রমণ কম হয়, এবং আয়ুষকাল দীর্ঘ হইয়া উঠে। দারত্যাগী দেবব্রত ইচ্ছামৃত্যু হইয়াছিলেন, রুগ্নদেহ হয়েন নাই।

আমি কয়েকটী সুবিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক পুনঃ পুনঃ আদিষ্ট এবং অনুরুদ্ধ হইয়া এই সকল কথা খুলিয়া লিখিলাম। যাঁহারা আমাকে ইহা লিখিতে

নিখুঁতে করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, কোন পিতা মাতা আপনাপন পুত্র কন্যাদিগকে এই সকল তথ্য শিখাইয়া দেন না। প্রতি স্ত্রীপুরুষকেই এই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আপনাপন অভিজ্ঞতা বলে সংগ্রহ করিতে হয়। ইহাদিগের সংগ্রহ করিতে করিতে জীবিত কাল অতিবাহিত হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী স্ত্রী পুরুষকে আবার নূতন করিয়া শিখিতে হয়। তাঁহারা বলেন, দেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রে এ সকল বিষয়ে যে বিশেষ উপদেশ আছে, তাহা ঐ সকল শাস্ত্রের আলোচনা অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইয়া যাওয়াতে, আর কেহই জানিতে পারে না। এবং কর্ত্তা গৃহিণীরাও এই সকল তথ্যকে অবশ্য প্রতিপাল্য বিধিস্বরূপে না জানাতে, যুবক যুবতীরা কিছুই শিখিতে পারে না। এই যে, দেশের মধ্যে এত রোগের বৃদ্ধি, তাহার কতকটা কারণ যেমন দৈন্য দশা, আচারের বিপর্য্যয়, উদরান্নের জন্য কঠোর চিন্তা, আপনাপন ভাবি বিষয়ে অতি ভীষণ শঙ্কা, তেমনি কতকটা দাম্পত্য নিয়ম সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা।

আমার পত্নী আমাকে কোন সময়ে বলিয়াছিলেন—"এই সকল কথা ছেলেদিগকে শিখাইতে পারিলে ভাল হয়"। আমি বলিলাম—"ক্রমে ক্রমে সকল কথাই তাহাদিগকে বলিব, না বলায় অনেক দোষ হয়" * * "দোষ হয় বই কি—না জেনেও আগুণে হাত দিলে ত হাত পুড়ে"। * * "ঠিক কথা! আমি অবশ্যই বলিব——তুমি দেখিবে আমাদের ছেলের ছেলে হইলে, সে আমাদের সাক্ষাতে সচ্ছন্দে তাহাকে কোলে পিঠে করিতে এবং তাহার আদর করিতে পারিবে—লজ্জিত হইবে না।" * * * "ছেলেরা বাপ মায়ের সমক্ষে আপনাদের ছেলের আদর করিতে বড়ই লজ্জা বোধ করে" * * * "বাপ মায়েরা বরাবর এমন ভাবেই চলিয়া থাকেন যে, ছেলেকে মনে করিতে হয়, তাহার ছেলে হওয়া একটা ভারী দোষের কথা"!

—

সপ্তচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ।

পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলে পর লোকের গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া বনে যাওয়া উচিত। এই শাস্ত্রীয় উপদেশের তাৎপর্য্য একটু ভাবিয়া বুঝিতে হয়। প্রথম কথা এই যে, পঞ্চাশৎ বৎসর শব্দটী এস্থলে গৌণার্থেই গৃহীত। উহা শরীরের একটী অবস্থাবিশেষকে জানায়, বয়সের বৎসরসংখ্যামাত্রকে বুঝায় না। যে অবস্থায় শরীরের বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির পর যে সাম্যাবস্থা হয়, তাহারও শেষ হইয়া জরা বা বার্দ্ধক্যের স্থিরতর প্রবৃত্তি হয়—পঞ্চাশৎ বৎসর শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য সেই অবস্থা। সচরাচর পঞ্চাশৎ বৎসর হইয়া গেলেই এদেশে শরীরের সেই অবস্থা দাঁড়ায়। শাস্ত্রীয় বচনের তাৎপর্য্য এরূপে না বুঝিলে অনেক স্থানেই দোষ পড়ে। সকলের শরীর সমান নয়—কাহারও ৬০ | ৬৫ বৎসরেও শরীর বিলক্ষণ শক্ত থাকে—কাহারও আবার ৪০ | ৪৫ বর্ষেই বার্দ্ধক্য দশা প্রবর্ত্তিত হইয়া যায়—পরিবারের বা স্বজনের বা সমাজের উপকার করিবার কোন ক্ষমতাই থাকে না। বস্তুতঃ সমাজ এবং স্বজন-দিগের উপর একটা বোঝার মত ভার হইয়া থাকিতে হয়। উপকার করি-বার ক্ষমতা তিরোহিত হইলেই সমাজ পরিত্যাগ করা উচিত। দ্বিতীয় কথা, বনে যাইতে হয়, এই কথাটিরও মুখ্যার্থ গৃহীত হইতে পারে না। সকল বুড়া মানুষেই বনে যাইবে, শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ হইতেই পারে না। এখন দেশে যত বন আছে, তাহাতে দেশের সকল বুড়া মানুষ ধরিতে পারে না। সকলে বনে গেলে বন আবাদ হইয়া উঠে—আর বনই থাকে না। তবে শা-স্ত্রার্থ এই বুঝা গেল যে, নিজ শরীর পরোপকার সাধনে, অসমর্থ হইয়া আসিলে সংসার ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে থাকিবে, ইহাই বিধি।

এরূপ করায় সমাজকে অক্ষম অকর্ম্মণ্য লোকের ভার বহন হইতে ষ্কৃতি দেওয়া হয়—অথচ ভিক্ষা প্রদানের কতকগুলি প্রকৃত পাত্রের সৃষ্টি ওয়াতে, যাহাকে তাহাকে ভিক্ষা দেওয়ার যে দোষ, তাহাও সমাজমধ্যে ংঘটিত হইতে পারে না। আর পরিবারের পক্ষে বিশেষ উপকার এই হয় য, গুরুলোকের কথা লঙ্ঘন করিয়া কাজ করায় পরিবারস্থ লোকের যে র্ম্মহানি হইয়া থাকে, তাহাও হইতে পায় না। বাটীর কর্ত্তা বৃদ্ধ অক্ষম এবং অবুঝ হইলেই যদি বাটী হইতে চলিয়া যান, তবে প্রৌঢ়েরা আপনারা বুঝিয়া সুঝিয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। তুমি বড় হইয়াছ, এখন সময় কিরূপ পড়িয়াছে তাহা ঠিক্ বুঝিতে পার না—আপনার পূর্ব্বকালের সংস্কার যেমন তাহারই অনুরূপে কোন কাজটা করিতে বা না করিতে চাও—কিন্তু তোমার ছেলে মেয়েরা বেশ দেখিতেছে যে, তুমি ঐ বিষয়ে ভুল বুঝিতেছ—তুমি যে কার্য্যের আদেশ বা নিষেধ করিতেছ; তাহাতে বিলক্ষণ ধনক্ষতি অথবা মানহানি কিম্বা কার্য্যধ্বংস হইবার সম্ভাবনা। তাহারা করে কি ?—তুমি বাপ কিম্বা মা কিম্বা অপর কোন গুরু-লোক, তোমার কথা না শুনিলে তোমার প্রকাণ্ড অভিমান হয়, তোমার কথা শুনিলে তাহাদের বড়ই ক্ষতি হয়। তোমাকে বঞ্চনা করা ব্যতিরেকে তাহাদের ত উপায়ান্তর নাই ? কিন্তু তাহা করিলে কি তাহাদের কপটাচার হয় না ? এবং তজ্জন্য তাহাদের স্বভাব দুষ্ট এবং তোমার প্রতি তাহাদের চিত্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া যায় না ? অতএব যাহাদের ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত চিরজীবন এত যত্ন করিয়াছ, এখন আর তাহাদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের মায়া ছাড়িতে না পারিয়া তাহাদেরই ধর্ম্মে ব্যাঘাত করিও না, তাহাদের জীবনপথের কণ্টকস্বরূপ হইও না—যাহাদের চিরভক্তির পাত্র ছিলে, তাহাদের বঞ্চনার সামগ্রী হইও না—তাহাদের গালি খাইও না। তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও। যদি নিজের জীবিকার উপায় কিছু থাকে—তাহা হইলে ত কথাই নাই ; স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পার; শাস্ত্রালোচনা, ধর্ম্মচর্য্যা, শিষ্টালাপাদিতে অবশিষ্ট জীবিতকাল অতিবাহিত করিতে পার। যদি নিজের কিছু না

থাকে, এবং পুত্রাদির প্রতিই নির্ভর করিতে হয়, তাহাদিগের উপর যত অল্প ভার দিয়া চলে তাহাই ভাল—কিন্তু স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবার চেষ্টা কর। আপনার অবশ্য করণীয় কার্য্যগুলি নিজ হস্তে সম্পন্ন করিলে শরীর বহুকাল পটু থাকে। অতএব স্বপাকে খাও, নিজ ব্যবহারের জলাদি স্বয়ং আহরণ কর, আপনার বাসনগুলি আপনি মাজ বেশ থাকিবে, খরচও কম লাগিবে, ছেলেদের উপর ভার লঘু হইবে। যদি পুত্রাদি হইতে সহজে সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে বরং ভিক্ষা করিয়া খাইও, তথাপি তাহাদের গলগ্রহ হইও না। কারণ গুরুলোকেরা গলগ্রহ হইয়া পড়িলে পুত্রাদির ধর্ম্মহানি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

আমার এই সকল কথাতেই বুঝা যাইবে যে, আমি বৃদ্ধদিগকে নির্ম্মায় হইতে অর্থাৎ পরিজনদিগের প্রতি প্রীতিমমতাপরিশূন্য হইতে বলিতেছি না। বরং প্রীতি মমতা বাড়াইতেই বলিতেছি, এবং পরিজনদিগের ধর্ম্মরক্ষার অনুকূল যে ব্যবহার, তাহারই উপদেশ দিতেছি। তুমি বৃদ্ধ এবং অক্ষম হইয়াছ, নিজ বাটী হইতে পৃথক্ হইয়া থাক—পরিজনদিগকে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন অথবা তোমার অভিমানের ভয়ে তোমাকে বঞ্চনা করিতে বাধ্য করিও না। একান্ত মনে তোমার সেবা শুশ্রূষা করাতেও তাহাদিগের ধর্ম্মবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহা তুমি স্বতন্ত্র হইয়া থাকিলে যেমন অবিমিশ্রভাবে হইবে, তাহাদিগের মধ্যে জড়াইয়া থাকিলে তেমন বিশুদ্ধভাবে হইবে না। তুমি তাহাদিগের হইতে দূরে থাকিলে তাহারা আপনাদের সুবিধা হইলেই ধীরে সুস্থে তোমার তত্ত্ব লইবে, তোমার নিকটে যাইবে, তোমার সেবা করিয়া সুখী এবং ধর্ম্মভাগী হইবে। যখন তাহারা ঘর করনার নানা জ্বালায় বিব্রত, রাজদ্বারে নালিস রুজু হওয়াতে উকীল মোক্তারদের সমজাইবার জন্য উদ্বিগ্ন, সন্তান সন্ততির পীড়ার উপশমের নিমিত্ত একান্ত ব্যাকুল, এমন সকল সময় তোমার সেবাও তাহাদের পক্ষে ক্লেশদায়ক। সেই ক্লেশ হইতে এবং তজ্জনিত পাপভার হইতে পরিজনকে বিমুক্ত রাখা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

কেন ?—আমি উহাদের জন্য অত শত করিয়াছি, উহারা আমার জন্য কিছুই করিবে না ? করিবে বই কি। কিন্তু উহারা অপর কাহার জন্য ক্লেশ পাইতেছে শুনিলে কি তোমার ভাল লাগে ? তা ত লাগে না; প্রত্যুত যাহার জন্য উহারা ক্লেশ পায় তাহারই উপর তোমার ক্রোধ জন্মিয়া উঠে। তবে নিজের উপরেই একটু ক্রোধ না হয় কেন ? ও কথা নয়—তুমি যখন পুত্রাদির জন্য অত শত করিয়াছ—তখন কি উহাদিগের স্থানে প্রত্যুপকার পাইবার প্রত্যাশায় করিয়াছিলে ? যদি তাহা করিয়া থাক, তবে যে লোকে বলে এবং শাস্ত্রে ও বলে পিতা মাতার ঋণ পরিশোধ হয় না, সেটী মিথ্যা কথা। ফলে তা নয়। পিতা মাতা পুত্রাদির জন্য যাহা করেন, তাহা ঋণই নয়, এবং ঋণ নয় বলিয়া উহার পরিশোধও নাই।

সম্পূর্ণ